বিচারপতি
আবদুর রহমান চৌধুরী
স্মারকগ্রন্থ

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বিচারপতি
আবদুর রহমান চৌধুরী
স্মারকগ্রন্থ

বিচারপতি আবদুর রহমান চৌধুরী স্মরণসভা কমিটি
চট্টগ্রাম

www.pathagar.com

বিচারপতি আবদুর রহমান চৌধুরী স্মারকগ্রন্থ

সম্পাদকঃ
অধ্যাপক কাযী আযিযউদ্দিন আহমদ

সহযোগীঃ
জহুর-উশ-শহীদ
ইকবাল করিম রিপন
মুরশিদুল আলম চৌধুরী
জিয়াউদ্দিন সাইমুম

প্রকাশকঃ
বিচারপতি আবদুর রহমান চৌধুরী স্মরণসভা কমিটি
৮সিরাজুদ্দৌলা রোড, আন্দরকিল্লা
চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ
ফোনঃ ২২১৫৮৮, ২২১২৮৭
প্রচ্ছদ ও মুদ্রণ তত্ত্বাবধায়কঃ
কাভিকো এসোসিয়েটস
ফোনঃ ২২৪৪২৬
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম
প্রকাশকালঃ এপ্রিল, ১৯৯৫
সৌজন্য মূল্য
একশত টাকা

Justice Abdur Rahman Chowdhury Commemorative Book, edited by Prof. Quazi Azizuddin Ahmad, published by Justice Abdur Rahman Chowdhury Remembrance Committee, Chittagong and printed by KAVICO, Chittagong in April, 1995. Courtesy Price Tk. 100 only

www.pathagar.com

নিশ্চয়ই আল্লাই সুবিচার ও পরোপকারের আদেশ করেন এবং অশ্লীল ও গর্হিত কার্য নিষিদ্ধ করেন।

-আল- কোরআন

পূর্বকথন

চিরাচরিত রেওয়াজ অনুযায়ী আজ আমাদেরকে বিচারপতি আবদুর রহমান চৌধুরী স্মারক গ্রন্থের "পূর্বকথন" লিখতে হচ্ছে। কিন্তু মরহুম চৌধুরীর মতো মহীরূহরূপী বিরাট ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে কোন্ কথা বাদ দিয়ে কোন্ কথা বলব তা ঠিক করাই এক দুরূহ কাজ।

বিচারপতি আবদুর রহমান চৌধুরী ছিলেন বাংলাদেশের বিবেক। বিবেক কোনদিন কারো পোষ মানে না। বিবেক সব সময় সত্যনিষ্ঠই থাকে। মরহুম চৌধুরী সর্বদা সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে কথা বলতেন। কোন কিছুর বিনিময়ে কোনদিন কেউ মরহুমকে সত্য থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। সঠিক সময়ে সঠিক কথা বলার অদম্য সাহস ছিল তাঁর। এ সাহস সবার থাকে না। অনেক বাঘা বাঘা ব্যক্তিত্বকেও আমরা স্বার্থের কারণে পোষ মানতে দেখেছি এবং দেখছি। কিন্তু এক্ষেত্রে মরহুম চৌধুরী ছিলেন সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। তাঁর কেবলা ছিল সত্যানুসন্ধান।

এজন্যই বিচারপতি আবদুর রহমান চৌধুরীর প্রতি এদেশের মানুষ গভীরভাবে শ্রদ্ধাশীল। আমরাও মরহুমের আত্মিক, তাত্ত্বিক ও আদর্শিক পথের অনুসারী হওয়ার প্রয়াসী। তাঁর সাথে আমাদের যে গভীর সম্পর্ক ছিল তা ভুলবার নয়। তাঁকে যখনই আমরা চট্টগ্রামে ডাকতাম তিনি সাড়া না দিয়ে পারতেন না। চট্টগ্রামের সাথে মরহুমের এ নাড়ির টান ছিল বড় গভীর।

বিচারপতি আবদুর রহমান চৌধুরী আমাদের জন্য চলার পাথেয় রেখে গেছেন। তিনি আজীবন অকুতোভয়ে জাতীয় সমস্যার কথা বলেছেন, জীবনের শেষদিকে রোগাক্রান্ত অবস্থায়ও এসব সমস্যার কথা বলতে ছাড়েননি। তাঁর এসব বক্তব্য থেকে জাতি চলার দিশা পেয়েছে।

আল্লাহ্‌র হুকুম তো রদ হওয়ার নয়। তাঁর হুকুমে বিচারপতি চৌধুরী আমাদেরকে ছেড়ে চলে গেছেন। তিনি আল্লাহ্‌র দিদার লাভ করেছেন। তাই আমরা শুধু শোক প্রকাশ করছি না, বরং তাঁর ইন্তেকালে জাতির যে বিরাট ক্ষতি হলো সেই কথাও জোরের সাথে বলছি। এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর রুহের মাগফেরাত কামনা করছি। তাঁর ইন্তেকালের পর তাঁর উজ্জ্বল আদর্শ ও কার্যক্রম তুলে ধরার জন্য ১৯৯৪ সালের প্রথম ভাগে আমরা চট্টগ্রামে একটি স্মরণসভা কমিটি গঠন করি। উদ্দেশ্য ছিল একটি স্মরণসভা করা এবং একটি স্মারকগ্রন্থ প্রকাশ করা। সময়মতো উদ্যোগ নেয়া সত্ত্বেও নানা কারণে তা বিলম্বিত হয়। আল্লাহ্‌র রহমতে শেষ পর্যন্ত আমরা সভা অনুষ্ঠান ও স্মারকগ্রন্থ প্রকাশে সফল হয়েছি। যারা স্মরণিকার জন্য লেখা দিয়েছেন তাঁদের প্রতি আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আজ ১৫ই এপ্রিল, ১৯৯৫ তারিখের স্মরণসভায় বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের মাননীয় বিচারপতি জনাব মোস্তফা কামাল প্রধান অতিথি, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ড. শমশের আলী প্রধান বক্তা এবং প্রখ্যাত আইনজীবী জনাব খন্দকার মাহবুবউদীন আহমদ বিশেষ অতিথির আসন অলঙ্কৃত করায় তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞ হয়েই থাকলাম।

স্মরণসভা অনুষ্ঠান ও স্মারকগ্রন্থ প্রকাশের অনাকাঙ্ক্ষিত বিলম্ব ও ভুলত্রুটির জন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী। আশা করি, স্মারকগ্রন্থের মাধ্যমে মরহুমের আদর্শকে ধরে রাখার এ ক্ষুদ্র প্রয়াস দেশের ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য সুন্দর পথচলার দিশারী হয়ে থাকবে। এ স্মারকগ্রন্থ প্রকাশের ব্যাপারে যাঁদের অকৃত্রিম সহযোগিতা ও কঠোর শ্রম আমাদেরকে উৎসাহিত করেছে তাঁদের মধ্যে অধ্যাপক কাযী আযিযউদ্দিন আহমদ এবং কাভিকো এসোসিয়েটসের কর্মকর্তাগণ অন্যতম। মরহুমের পরিবারের সাহায্য-সহযোগিতা আমাদেরকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেছে। আমরা সকলের প্রতি কৃতজ্ঞ।

আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রয়াস জাতির ভবিষ্যৎ পথচলায় সামান্য উপকারে আসলেও আমরা নিজেদেরকে কৃতার্থ মনে করব। আল্লাহ্ আমাদের এ কাজকে কবুল করুন এবং দেশ ও জাতিকে কল্যাণের দিকে অগ্রসর করুন- এটুকুই মুনাজাত আমাদের। খোদা হাফেজ।

সালাহউদ্দিন কাসেম খান	চট্টগ্রাম	**হেলাল হুমায়ুন**
সভাপতি	১৫ এপ্রিল , ১৯৯৫	সাধারণ সম্পাদক

বিচারপতি আবদুর রহমান চৌধুরী স্মরণসভা কমিটি

www.pathagar.com

তোমরা ন্যায়পরায়ণতা ও সৎকর্ম প্রতিষ্ঠায় পরস্পরের সহযোগিতা কর এবং পাপকর্ম ও আল্লাহর অবাধ্যতায় পরস্পরকে সহায়তা দানে বিরত থাক।

-আল-কোরআন

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশের বিবেক বলে খ্যাত মরহুম বিচারপতি আবদুর রহমান চৌধুরীর সোনালী স্মরণে বন্দরনগরী চট্টগ্রাম থেকে এ স্মারকগ্রন্থ প্রকাশ করতে পেরে আমরা যুগপৎ আনন্দিত ও গর্বিত বোধ করছি। আনন্দ এজন্য যে, আল্লাহ্তায়ালার অসীম রহমতে আমরা স্মরণসভা উপলক্ষে স্মারকগ্রন্থ প্রকাশের মাঝপথে কিছু অনভিপ্রেত বাধা ও বিলম্ব শেষ পর্যন্ত উল্লঙ্ঘন করতে সক্ষম হয়েছি। গর্ব এজন্য যে, বিচারপতি চৌধুরীর মতো সত্যের একজন সাহসী সৈনিকের মহান আদর্শকে জাতির সামনে কালির আখরে স্থায়ীভাবে তুলে ধরতে পেরেছি। আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রয়াস নবপ্রজন্মকে বিচারপতি চৌধুরীর আদর্শে সুন্দর পথচলায় অনুপ্রাণিত করতে পারলেই আমাদের শ্রম সার্থক হবে।

বিচারপতি আবদুর রহমান চৌধুরী আজীবন ছিলেন সত্য ও ন্যায়ের একনিষ্ঠ সাধক। ছাত্রজীবন থেকেই তিনি ছিলেন সত্য উচ্চারণে উদ্দীপ্ত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রাবস্থাতেই বাংলা ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় হয়ে উঠেন। তৎকালীন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীকে ছাত্রসমাজের প্রদত্ত সেই ঐতিহাসিক স্মারকলিপিটি তো তাঁরই লিখিত। এতে বাংলা ভাষার দাবীসহ তখনকার পূর্ব পাকিস্তানের আরো কিছু জোরালো দাবী উত্থাপিত হয়েছিল। তারপর কর্মক্ষেত্রে এসেও মরহুম চৌধুরী একজন সফল আইনজীবী ও বিচারপতি হিসেবে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় দৃঢ় ভূমিকা রাখেন। তাঁর প্রদত্ত বিভিন্ন রায়ে তাঁর সূক্ষ্ম মেধা, মনন, যুক্তিবোধ ও সত্যনিষ্ঠাই প্রকাশিত। পরবর্তী সময়ে দেশ ও সমাজের একজন প্রবীণ ও প্রজ্ঞাবান অভিভাবক হিসেবে তিনি জাতিকে সুষ্ঠু আদর্শিক ও রাজনৈতিক দিকনির্দেশনা দিয়ে গেছেন তাঁর বিভিন্ন লেখা, সাক্ষাৎকার ও ভাষণে। জাতীয় ঐতিহ্য, স্বাতন্ত্র্য ও মর্যাদার ভিত্তিতে সুস্থ জাতীয়তাবাদ ও দীপ্র দেশপ্রেম গড়ে তোলার মধ্যেই যে আমাদের কল্যাণ তথা দেশের উন্নয়ন ও শান্তি নিহিত- এ সত্যটিই তাঁর সমগ্র কথায় ও কাজে পরিস্ফুট হয়েছে সর্বতোভাবে। শুধু বাংলাদেশের সমস্যার ব্যাপারেই নয়, বরং বিশ্বের যেখানেই নির্যাতন-নিপীড়ন চলেছে সেখানকার সমস্যার ব্যাপারেও তিনি ছিলেন সোচ্চার। এজন্য তাঁকে কাশ্মীর, ফিলিস্তিন, বসনিয়া ও মুসলিম উম্মাহসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সমস্যা নিয়ে তীব্র সত্য উচ্চারণ করতে শুনেছি। মিথ্যার সাথে তিনি কখনো আপোষ করেননি। তাঁর এ সত্যবোধ নতুন প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করুক- এটুকুই আমরা চাই।

এ স্মারকগ্রন্থে যেসব সম্মানিত লেখক ও বুদ্ধিজীবী তাঁদের মূল্যবান লেখা দিয়ে আমাদেরকে সহায়তা করেছেন তাঁদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। যেসব পত্রপত্রিকার লেখা ও সাক্ষাৎকার আমরা এখানে গ্রহণ করেছি সেসব পত্রপত্রিকার কর্তৃপক্ষের প্রতি রইলো আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ। মরহুম বিচারপতির পরিবার থেকে যে সহযোগিতা লাভ করেছি তা আমাদের চিরদিন মনে থাকবে। যাঁরা এ স্মারকগ্রন্থ প্রকাশে সহযোগিতা প্রদান করেছেন তাঁদেরকে, বিশেষতঃ স্মরণসভা কমিটির সম্মানিত উপদেষ্টামন্ডলী, কর্মকর্তাবৃন্দ ও কাভিকো সহযোগীদের প্রতি অশেষ ধন্যবাদ।

আল্লাহ মরহুম চৌধুরীকে বেহেশত নসীব করুন এবং তাঁর মতো সত্যের সৈনিক হওয়ার জন্য আমাদেরকে তৌফিক দান করুন- এটুকুই প্রার্থনা। খোদা হাফেজ।

চট্টগ্রাম
১৫ এপ্রিল ,১৯৯৫

কাযী আযিযউদ্দিন আহমদ

www.pathagar.com

Help ye one another unto righteousness and pious duty. Help not one another unto sin and transgression.

- ***Al-Quran***

EDITORIAL

We are altogether delighted and proud that we have at last succeeded in publishing a commorative book from the port-city of Chittagong in golden memory of Late Justice Abdur Rahman Chowdhury, widely recognized and reputed as the Conscience of Bangladesh. Delighted we are because we, by the grace of Allah, have been able to surmount some unwanted impedimendts and delays on the way to publishing this tributive book on the occasion of the memorial meeting, and proud because we have achieved a bit of success in upholding and preserving atleast a portion of the lofty ideas and ideals of a brave soldier of truth like Justice Chowdhury by weaving them into the folds of a printed book. If this little attempt of ours stimulates the new generation with his ideals to go ahead on a right path, we shall deem our labour a success.

Justice Abdur Rahman Chowdhury was a staunch follower of truth and righteousness. Since his studentlife he was bold and loud in the utterance of truth. While studing in Dhaka University he took an active part in the Bengali Language Movement and as such that famous historic memorandum presented by the student community to the Prime Minister of the then Pakistan was drafted by him. This memorandum contained the demand for the national status of the Bengali language along with some other strong demands of the then East Bengal. Afterwards in his practical life also Marhoom Chowdhury, as a successful lawyer and competent jndge, showed an extraordinary brilliance of his mind and merit in promoting the cause of reason and righteousness. Latter as a veteran and prudent guardian of the society he gave the nation a proper ideological and political guideline in his different writings, interviews and lectures. He always stressed on achieving country's peace and prosperity through a sense of healthy nationalism and enlightened patriotism based on national feelings, tradition, unity and dignity. His realization of this truth was apparent in all his works and words. Not only for the gaping grievances of Bangladesh, but for all suffering countries of the world which were confronted with multifarious engrossing problems, his utterance of truth was loud. Hence we saw him focusing on the stern truth about different international problems of oppressed humanity including those of Kashmir, Palestine, Bosnia and the Muslim Ummah etc. He Kever compromised with falsehood. This was the charisma of his character, although his affable manners created for him soft corners in all our minds. May our new generation be imbued with his ideal of unflinching truth and greatness of heart.

We are indebted to the reverend writers and intellectuals who cooperated with us by giving their valuable writings. We sincerely thank the authorities of different newspapers and periodicals from which some articles and interviews were borrowed by us. We shall ever remember the sincere help rendered by the Marhoom's family. Hearty thanks are due to all others including particularly the honourable advisory council of the Remembrance Committee, committee's leaders and KAVICO's eversmiling friends. We solicite forgiveness of all for some unavoidable errors remaining in the book. May Allah bless the Marhoom with jannat. Khoda Hafez.

Chittagong
15 April, 1995

Quazi Azizuddin Ahmad

www.pathagar.com

সূচীপত্র

বাণী

কুয়েতের রাষ্ট্রদূত
মালয়েশিয়ার রাষ্ট্রদূত
ভারতীয় রাষ্ট্রদুত
হাউস অব লর্ডস
ফ্রান্সের রাষ্ট্রদুত
ইটালীর রাষ্ট্রদূত
অধ্যাপক গোলাম আযম

পরিচিতি
জীবনপঞ্জী

নিবন্ধ

বিচারপতি আবদুর রহমান স্মরণে- ❑ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ ২৭শে নভেম্বর ১৯৪৮ এবং
বিচারপতি আবদুর রহমান চৌধুরী স্মরণে- ❑ ড. এ. এস. এম. নূরুল হক ভুঁইয়া
বিচারপতি আবদুর রহমান চৌধুরী স্মরণে- ❑ মাহবুব আনাম
বিচারপতি আবদুর রহমান চৌধুরী ❑ ড. মাহমুদ শাহ্ কোরেশী
Justice Abdur Rahman Chowdhury- ❑ Syed Ashraf Ali
স্মরণে বিচারপতি আবদুর রহমান চৌধুরী- ❑ এডভোকেট বদিউল আলম
চট্টগ্রাম বিচারপতি চৌধুরী- ❑ এডভোকেট শামসুদ্দিন আহমদ মির্জা
Justice Abdur Rahman Chowdhury:
A. Man of Firm Conviction-❑ Nazir Ahmad
জাতিসত্তার অভিভাবক পুরুষটি চলে গেলেন-❑ আজিজুল হক বান্না
বিচারপতি আবদুর রহমান চৌধুরীঃ গণতন্ত্রকামী এক কীর্তিমান পুরুষের নাম-❑ ডঃ খালেদা সালাহউদ্দিন
ডাকসুর ভাষা স্মারকলিপিঃ
স্বাধিকার আন্দোলনের একটি ঐতিহাসিক দলিলঃ-❑ মোস্তফা কামাল
জাতির বিবেক বিচারপতি আবদুর রহমান চৌধুরী স্মরণে- ❑ নাবিল নওশাদ
বিচারপতি আবদুর রহমান চৌধুরী স্মৃতিতে-চেতনায়- ❑ এডভোকেট শেখ রেজাউল করিম
জাস্টিস চৌধুরীঃ ঐক্য ও আশার বাণীর উৎস- ❑ আমির খসরু
জাতীয় ঐতিহ্য অনন্যদের সন্ধানে- ❑ সৈয়দ জাকির হোসাইন
Abba Dearest : A daughter's Tribute- ❑ Ruseli Rahman Mahmud

নিবেদন

সালাম ওয়াস্‌সালাম- ❑ আফজাল চৌধুরী
সত্যের অন্বিষ্ট যোদ্ধাকে- ❑ জহুর-উশ-শহীদ

www.pathagar.com

শ্রদ্ধা

সম্পাদকীয় শ্রদ্ধাঃ
দৈনিক সংগ্রাম
দৈনিক মিল্লাত
The Bangladesh Times

সংবর্ধনা

চট্টগ্রাম জেলা আইনজীবী সমিতি

সাক্ষাৎকার

বিচিত্রা
পূর্ণিমা
পালাবদল
মেঘনা
ঝান্ডা

ভাষণ

বরিশাল আইনজীবি সমিতি

বাংলাদেশ দর্শন সমিতি

বাংলাদেশ-বসনিয়া-সলিডারিটি
হিউম্যান রাইটস

সংকলন

বিচারপতির নিজস্ব লেখা

রায়

কয়েকটি বিখ্যাত রায়

দলিল

An Address of welcome to Prime Minister Liaqat Ali Khan
ঐতিহাসিক ভাষা স্মারকলিপি

ছবি

কমিটি

উপদেষ্টা পরিষদ
স্মরণসভা কমিটি

www.pathagar.com

بسم الله الرحمن الرحيم

EMBASSY OF
E STATE OF KUWAIT
DHAKA

سفارة دولة الكويت
دكا

Ref. ..... الرقم .....
Date 12-01-1994 التاريخ .....

Mrs. Abdur Rahman Chowdhury
661/A, Dhanmondi R/A
Road # 11 (new)
Dhaka.

The Premature death of brother Justice Abdur Rahman Chowdhury came as a profound chock to me. Inna Lillahi Wa Inna Elaihi Rajwoon. We have lost not only a true friend of Kuwait as well as a Champion of human rights in the world.

My heart felt sympathy lies with your family members and pray to Almighty Allah that may He grant you all the strength to bear the loss with fortitude.

With best regards.

Sincerely yours

EMBASSY OF THE STATE OF KUWAIT-DHAKA

Hasan Bader Al-Eqab
Charge d' Affaires.

www.pathagar.com

HIGH COMMISSIONER FOR MALAYSIA
IN
BANGLADESH

January 13, 1994

Dear Ms Roddy Chowdhury,

I am deeply shocked and saddened to learn of the demise of your late father, Justice Abdur Rahman Chowdhury. His passing away is certainly a great loss to Bangladesh and the cause for which he has untiringly pursued during his entire life. May his soul rest in peace.

Best regards,
Yours sincerely,

Ahmad Fuzi Haji Abdul Razak
High Commissioner

www.pathagar.com

INDIA HOUSE,
ALDWYCH,
LONDON,

2 February, 1994

Dear Zubayer,

I have learnt with deep sorrow that your father and my good friend Justice Abdur Rahman Chowdhury breathed his last and went to his heavenly abode on January 11 after his surgery in Singapore. In his death, Bangladesh has lost one of its foremost frontline exponents of human rights and judicial independence. He had great qualities of head and heart. I came to know him closely when I visited Dhaka to inaugurate the Bangladesh Conference of Judges and Lawyers on the Independence of Justice several years ago and was delighted to know of his forthright views on basic issues relating to judicial independence, human rights and Indo-Bangladeshi friendship ties

This brings you and all the members of your family my deepest condolences and commiseration in your grief which I share.

Yours sincerely,

(L.M. Singhvi)

www.pathagar.com

From: The Rt. Hon. The Lord Archer of Sandwell, Q.C.

Tel: & Fax: 0784 483136

7 Old School Court,
Wraysbury,
Staines,
Middlesex TW19 5BP

House of Lords

London SW1A 0PW

Mr Zubayer Rahman Chowdhury
House No. 661/A
Road No. 32 (Old), 11(New)
Dhanmondi R/A
Dhaka
BANGLADESH

28th February 1994

Dear Mr Chowdhury,

I was shocked to learn the sad news of your father. I did not know of his illness. And your letter seems to have been delayed in reaching me.

Please accept my condolences to yourself and your family.

When I received your letter, I tried to find the correspondence which I have had with your father over the years, but my filing system seems to be incapable of absorbing and retrieving its burden of documentation. Consequently, I have not been able to refer to the details which I would have liked, but I enclose what I hope will be an acceptable, as it is sincere, appreciation of him.

I hope that you are in good health, and that your own career is developing successfully.

Kindest regards.

Yours sincerely,

Jeffrey Archer

www.pathagar.com

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AMBASSADE DE FRANCE
AU
BANGLADESH

DACCA, LE 12 January 1994

N° 10/PART

Madam,

It is with deep shock and extreme sorrow that I received the painful news of the sad demise of your illustrious husband Mr. Justice Abdur Rahman Chowdhury. I recall with heavy heart Justice Chowdhury's long and close friendly relation with this Embassy.

Please accept, Madam, the most sincere condolences on my behalf and on behalf of the members of this Mission and convey the same to your bereaved children.

Yours in grief

Jean Michel LACOMBE
Ambassador

Mrs. Abdur Rahman Chowdhury
House No 661/A, Road No 32
Dhanmondi
DHAKA

www.pathagar.com

AMBASCIATA D' ITALIA
DHAKA

L' Ambasciatore

D 1/1

JAN 14 1994

Dear Mrs. Chowdhury

I was shocked to hear of the sudden death of your husband, whom I greatly appreciated for his views and work on behalf of his Country.

In this very sad occasion I would like to express my deepest sorrow and condolence for your bereavement and for the loss that Mr. Chowdhury's death means to Bangladesh.

Claudio Pacifico

Mrs. A.R. Chowdhury
House no. 661/A
Road 11 (new)
Dhanmondi R.A.
Dhaka

www.pathagar.com

بسم الله الرحمن الرحيم

Prof. Ghulam Azam
119 QAZI OFFICE LANE, MAGHBAZAR
DHAKA-1217. BANGLADESH.

PHONE : 401074

14 HIJRI
1994 ISAYE

A MESSAGE OF CONDOLENCE
FOR
THE CONDOLENCE BOOK
OF
JUSTICE ABDUR RAHMAN CHOWDHURY

With the sad demise of Justice Abdur Rahman Chowdhury Bangladesh has lost a great patriot, people have been deprived of a valiant Champion of Muslim Nationhood, and nation has lost one of the most powerful voice that efficiently used to defend islamic ideology and culture.

Justice Chowdhury possessed rare qualities of head and heart due to which he had strong opinion on all national issues and he always tried to play the valuable role as the conscience of the nation.

May Allah fill-up the great vacuum created by the death of this illustrious son of the soil.

(PROF. GHULAM AZAM)
AMEER
JAMAAT-E-ISLAMI BANGLADESH.

www.pathagar.com

পরিচিতি

www.pathagar.com

সংক্ষিপ্ত জীবনী

মেধা ও আদর্শিক চেতনা দিয়ে যে ক'জন কীর্তিমান পুরুষ এ জাতিকে স্বাধীনতা, সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র ও অস্তিত্ব রক্ষায় সদা সজাগ রাখতে সচেষ্ট ছিলেন, বিচারপতি আবদুর রহমান চৌধুরী আমাদের জাতীয় ইতিহাসের সে কীর্তিমান ক্ষণজন্মা পুরুষের অন্যতম ।

বরিশালের মেহেন্দিগঞ্জ থানাধীন উলানিয়া জমিদার পরিবারের সন্তান জনাব আবদুর রহমান চৌধুরী ১৯২৬ সালের ২৫শে নভেম্বর ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মরহুম আলহাজ্ব খান বাহাদুর আবদুল লতিফ চৌধুরী ছিলেন প্রাক্তন জমিদার ও দিল্লীর 'কাউন্সিল অব স্টেটস অব ইন্ডিয়া' এবং বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের নির্বাচিত সদস্য। তাঁর মাতামহ ঢাকার প্রসিদ্ধ 'কাজী বাড়ীর' খান বাহাদুর আলহাজ্ব জহিরুল হক ছিলেন বৃটিশ ইন্ডিয়া লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সদস্য এবং মুসলিম হাই স্কুলের প্রথম প্রধান শিক্ষক। অবিভক্ত বাংলার এক জমিদার পরিবারের সন্তান হওয়া সত্ত্বেও আবদুর রহমান চৌধুরী ছিলেন গণমুখী চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী।

বিচারপতি চৌধুরী অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। ঢাকার সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার্স স্কুল থেকে তাঁর ছাত্র জীবনের সূচনা। তিনি ১৯৪২ সালে বরিশাল জেলা স্কুল থেকে স্টার মার্কসহ প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ করেন এবং ইংরেজীতে সর্বোচ্চ নাম্বার পাওয়ার জন্য 'ডি সিলভা' স্বর্ণপদক লাভ করেন। এরপর তিনি কোলকাতায় পড়াশুনা করেন। ১৯৪৭ সালের শেষ দিকে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং এম. এ. ও এল.এল.বি ডিগ্রী লাভ করেন।

বিচারপতি আবদুর রহমান চৌধুরীর শিক্ষা ও কর্মজীবন অনন্য সফলতায় উজ্জ্বল। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে তিনি সলিমুল্লাহ হল ছাত্র সংসদের ১৯৪৮-৪৯ সালে ভিপি ছিলেন। তিনি ১৯৪৮ সালে ভারতে অনুষ্ঠিত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ছাত্র-যুব সম্মেলনে তৎকালীন পাকিস্তান প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন। উক্ত সম্মেলনে তিনি আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে মাতৃভাষা বাংলার মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে বাংলা ভাষায় ভাষণ দেন। কোন আন্তর্জাতিক সম্মেলনে সম্ভবতঃ এটাই প্রথম বাংলায় ভাষণ হিসেবে দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। ১৯৫৫ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডি.সিতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক যুব সম্মেলনে তিনি পাকিস্তান প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দান করেন।

তিনি বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে সাহিত্য-সংস্কৃতির অংগনেও উজ্জ্বল কর্মতৎপরতার স্বাক্ষর রাখেন। ১৯৪৮ সালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি 'ডিবেটিং টিম' ঢাকা সফরে এলে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ডিবেটিং টিমের' নেতৃত্ব দেন।

বিচারপতি চৌধুরী বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে ছাত্র নেতৃত্বের সূচনা থেকে ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৪৭ সালের ৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মাত্র ৪ মাসের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সচেতন ছাত্র সমাজ রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবীতে ভাষা আন্দোলনের স্থপতি অধ্যাপক আবুল কাসেমের সভাপতিত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের বেলতলায় এক প্রতিবাদ সভায় মিলিত হয়। ছাত্র নেতৃবৃন্দের মধ্যে এ সভার অন্যতম বক্তা ছিলেন আবদুর রহমান চৌধুরী। সভা শেষে বিক্ষোভ মিছিল হয়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবীতে এটাই ছিল প্রথম প্রতিবাদ সভা ও মিছিল।

১৯৪৮ সালের মার্চে পাকিস্তানের তৎকালীন গভর্ণর জেনারেল কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ 'পূর্ব পাকিস্তান' সফরে এলে ছাত্র ঐক্য স্থাপনের জন্য তাঁর সঙ্গে ছাত্র নেতৃবৃন্দের যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়, সে বৈঠকে জনাব আবদুর রহমান চৌধুরী 'পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের' নেতৃত্ব দেন । উক্ত বৈঠকে প্রসঙ্গক্রমে ছাত্রদের পক্ষ হতে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবীটিও গুরুত্বের সাথে উত্থাপিত হয় । তিনি পুনর্গঠিত ও সম্প্রসারিত প্রথম রাষ্টভাষা সংগ্রাম পরিষদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন ।

www.pathagar.com

১৯৪৮ সালের নভেম্বরে পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান 'পূর্ব পাকিস্তান' সফরে এলে তাঁকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সমাজের পক্ষ হতে রাষ্ট্রভাষা বাংলা ও পূর্ব পাকিস্তানের অন্যান্য দাবী সম্বলিত যে ঐতিহাসিক স্মারকলিপি প্রদান করা হয়, তা প্রণয়নের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল তৎকালীন তুখোড় ছাত্রনেতা আবদুর রহমান চৌধুরীর উপর। তিনি সে দায়িত্ব যথার্থভাবে পালন করে উক্ত স্মারকলিপি প্রণয়ন করেন। বস্তুতঃ সে স্মারকলিপি ছিল পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের সামগ্রিক দাবী। এর ভিত্তিতেই আমাদের জাতীয়তাবাদী ও স্বাধিকার আন্দোলন গড়ে ওঠে।

জনাব চৌধুরী ১৯৫৫ সালে ঢাকা হাইকোর্টে আইনজীবী হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৫৮ সাল থেকে ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত তিনি সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী হিসেবে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন। তিনি ১৯৬৬-১৯৬৮ সালে পূর্ব পাকিস্তান হাইকোর্ট বার এসোসিয়েশনের সেক্রেটারী জেনারেল এবং ১৯৬৯ সালে ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। তিনি তদানীন্তন অল পাকিস্তান বার এসোসিয়েশনের সেক্রেটারী নির্বাচিত হন। ১৯৬৯ সালে তিনি ন্যাশনাল শিপিং কর্পোরেশনের পরিচালক নির্বাচিত হন।

১৯৭৩ সালে তিনি সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন এবং ১৯৮৩ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ঐ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি বেশ কয়েকটি স্মরণীয় রায় প্রদান করেন। এর মধ্যে রক্ষীবাহিনী, কিং ফিশারীজ, অধ্যাপক নুরুল ইসলাম, ডি আই টি প্রভৃতি মামলার রায় বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

আইন, গণতন্ত্র, মানবাধিকার প্রভৃতি বিষয়ের উপর বিচারপতি চৌধুরী এশিয়া, ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে বহু সম্মেলনে অংশগ্রহণ ও সভাপতিত্ব করেছেন।

১৯৭৮ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে তিনি বাংলাদেশ দলের উপনেতা ছিলেন এবং ঐ বছর বাংলাদেশ প্রথমবারের মত জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

বিচারপতি চৌধুরী ইনস্টিটিউট অফ হিউম্যান রাইটস এ্যান্ড লিগাল এ্যাফেয়ার্সের প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট। এই প্রতিষ্ঠানটি ইন্টারন্যাশনাল কমিশন অফ জুরিষ্টের সাথে সংযুক্ত।

দেশের আদর্শ সচেতন বুদ্ধিজীবী, কূটনীতিক, সাংবাদিক, সাহিত্যিকসহ বিভিন্ন পেশাজীবীদের নিয়ে ১৯৯১ সালের জানুয়ারী মাসে তিনি 'লিবার্টি ফোরাম'- এর প্রতিষ্ঠা করেন। এই ফোরাম সামরিক শাসন থেকে গণতন্ত্রে উত্তরণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

তিনি বাংলাদেশ বসনিয়া সলিডারিটি ফ্রন্টের প্রথম চেয়ারম্যান হিসেবে নির্বাচিত হন।

বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি, বাংলাদেশ ডায়বেটিক সমিতি, জাতীয় যক্ষ্মা সমিতি (নাটাব) এর আজীবন সদস্য ছিলেন। তিনি আঞ্জুমানে মফিজুল ইসলামের প্রেসিডেন্ট ও বাংলা একাডেমীর চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

বিচারপতি চৌধুরী বাংলাদেশে মানবাধিকারের অন্যতম প্রবক্তা ছিলেন। আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত এই মানবতাবাদী আইন ও আইনের শাসন, গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও সমাজ বিজ্ঞানের উপর অনেক প্রবন্ধ লিখেছেন। তার লেখা বই 'ডেমোক্রেসি, হিউম্যান রাইটস্ এ্যান্ড রুল অব ল' ১৯৯৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়।

তিনি ১৯৯৩ সালের জানুয়ারী মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 'কামিনী কুমার দত্ত স্মারক বক্তৃতামালা' প্রদান করে।

ভাষা আন্দোলনে অসামান্য অবদানের জন্য বিচারপতি চৌধুরী 'প্রিন্সিপাল আবুল কাসেম স্বর্ণপদক' লাভের গৌরব অর্জন করেন। গণতন্ত্র ও মানবাধিকার আন্দোলনে তিনি যে অগ্রণী সংগ্রামী ভূমিকা পালন করেন, তার জন্য তিনি 'জাতির বিবেক' হিসেবে আখ্যায়িত হন।

বিচারপতি চৌধুরীর স্ত্রী সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের এডভোকেট জেনারেল ও বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের সিনিয়র এডভোকেট মরহুম আলহাজ্ব মোহাম্মদ জানে আলমের একমাত্র কন্যা। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, দুই পুত্র, দুই কন্যা, দুই নাতি ও অসংখ্য আদর্শ সচেতন গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

www.pathagar.com

নিবন্ধ

www.pathagar.com

বিচারপতি আবদুর রহমান চৌধুরী স্মরণে

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ

মরহুম জাষ্টীস আবদুর রহমান চৌধুরীর সঙ্গে আমার পরিচয় খুব দীর্ঘকালীন নয়। তার ভাই মফিজুর রহমান চৌধুরীর সঙ্গে আমার এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ার বিয়ে হওয়ার সময় শুনেছিলাম তার জ্যেষ্ঠ সহোদর আমাদের হাইকোর্টের একজন এডভোকেট। তবে তার সংগে মিলিত হওয়ার কোন সুযোগ হয়নি। আজ থেকে প্রায় ৬/৭ বছর পূর্বে শাহ মতিয়ার রহমান নামক এক সদ্য এমএ পাস করা যুবকের আগ্রহে ও কুশলতায় গঠিত নজরুল সংসদ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র বা অন্যান্য মিলনায়তনে আমি প্রায়ই উদ্বোধকের কাজ করতাম এবং তিনি প্রায়ই সভাপতি বা প্রধান অতিথির দায়িত্ব পালন করতেন। এ সকল সভা সমিতিতে এডভোকেট নুরুল হক মজুমদার প্রমুখ মনীষীগণও বক্তৃতা দিতেন।

এভাবে তার সংগে মিলনের সুযোগে জানতে পেরেছিলাম তিনি একজন মস্তবড় পন্ডিত ব্যক্তি এবং অতিশয় উচ্চ মেধার ছাত্রও বটে। তিনি কলিকাতার ইসলামিয়া কলেজ থেকে উচ্চ শ্রেণীতে অনার্সসহ বিএ ডিগ্রী লাভ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম এ ও ল ডিগ্রী লাভ করেছিলেন এবং ঢাকাতে অধ্যয়নকালে ১৯৪৮ সালে ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন। কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ বিভাগ পরবর্তীকালে ঢাকাতে এলে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিম উদ্দীন তার সঙ্গে আমাদের এ ভাষাকে তার যথাযোগ্য মর্যাদাদান না করার জন্য যেসব মন্তব্য করেন তখন তিনি অকুতোভয়ে ভাষা আন্দোলনের অন্যতম নেতা অধ্যাপক আবুল কাসেমের সংগে জোরালো দাবী পেশ করেছেন। পরবর্তীকালে তিনি চাকরির জীবনেও এরূপ সক্রিয় নীতি পালন করার কারণেই চাকরিচ্যুত হয়েছিলেন। তিনি তার জীবনের সর্বশেষ পর্যায়ে বাংলা একাডেমীর চেয়ারম্যান হয়েছিলেন তবে তাতে যোগদান করতে পারেননি। তার জীবন এভাবে নানাভাবে সংগ্রামের মধ্যেই অতিবাহিত হয়েছে। তবে দৃঢ়ভাবে ও দীপ্ততেজে তাতে অগ্রসর

www.pathagar.com

হয়েছেন। তার সংগে আলাপ আলোচনায় বুঝতে পেরেছি তিনি কোন দলীয় রাজনীতিতে যোগদান করেননি এবং অন্যায়কে স্বীয় দলভূক্ত লোকের সুবিধার জন্য গ্রহণ করেননি। এরূপ লোক এদেশে আর পাইনি। সাধারণ ভাবে যাদের সঙ্গে নানাভাবে মিলিত হওয়ার অবকাশ হয়েছে তাদের বেশীরভাগই ন্যায়-অন্যায়ের জন্য তোয়াক্কা না করে তাদের দলীয় মতবাদকে বা দলভুক্ত লোকদের নির্বিচারে সমর্থন করেন। চৌধুরী সাহেবের মধ্যে এরূপভাবে অন্যায়কে প্রশ্রয় দেয়ার কোন প্রবৃত্তি ছিল না কিন্তু বোধ হয় সেরূপভাবে জনপ্রিয় হতে পারেননি। তার বক্তৃতার মধ্যে সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য যে চেষ্টা লক্ষ্য করছি তা সত্যই ছিল অবিস্মরণীয়। বয়সে তিনি আমার অনেক ছোট ছিলেন। তবে তার কাছে থেকে সত্য প্রকাশের জন্য যে সাহস ও ত্যাগের দরকার সে শিক্ষা লাভ করেছি। আমার জীবন সায়াহ্নে আমি বহু প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি থেকে নানা পুরস্কার লাভ করেছি এতে দেশবাসীর পক্ষ থেকে আমি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা উভয়ই পেয়েছি। তবে আমি নিজে আমাকে বিশ্লেষণ করে বুঝতে পেরেছি এগুলো হচ্ছে আমার বুদ্ধির সৃষ্টি বিষয়ের পুরস্কার। আমার প্রকৃত রূপের মধ্যে এখনও সত্যিকারের মনুষ্যত্ব সম্যকভাবে বিকশিত হয়নি। বুদ্ধির বিকাশের সঙ্গে সমান তাল রেখে মনুষ্যত্ব বিকাশ লাভ করেনি। এটাই হচ্ছে আমাদের ভুল ও ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষার ফল।

চৌধুরী সাহেবের আচার ও আচরণে বুদ্ধির সংগে বোধির এবং বোধির সঙ্গে নৈতিক চরিত্রের যোগসূত্র ছিল বলেই আমার মনে হয়। এ যোগ সরবরাহ অতিশয় দুর্লভ। যতদিন পর্যন্ত না মানব জীবনে এ যোগসূত্রের সৃষ্টি হয়েছে এবং বুদ্ধিদীপ্ত জীবনের সঙ্গে জীবনধারার যোগ হয়েছে ততদিন পর্যন্ত মানব সভ্যতাকে নানা ঘাত-প্রতিঘাতের সংগে সংগে ক্ষত-বিক্ষত হতে হবে এবং আত্মঘাতী সংগ্রামে লিপ্ত হতে হবে। তাই আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাতে পরিবর্তনের প্রয়োজন। চৌধুরী সাহেবের জীবনে তার একটা নমুনা মাত্র আমরা পেয়েছি। আমরা আশা করি এ প্রজন্মে আরও জন্ম হবে এবং এদেশে প্রকৃতভাবেই উন্নত হবে। তার এ আদর্শিক জীবন জান্নাত লাভ করুক এই আল্লাহর কাছে আমাদের প্রার্থনা।

বিভিন্ন স্থলে প্রদত্ত তার বক্তৃতা থেকে আমাদের ভাষা স্বাধীনতা শিক্ষা ও অধিকার সম্বন্ধে তার অভিমত স্থলে উদ্ধৃত করা হয়েছে। সেগুলো থেকে তিনি মনীষী হিসাবে কি পর্যায়ে ছিলেন তা নিশ্চয়ই স্পষ্ট হবে।

ভাষা আন্দোলন ও স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্বন্ধে বিচারপতি চৌধুরী সাহেব বলেছিলেন "ভাষা আন্দোলন কি শুধু ভাষা আন্দোলনেই সীমাবদ্ধ ছিল? কি আদর্শ ও চেতনা চল্লিশ বছর আগে আমাদের দোর্দন্ড ও অনুপ্রাণিত করেছিল? এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে, আমরা তখন সদ্য ঔপনিবেশিক শৃংখলমুক্ত একটা স্বাধীন রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে নব জন্ম লাভ করেছিলাম। কাজেই আমরা ছাত্র সমাজ তখন স্বাভাবিকভাবেই রাজনৈতিক সচেতন ছিলাম ও আমাদের মধ্যে অনেকেই পাকিস্তান আন্দোলনের সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মী ছিলেন। সেই রাজনৈতিক সচেতনতার প্রত্যক্ষ প্রমাণ শুধু ভাষা আন্দোলনেই নয়, ১৯৪৮ সালের ২৭ নভেম্বর পাকিস্তানের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষ থেকে যে ঐতিহাসিক স্মারকলিপি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত ছাত্র সভায় দেয়া হয়েছিল সেটা সলিমুল্লাহ হলের সহ-সভাপতি হিসেবে আমার উপর দেয়া হয়েছিল। সে স্মারকলিপিতে শতকরা ৬০ ভাগ জনসংখ্যা ভিত্তিতে পাকিস্তানের সশস্ত্রবাহিনী ও কেন্দ্রীয় সিভিল সার্ভিসের আমাদের পূর্ব বাংলার প্রতিনিধিত্ব দাবী করেছিলাম, আমরা দাবী করেছিলাম পূর্ব বাংলার জনসংখ্যার ভিত্তিতে শতকরা ৬০% অগ্রাধিকার দিতে হবে। বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ ও ভূমিহীনদের খাসজমি বন্টনসহ সমবায় কৃষি খামার প্রতিষ্ঠা, সর্বোপরি বাংলা রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি ও মর্যাদাদানসহ পূর্ব বাংলায় আরো স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে। এসব জাতীয় দাবী ১৯৪৮ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সমাজকেই তুলে ধরতে হয়েছিল।ঃ আবদুর রহমান চৌধুরী ভাষা আন্দোলন ও স্বাধীনতা সংগ্রাম তার এই উক্তি থেকে পূর্ব বাংলার বা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের ভাষা বা সমাজ ব্যবস্থা কিরূপ হবে তার স্পষ্ট রূপ পাওয়া যায়, এদেশ ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা পাওয়ার পরে এদেশের বিভিন্ন সংগঠন থেকে আমন্ত্রিত হয়ে নানা বিষয়ে তার মত প্রকাশ করেছেন। তার মধ্যে দেশের বুকে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য তার

www.pathagar.com

যে কিরূপ আগ্রহ ছিল তা তার নিম্নোল্লিখিত উক্তি থেকেই পাওয়া যায়। আমাদের দেশের মধ্যে গণতন্ত্রের মৌলিক সূত্রের বিরুদ্ধে ব্যক্তি মানুষের উপর ব্যক্তির যেমন অত্যাচার বিদ্যমান তেমনি আমাদের দেশে আমাদের পার্শ্ববর্তী অপর দেশ কর্তৃক দেশের সার্বভৌমত্ব হরণ করারও আশংকা রয়েছে। তিনি বলেছেন –

"বর্তমানে আমাদের কালে হিংস্রতা শুধু ব্যক্তি জীবনে সীমাবদ্ধ নয়-যাতে করে কোন ব্যক্তি দ্বারা অপর ব্যক্তির আইন সংগত অধিকারকে পংগু করা হয়, অধিকন্তু এক রাষ্ট্র কর্তৃক আরেক রাষ্ট্রের উপর আগ্রাসন এ হিংস্রতা (প্রকাশ পাচ্ছে) যার ফলে অপর রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব এবং স্বাধীনতা লোপ পাচ্ছে।ঃ এতে গণতন্ত্র এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রের স্বাধীনতার প্রতি তার যে শ্রদ্ধা ছিল তা বিশেষভাবে প্রকাশ পেয়েছে। বর্তমান কালে তথাকথিত গণতন্ত্রীয় রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে যে বেআইনীভাবে দেশ শাসন করার প্রবৃত্তি দেখা দিয়েছে তার বিরুদ্ধে তিনি বিচার বিভাগের স্বাধীনতার রূপ তার স্বরে ঘোষণা করেছেন কতকগুলো উক্তি। এ প্রসংগে বিশ্ববিখ্যাত আইনজ্ঞ লর্ড ব্রাকটনের উক্তি-

"বিচারকগণ মানুষের অধীন নয় বরং ভগবানও আইনের অধীন।ঃ বিচারক যদি কাজ করে তিনি কোনও ব্যক্তি বা দলের অধীন তা হলে তার পক্ষে সুবিচার করা সম্ভবপর নয়। তার পক্ষে মনে রাখা উচিৎ তিনি সেই পরম (বিচারক) ভগবানের ও তার দ্বারা অনুমোদিত আইনের অধীন তা হলেই গণতন্ত্রের মূল লক্ষ্য ব্যক্তি স্বাধীনতার ও ব্যক্তি কর্তৃক ব্যক্তিকে অত্যাচার না করার সম্ভাবনা থাকে। এ প্রসংগে তিনি সুবিখ্যাত ব্রিটিশ রাজনীতিবিদ উইনষ্টন চার্চিলের উক্তিরও উল্লেখ করেছেন- তিনি বলেছেন।

আমাদের জীবনের অনেকগুলো বিষয়ের ভিত্তির মূলে রয়েছে বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ থেকে পৃথক করা। বিচারককে কেবলমাত্র মানুষের মধ্যে বিচার করতে হয় না তার পক্ষে জনগণ ও রাষ্ট্রের মধ্যেও বিচার করতে হয় । তার পক্ষে নিশ্চিত হতে হবে যে, আইনের সংগে প্রশাসনের যোগ রয়েছে, সংগে সংগে রায়দান প্রসংগে তাকে বিচার করতে হবে শাসন বিভাগের এ ক্ষেত্রে শক্তি প্রয়োগের আইন সংগত অধিকার রয়েছে কিনা ।

ছাত্র জীবন থেকে তিনি তার জীবনে যে সকল সাংস্কৃতিক বা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সংগে যুক্ত ছিলেন এবং তাতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাতে দেখা যায় তিনি দেশেরই একজন গণতন্ত্রী ছিলেন । একটা বনেদী জমিদার বংশে জন্মগ্রহণ করেও তিনি শাসনতন্ত্রীয় প্রসার বংশধর জমিদারী প্রথাকে বিলোপ করে দেশের বুকে গণতন্ত্রীয় প্রসার প্রতিষ্ঠার জন্য আগ্রহী ছিলেন। ভাষা আন্দোলনের জন্য তিনি সংগ্রাম করেছেন এবং তাকে অন্যায়ভাবে হাইকোর্ট থেকে সরিয়ে দেয়ার পরে দেশের বুকে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য সাংস্কৃতির ক্ষেত্রে সংগ্রাম করেছেন । জীবনের সর্বশেষ পর্যায়ে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি একটা সমিতি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন । এ জন্য দলমত নির্বিশেষে তার এ উদ্যমকে সকলেই অত্যন্ত শ্রদ্ধার সংগে গ্রহণ করেছে। সংস্কৃতি মহলে তাকে দেশের বিবেক বলে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হত। আমাদের দুর্ভাগ্য যে, তিনি তার অবদানের দ্বারা এ দেশের সর্বাংগীন মঙ্গল সাধন করতে পারেনি।

ব্যক্তিগত জীবনে চৌধুরী ছিলেন অত্যন্ত অমায়িক ও মধুর প্রকৃতির লোক। তিনি ছিলেন বন্ধু ও পরোপকারী। তার নিকট থেকে আত্মীয়গণ ও প্রতিবেশী কত উপকার লাভ করেছে। তার সংগে ৫/৬ বছর যাবৎ ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে এসে স্পষ্ট বুঝতে পেরেছি তিনি ছিলেন একজন সত্যিকার মানবপ্রেমিক মানুষ। তার মত মহাপ্রাণ মানুষের সংগে সাক্ষাৎ পাওয়া আশীর্বাদের অপর নাম। আমাদের একান্ত দুর্ভাগ্য এই যে, এরূপ সত্যিকার দেশপ্রেমিক মানবতাবাদী এবং গণতান্ত্রিক মানুষের অধিকার নিষ্কলুষ বিবেকের অধিকারী একজন মানুষ অকালেই হারিয়ে গেছেন। এরূপ বিবেকবান মানুষের অভাবের ফলেই আমাদের দেশের সমাজে ও রাজনীতিতে উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা দিয়েছে। ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির মূল অভিসন্ধিকে গোপন করে নানাবিধ তথ্যের প্রতিষ্ঠার দোহাই দিয়ে সমাজের বুকে অত্যাচার-অনাচার-দুর্নীতির প্রতিষ্ঠা দেখা দিয়েছে আবদুর রহমান চৌধুরী তার বিরুদ্ধে যেই সাংস্কৃতিক সংগ্রামের আয়োজন করেছিলেন তাকে জীবন্ত রেখে সম্মুখের পানে অগ্রসর হওয়া আমাদের সকলেরই কর্তব্য । তার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের অর্থ তার প্রদর্শিত নীতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন এবং তার আদর্শকে কার্যকরী রাখা ।

www.pathagar.com

২৭শে নভেম্বর ১৯৪৮ এবং
বিচারপতি আবদুর রহমান চৌধুরী

-ডক্টর এ, এস, এম, নূরুল হক ভূঁইয়া,
(রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির প্রথম আহবায়ক)

বিচারপতি আবদুর রহমান চৌধুরী ভাষা আন্দোলনের একজন অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। তাঁকে বাংলাদেশের বিবেক বলা হত। তিনি ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ছিলেন।

১৯৪৮ সালের ২৭শে নভেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষ থেকে তদানীন্তন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নবাবজাদা লিয়াকত আলী খানকে যে অভ্যর্থনা স্মারকলিপি প্রদান করা হয় তা ইংরেজীতে লিখিত ছিল। সেই ঐতিহাসিক দলিলের রচয়িতা ছিলেন এই আবদুর রহমান চৌধুরী।

জনাব চৌধুরীর জীবন ছিল অত্যন্ত কৃতিত্বপূর্ণ। তিনি বরিশালের জমিদার আবদুল লতিফ চৌধুরী সাহেবের পুত্র-যিনি 'কাউন্সিল অব ষ্টেটস্ অব ইন্ডিয়া' এবং 'বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের' সদস্য ছিলেন। বিচারপতি চৌধুরী ১৯২৬ সালের ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন।

তিনি ঢাকার সেন্ট ফ্রান্সিস স্কুল থেকে জুনিয়র কেম্ব্রিজ এবং ১৯৪২ সালে বরিশাল জেলা স্কুল থেকে ষ্টার মার্কসহ ১ম বিভাগে ইংরেজীতে প্রথম হওয়ার জন্য "ডিসিলভা" স্বর্ণপদকসহ ম্যাট্রিক পাশ করেন।

অতঃপর তিনি কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে আই,এ, এবং বি,এ, পাশ করেন। ১৯৪৭ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন শাস্ত্রে এম,এ, তে ভর্তি হন ও পরে এম,এ, ডিগ্রী লাভ করেন।

তিনি ১৯৪৮-৪৯ সেশনে সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের ভিপি ছিলেন।

www.pathagar.com

১৯৫৫ সালে তিনি ঢাকা হাইকোর্টে আইনজীবী হিসাবে যোগদান করেন এবং '৫৮ সাল হতে '৭১ সাল পর্য্যন্ত সুপ্রীম কোর্টের আইনজীবী হিসাবে সুনাম অর্জন করেন। ১৯৭২ সালে তিনি বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের রিচারপতি হিসাবে যোগদান করেন এবং ১৯৮৩ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ঐ পদে বহাল থাকেন। [মোস্তফা কামাল এর গ্রন্থ]

তমদ্দুন মজলিস

বিচারপতি আবদুর রহমান চৌধুরী ভাষা আন্দোলনের স্থপতি অধ্যক্ষ আবুল কাশেমের স্নেহভাজন ছিলেন। আমি ১৯৪৭ সালের অক্টোবর মাসে 'ভাষা আন্দোলন সংগ্রাম কমিটির' প্রথম আহবায়ক নিযুক্ত হই এবং ১৯৪৮ সালের মার্চ পর্যন্ত তার আহবায়ক ছিলাম। জনাব চৌধুরী '৪৮ সালের পুনর্গঠিত ও সম্প্রসারিত সংগ্রাম পরিষদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন।

১১ মার্চ '৪৮

ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে '৪৮ সালের ১১ মার্চ এর আন্দোলনের গুরুত্ব অপরিসীম। ১১ মার্চ সেক্রেটারিয়েট ঘেরাওয়ের সময় পিকেটিংয়ে পুলিশের অত্যাচারে ২০০ জন আহত, ৯০০ জন ধৃত ও ৬৯ জন জেলবন্দী হয়। [বদরুদ্দীন উমর-এর গ্রন্থ] সত্যি বলতে কি ১১ মার্চের আন্দোলন না হলে '৫২ এর আন্দোলন হত না।

১১ মার্চের আন্দোলনের তীব্রতা ও পাকিস্তানের জাতির পিতা মোঃ আলী জিন্নাহর ঢাকা সফরের কারণে মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে আলোচনার প্রস্তাব দেন। এ ব্যাপারে আমরা দু'দুবার তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি এবং জনাব আবদুর রহমান চৌধুরী দু'বারই আমাদের সঙ্গে বর্ধমান হাউজে (বর্তমান বাংলা একাডেমী) উপস্থিত ছিলেন। দুই দফা আলোচনার পর নাজিমুদ্দিন সাহেবের সাথে সংগ্রাম পরিষদের ঐতিহাসিক ৮ দফা চুক্তি সম্পাদিত হয়।

এরপর রেসকোর্স ময়দানে ও কার্জন হলে জিন্নাহ সাহেব "Urdu and Urdu shall be the state language of Pakistan" বলার সাথে সাথে 'No' 'No' ধ্বনি উত্থিত হয়।

২৭ নভেম্বর ১৯৪৮

তৎকালীন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নবাবজাদা লিয়াকত আলী খানকে ২৭ নভেম্বর '৪৮ সালে যে ঐতিহাসিক মেমোরেন্ডাম প্রদান করা হয় আমি তখন সেখানে অর্থাৎ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জিমনাসিয়াম মাঠে (বর্তমান ঢা. বি. খেলার মাঠ) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলাম।

বস্তুতঃ মেমোরেন্ডামটি ছিল পূর্ব পাকিস্তানের সামগ্রিক দাবীর একটি ঐতিহাসিক দলিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সমাজের পক্ষ হতে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবীসহ পূর্ব পাকিস্তানের সামগ্রিক দাবীর এই ঐতিহাসিক মেমোরেন্ডামটি তৎকালীন "ডাকসু'র জি, এস, জনাব গোলাম আযম (পরে অধ্যাপক) ঢা.বি. জিমনাসিয়াম মাঠে অনুষ্ঠিত লিয়াকত আলী খানের ছাত্র জনসভায় স্বতঃস্ফূর্ত করতালিমুখর পরিবেশে পাঠ করেন এবং তাঁকে প্রদান করেন।

উক্ত মেমোরেন্ডামে প্রতিরক্ষা বিভাগে পূর্ব পাকিস্তানের সমঅধিকার, চাকুরী ক্ষেত্রে ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা, চট্টগ্রামে নৌ দফতর স্থাপন প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ দাবী সমূহ সন্নিবেশিত ছিল। ছেলেদের করতালি শুনে জনাব গোলাম আজম বলেন যে "Let me repeat it" বলে আবার ভাষার দাবীর প্যারাটি পড়লে এবারও তুমুল করতালি পড়ে। [মোস্তফা কামাল]। বক্তৃতার এক পর্যায়ে লিয়াকত আলী খান বলেন "If it is not provincialism, then what is provincialism?" ঐ সময় আঞ্চলিকতা ও প্রাদেশিকতা অত্যন্ত দূষণীয় ছিল।

কিন্তু জনাব আবদুর রহমান চৌধুরী ছাত্র অবস্থায়ই অত্যন্ত তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, বিচক্ষণ ও সাহসিকতার সাথে জাতির বিবেক ও দিক্ নির্দেশক হিসাবে ঐ মেমোরেন্ডামটি তৈরী করেছিলেন, যার সূত্র ধরে '৫২ এর ভাষা আন্দোলন ও '৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ হয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়।

ভাষা আন্দোলনের এই বীর পুরুষ এবং জাতির বিবেক বিচারপতি আবদুর রহমান চৌধুরীর আত্মা চির শান্তি লাভ করুক এই কামনা করি।

www.pathagar.com

বিচারপতি আবদুর রহমান চৌধুরী স্মরণে
মাহবুব আনাম

আজ বিচারপতি আবদুর রহমান চৌধুরীর প্রথম মৃত্যু বার্ষিকী। তাঁর সুযোগ্য ছেলে জুবায়ের আমাকে প্রথম থেকেই এ উপলক্ষে কিছু বলার ও লেখার জন্য অনুরোধ জানিয়ে আসছিল। অনেক পুরোনো অনুরোধের ভাগ্যে যা ঘটে এক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। যখনই কিছু লিখতে বসেছি তখনই ভেবেছি মৃত্যুবার্ষিকী আসতে তো অনেক দিন, পরে ভেবে-চিন্তে ঠাণ্ডা মাথায় সুন্দর করে একটা কিছু লিখবো। সে সুন্দর করে অনেক ভেবে-চিন্তে লেখার সময় আর কোনো দিনই হয়নি। অবশেষে অতি তাড়াতাড়ি যা হোক একটা কিছু লিখতে বসলাম।

আবদুর রহমান চৌধুরী আজীবন একজন সংগ্রামী পুরুষ। যে ভাষা আন্দোলন নিয়ে আমরা এত গৌরববোধ করি সে ভাষা আন্দোলনের গোড়ার দিকে নেতৃস্থানীয় নেতাদের মধ্যে তিনি অন্যতম। অনেকেই ভাবেন যে, ১৯৫২ সালেই বুঝি ভাষা আন্দোলনের গোড়াপত্তন হয়। কিন্তু এটা ভুল ধারণা। পাকিস্তান সৃষ্টির জন্মলগ্ন থেকেই পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিরা বাংলা ভাষার মর্যাদার ব্যাপারে সচেতন হয়ে ওঠে। এর প্রধানতম কারণ ছিল এই যে, যদিও প্রধানতঃ পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি অথবা বাঙালিদেরই ভোটে পাকিস্তান বাস্তবে রূপায়িত হয়েছিল তথাপি পশ্চিম পাকিস্তানী নেতাদের ভাবেসাবে মনে হতো যেন এটা তাদেরই কীর্তি। অথচ কে না জানে যে, ১৯৪৬ সালের সমগ্র ভারতব্যাপী সাধারণ নির্বাচনে সমগ্র ভারতের কোনো প্রদেশেই মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভা বন্টনে সক্ষম হয়নি। মুসলিম সংখ্যালঘিষ্ঠ প্রদেশসমূহের প্রশ্ন অবশ্যই আসে না। কিন্তু মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশসমূহ যেমন-পাঞ্জাব, সিন্ধু, সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তানেও মুসলিম লীগের অর্থাৎ পাকিস্তানের পক্ষে যথেষ্ট সংখ্যক ভোট না পড়ার ফলে মুসলিম লীগ সরকার গঠনে ব্যর্থ হয়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলেও এটা একমাত্র তদানীন্তন বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী অথবা বাংলাতেই সম্ভব হয়। আগেই বলেছি পাকিস্তান হবার পরে এর নেতৃত্বে চলে যায় অবাঙালিদের হাতে। যার ফলে এর রাজধানী স্থাপিত হয় মাইনরিটির অঞ্চল পশ্চিম পাকিস্তানের করাচিতে। যা পরে আরও দুর্গম অভ্যন্তর ইসলামাবাদে নিয়ে যাওয়া হয়।

প্রথম ঘা খাওয়ার পরে দ্বিতীয় ঘা আসে কতিপয় পশ্চিম পাকিস্তানী নেতৃবৃন্দকে পূর্ব পাকিস্তানের কোটা থেকে নির্বাচিত করার মাধ্যমে। এর মধ্যে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের পত্নী বেগম লিয়াকত আলীর নাম উল্লেখযোগ্য। বাঙালি অফিসারদের স্বল্পতা ছিল বটে, কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের যাবতীয় পদ পশ্চিমারা দখল করে নেয় ষোল আনা। দেশ রক্ষা বিভাগের স্থল, বিমান ও নৌ বাহিনীর যাবতীয় পদ চলে যায় তাদের দখলে। পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিরা বুঝল যে, এর পরে ভাষার ব্যাপারে তাদের দাবি উপেক্ষিত হবে। এ সময়ে আলীগড়ের প্রাক্তন ভাইস চ্যান্সেলর ও আঞ্জুমানে তারাক্কির-এ উর্দুর তরফ থেকে উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার দাবী সোচ্চার হয়ে উঠে। এ সময়েই প্রথমে জিন্নাহ সাহেব ও পরে তার স্বরে সুর মিলিয়ে উর্দুই একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হওয়ার ঘোষণা দেন। ইতিহাসের ঠিক যেই ক্রান্তিলগ্নে যে কয়েকজন মুষ্টিমেয় ছাত্র ও যুবনেতা পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের বিরুদ্ধে সাহসী ভূমিকা পালন করতে এগিয়ে আসেন তাঁদের মধ্যে মরহুম আবদুর রহমান চৌধুরী অন্যতম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সারির ছাত্রনেতা হিসেবে তিনি প্রধানমন্ত্রীর হাতে বাংলা ভাষার সপক্ষে যে বিবৃতি হস্তান্তর ও পাঠ করেন তা অবিস্মরণীয়। ভাষা আন্দোলনের মূল ভিত্তি সেদিনই স্থাপিত হয়েছিল।

এটা ঐতিহাসিক সত্য যে, ভাষা আন্দোলনই পরবর্তী নির্বাচনী ওয়াদা ২১ দফা এবং পরে ১১ দফা ও আরও পরে ৬ দফার সিঁড়ি বেয়ে এক দফা অথবা স্বাধীনতার আন্দোলনে রূপ নেয়। এ ব্যাখ্যা ইতিহাসের ছাত্রের জন্য একটি অবশ্য অনুকরণীয় ব্যাখ্যা এবং এর সত্যতা প্রশ্নাতীত। উপরের

www.pathagar.com

ব্যাখ্যা হতে এটা স্পষ্ট যে, স্বাধীন বাংলাদেশের মূল বীজ উত্তপ্ত হচ্ছিল সেই ১৯৪৮ সন থেকে। বিচারপতি আবদুর রহমান চৌধুরীকে পরবর্তী জীবনে অনেক চড়াই উৎরাই পেরিয়ে সুপ্রীম কোর্টের একজন সফল বিচারক হিসেবে অনেক ঐতিহাসিক বিচারকার্য সম্পন্ন করতে দেখা যায়। অবসর গ্রহণের পরেও যে কয় বছর বেঁচে ছিলেন তিনি অবিশ্রাম কাজ করে গেছেন। তিনি এদেশের একজন প্রথম সারির হিউম্যান রাইটস কার্যপ্রণালীর অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব হয়ে থাকবেন।

এছাড়া ও তিনি লিবার্টি ফোরাম নামে আরও একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন যাতে এদেশের মাথা মাথা পেশাজীবী ও বুদ্ধিজীবীদের সমাহার ঘটাতে সক্ষম হন। এ দেশের সাংস্কৃতিক স্বকীয়তা আন্দোলনে তাঁকে চারণের ভূমিকায় অবস্থান নিতে দেখা যায়। এদেশের নিভাজ খাঁটি সংস্কৃতি সমাজ ও ধর্মীয় অনুভূতির সমাহারে বাংলাদেশী সংস্কৃতির নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করে তিনি একটি ঐতিহাসিক দায়িত্ব সম্পাদন করেছেন। স্বাধীন বাংলাদেশে নিজস্ব সাহিত্য- সংস্কৃতির সৃষ্টি ছিল তার লালিত স্বপ্নগুলোর অন্যতম। এ লক্ষ্যে তাঁকে দেখা গেছে দেশের অভ্যন্তরে এবং দেশের বাইরে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখতে। এজন্য তাঁকে বিরোধী ভাবধারায় পুষ্ট বুদ্ধিজীবীদের কঠোর সমালোচনার মুখোমুখি হতে হয়েছে। কিন্তু এসব সমালোচনায় তিনি কোনো সময়েই কাবু হননি।

ব্যক্তিগত জীবনে মরহুম আবদুর রহমান চৌধুরী ছিলেন আমার অগ্রজপ্রতিম। তাঁর ছোট ভাই হাফিজুর রহমান চৌধুরী ওরফে মনা ছাত্র জীবনে আমার ঘনিষ্ঠতম বন্ধুদের অন্যতম ছিল। মরহুম আবদুর রহমান চৌধুরীর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয় কোলকাতায়, যেখানে তিনি ১৯৪৭-৪৮ সনে এশিয়ান ইয়ুথ ফেস্টিভেলে যোগ দেন। আমি সে সময় ছাত্রলীগের ক্যালকাটা মাদ্রাসা ইউনিটের সম্পাদক এবং ইয়ুথ ফেস্টিভেলের স্বেচ্ছাসেবক। ১৯৪৮ সনে যখন তিনি ভাষা আন্দোলনের নেতৃত্বে তখন কোলকাতা থেকে ম্যাট্রিক পাস করার পর আমি ঢাকায় কলেজে ভর্তির উদ্দেশ্য নিয়ে আযাদ সম্পাদক পিতৃ- বন্ধু আবুল কালাম শামসুদ্দিনের বাসায় অবস্থান নেই। সে সময়েও কয়েকবারই তাঁর সঙ্গে আমার সংযোগ ঘটে। সবচেয়ে বেশি সংযোগ ঘটে অবশ্যই সাংস্কৃতিক অঙ্গনে বেশ কয়েকটি সভায়। আবদুর রহমান চৌধুরী যে সময়ে আমাদের জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বে এগিয়ে আসেন সে সময় এখানে একটি নেতৃত্বের দুর্ভিক্ষাবস্থা প্রকট ছিল। বারবার ভেঙে গিয়ে বাংলাদেশ কেন একটি আলাদা অস্তিত্ব, এর কি প্রয়োজনীয়তা ও ঐতিহাসিকতা এটা অনেক বুদ্ধিজীবীদের বোধগম্য নয়। বস্তুতঃ বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদকে অনেকেই বাঙালি অস্তিত্বের বিরোধী বলে মনে করে থাকেন। এরা জানেন না যে, এই দুই অস্তিত্বের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। বরং একে অপরের পরিপূরক। আমাদের দেশ যেহেতু বাংলাদেশ তাই আমরা বাংলাদেশী। আমাদের জাতীয়তাবাদও তাই বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ। আমাদের পরিচয় আমরা বাংলাদেশী বাঙালি। অনুরূপভাবে পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিরা ভারতীয় বাঙালি। তাদের জাতীয়তাবাদ ভারতীয় জাতীয়তাবাদ। বাঙালি, বিহারী, আসামী, পাঞ্জাবী, পাঠান ইত্যাদি হচ্ছে নৃতাত্ত্বিক (একনিক) পরিচয়। এ উদাহরণ দেশে-বিদেশে ভূরিভূরি দেয়া যায়। যেমন মধ্যপ্রাচ্যে সকলেই আরব কিন্তু জাতীয়তা ভেদে কেউ সৌদি, কেউ মিশরীয় কেউ বা লিবীয়, কেউবা আমেরেটস বা ইয়েমেনি।

বিচারপতি আবদুর রহমান চৌধুরী ঠিকই বুঝতে পেরেছিলেন যে, আমাদের নিজস্ব আচার-আচরণ, ধর্মীয় অনুভূতি, ভাষা, সংস্কৃতি ইত্যাদি সব মিলে আমরা একটা আলাদা জাতি যা নিজস্ব স্বকীয়তায় দীপ্তিমান না হলে পৃথিবীর মানচিত্রে কোনো দিনই নিজস্ব গৌরবমণ্ডিত অবস্থানে পৌঁছতে সক্ষম হবো না।

বিচারপতি আবদুর রহমান আজ আর আমাদের মাঝে নেই। তিনি অনেক দুঃখ নিয়ে চিরকালের জন্য চলে গেছেন। ভাষা আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে যে বাংলা একাডেমির জন্ম, সরকার তাঁকে সেই একাডেমির চেয়ারম্যান বানিয়ে একটি দুর্লভ সম্মান দেখিয়েছিলেন। কিন্তু সেই একাডেমির কতিপয় হীন মনোভাবাপন্ন কর্মকর্তারা তাঁর প্রতি দেখিয়েছে চরম অসম্মান। আজ তিনি সব চাওয়া পাওয়ার উর্ধ্বে। সম্মান-অসম্মানের কোনো তোয়াক্কা তিনি জীবনেও করেননি, মরণেও করার কথাই নয়। কিন্তু তাঁর শিক্ষা ও বাণী যতদিন এ দেশ থাকবে, ততদিনই চির জাগ্রত থাকবে-তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

www.pathagar.com

বিচারপতি আবদুর রহমান চৌধুরী

ড: মাহমুদ শাহ্ কোরেশী

বিচারপতি আবদুর রহমান চৌধুরী এক অনন্য ব্যক্তিত্ব। প্রতিভাবান পুরুষ বিচারপতি চৌধুরীর কথা শুনেছি আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রজীবনেই। প্রথম পর্যায়ে সফল নেতৃত্ব দিয়ে যাঁরা ভাষা আন্দোলনকে আমাদের প্রজন্মের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েছিলেন তিনি হলেন তাঁদের অন্যতম।

তাঁর সংগে সাক্ষাতের সুযোগ ঘটলো অবশ্য অনেক পরে ১৯৭৯ সালে, বরিশাল যাবার পথে। একটি ইতিহাস সম্মেলন উপলক্ষে আমরা অনেকে তখন 'রকেটম্ব-যাত্রী। এই ঐতিহাসিক যাত্রায় এদিক ওদিক ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ লক্ষ্য করলাম বেশ কজন রসিক সহযাত্রী ড. এ. আর. মল্লিক ও অন্য একজন ব্যক্তিত্বকে ঘিরে আছেন এবং তাঁদের বাক্যসুধা পান করছেন। একটু ইতস্ততঃ করে কাছের একটি খালি চেয়ারে আমিও বসে পড়লাম। ড. মল্লিক আমার পরিচিতি দিলেন তাঁর কাছে। আমার সালামের জবাবে তিনি স্মিত হেসে হাত বাড়িয়ে দিলেন। কিন্তু তাঁর কথকতা চালিয়ে গেলেন অনবদ্য ভঙ্গীতে। মাঝে মাঝে ড.মল্লিক ফোড়ন কাটছেন বা প্রশ্ন করছেন। আমরা দু-তিনটা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের চার পাঁচজন অধ্যাপক নির্বাক শ্রোতারূপেই কালক্ষেপণ করছিলাম। অবশ্য সেটা ছিলো যেমন আনন্দের তেমনি শিক্ষণীয়। মূল বক্তা বিচারপতি চৌধুরী বাংলাদেশের রাজনীতির অনেক ভেতরের খবর পরিবেশন করে চলেছিলেন। অবশ্য তখনো তাঁর পরিচয় পাইনি আমি। সেটা জেনেছি পরে। সেবার বিচারপতি ছিলেন উক্ত সম্মেলনের বিশেষ আকর্ষণ। জেলা শহরে ইতিহাস সম্মেলনে তাঁকে সম্মান প্রদর্শন করে বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি একটা কাজের কাজ করেছিলো বটে!

বিচারপতি চৌধুরীর সংগে যথার্থভাবে পরিচয় হলো ১৯৯০ সনে, আমি বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক পদে যোগদানের কিছুপর। আমার ওপর বেশ ঝড় তুফান যাচ্ছিলো। যে কোন মুহূর্তে বাংলা একাডেমীতে যেন আগুন জ্বলে উঠবে। ধৈর্য ও সাহসের সাথে আমি যেভাবে সরকারী বেসরকারী চাপের মোকাবেলা করলাম জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী মাসে, তা যাঁদের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করলো তাঁদের মধ্যে ছিলেন তিনিও। তাঁর আমন্ত্রণে এক বিকেলে তাঁর গ্রীণ রোডের বাসায় গেলাম। তাঁর সস্নেহ জিজ্ঞাসা ও উপদেশ আমাকে মুগ্ধ করলো। এরপর এক দুপুরে আমরা মধ্যাহ্নভোজে মিলিত হলাম এক রেস্তোরাঁয়। বিচারপতি চৌধুরীর জ্ঞানগর্ভ অথচ সরস আলোচনায় আমি বরাবরের মতো মুগ্ধ শ্রোতা থাকলাম।

'৯১-র জানুয়ারীতে যখন আবার নতুন ঝড় উঠলো তখন আমাকে 'বাঁচাবারম্ব প্রয়াস পেলেন তিনি। তারপর যা ঘটলো তাতে পরাক্রান্ত 'প্রগতিশীলঃ বাহিনী খুশী হলো, আমিও রেহাই পেলাম। এরপর রাজশাহী থেকে ঢাকা গিয়ে মাঝে মধ্যে তাঁর সান্নিধ্যে বহুকিছু জানতে পারতাম। আমাদের দেশে স্বাধীন চিন্তার সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে একজন সেনাপতি ছিলেন তিনি। চট্টগ্রামে এ. কে. খান স্মরণ সভায় সভাপতি আসন অলংকৃত করলেন তিনি। আমার সৌভাগ্য সেখানে আমারও বক্তৃতা করবার সুযোগ হয়েছিলো।

সাবেক ফরাসী রাষ্ট্রদূত খুব সম্মান করতেন বিচারপতি চৌধুরীকে। আমাকে সেকথা বলেছিলেন তিনি। বর্তমান রাষ্ট্রদূত জঁ মিশেল লাকোঁব (যাঁর পিতা আমার শিক্ষক) গতবছর তাঁদের জাতীয় দিবস উপলক্ষে আয়োজিত সম্বর্ধনা সভায় আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন আমাদের। তাই বিগত ১৪ই জুলাই হলো তাঁর সঙ্গে আমার শেষ দেখা। আমার দুর্ভাগ্য, তাঁর সংঙ্গে আর সাক্ষাতের সুযোগ হলো না। তাঁর ইন্তেকালে আমি আত্মীয় বিয়োগের ব্যথা অনুভব করি। বিশেষ করে, বিষাদগ্রস্ত হই এই ভেবে যে, জাতি তাঁর কাছ থেকে যে সেবা পেতে পারতো তা গ্রহণ করতে কোথায় যেন বাধা দেখা দিয়েছিলো।

একটি পরিচ্ছন্ন যুক্তিবাদী আধুনিক মন ও মনন ছিলো বিচারপতি চৌধুরীর। সব চেয়ে বড় কথা, সবকিছুকে মানবিকতার মূল্যবোধে যাচাই করে গ্রহণ করতে তিনি ছিলেন চিরআগ্রহী। আমাদের দুর্ভাগ্য, জাতীয় জীবনের এই ক্রান্তিলগ্নে তাঁর মতো প্রজ্ঞা ও সাহসী ব্যক্তিত্বের যে নেতৃত্ব আমাদের প্রয়োজন ছিলো তা থেকে আমরা বঞ্চিত হলাম।

www.pathagar.com

Justice Abdur Rahman Chowdhury

Syed Ashraf Ali

The nation remembers today a great hero whose sudden demise last year cut short a continuous flow of significant contribution to the political,social and cultural life, particularly to the progress and advancement of

democratic ideals of the Bangladeshis.It was on this factual day in 1994 that Justice Abdur Rahman Chowdhury shuffled off the mortal coil and set sail towards the Great Unknown.

To many perhaps said that his death meant the end of an epoch. Indeed,no ordinary demise was this - with his death died an age. It was the end of an epoch of charismatic leadership. But Justice Chowdhury was no mere charisma. He was a pioneer in our long and historic struggle for the Bengali language. He was our constant comrade in our arduous and gruelling effort to achieve socio-political freedom and awakening. For years, his was the only voice —thevoice of consciousness in a society awefully contaminated by meanness and dishonesty, fraudulent and unscrupulous policies.

A study of his career reads like a remance. He was a man daring and adventurous, reckless of consequences and yet intensely practical. He was many - sided, complex, full of conflicting enthusiasms and burdened by many sorrows. Yet there has seldom been a public figure who was more open with his problems and his thoughts, in private letters and public print, in speeches and talks among friends and disciples. A Titan among men, he was always above all littlenesses - the petty envies and jealousies and prejudices and irritations of .

www.pathagar.com

ordinary men. Dedicated to a noble ideal as he always was, his was a selfless life_ free from all narrowness, truthful in thought, fearless in action, meek as a lamb and yet a lion in spirit

It is quite pointless to try to narrate the achievements, the successes,the glories of his vast and chequered life,but we all know that people in this part of the sub - continent used to look to him for guidance at crucial hours and for those numerous remarkable judgments and bold criticisms that have emancipated millions of despised and neglected, oppressed and depressed, from the clutches of tyranny and torture which sucked their life blood for centuries.

He freely acknowledged his limitations as a human being and like a true Mujahid could often take risks with his own life. He never hesitated to rebuke and bring to book even great and powerful men in public and sometimes right on their face. But he always had a delicate courtesy and in human relations, a subtle sense of what may be due to the other men, friends and foes alike. He never had that falsifying consciousness of how he might be appearing to others that makes so many leaders stiff, or relexed in displays of ego. With him the world was never painted in harshly contrasting black and white but in subtle intermediate shades. His was a life dedicated to the pursuit of truth and excellence.

But there were other leaders, there were other justices, there were other educationists, there were other agitators, there were other criticics — Abdur Rahman Chowdury was something greater. In him was the unique combination of the grace of the past with the greatness of the present. He reminded all of what one read in history about the great men of several hundred years ago— men of action, men of intellect, men of character and conviction men with real qualities of head and heart. What is more, he reminded one of the great quality of olden days —graciousness. There were many negative qualities in the old days of course, but there was a certain graciousness, a certain courtesy, a certain tolerance, a certain patience which we sadly miss in the world today. Even though we reach the moon and seek to conquer space, we do it with a lack of graciousness, with a lack of tolerance, with a lack of something which has made life worthwhile since the dawn of civilization. It was indeed a strange and unique mixture of the good qualities of the past —the graciousness,the deep learning, the tolerance — with the urges of today that made what Justice Chowdhury was — a great man, a man of luminous intelligence, a mighty intellectual with amazing capacity to pierce through every problem to its core.

Single- minded in his devotion to national causes and movements, broad - minded in his approach to international problems, the indomitable fighter had always been revered and adored by millions. His tender and sympathetic attitude imparted a lovely grace, courteous, witty and kindly, he gave of his mature judgment or ripe counsel which was often sought and was always highly valued. His absolute patriotism, firm and unshakable faith in religion and remarkable foresightedness, had always been distinct assets in the socio-political evolution of this country.

www.pathagar.com

Incomparable was his wit. Amazing was his capacity to take jokes or put up with criticisms, however harsh, unjustified or bitter those might be. He never had any artificiality of any sort. Never did he bother to create any effect. He took up a cause as it came naturally to him and worked for it with genuine sincerity and devotion, indomitable courage and conviction.

By a cruel irony of fate Death called him away with dramatic and awful suddeness. Although we all knew that he was in feeble health, that his days, humanly speaking, were numbered, even then the news of his passing came as a stunning blow to friend and foe alike. But even then we were to some extent fortunate that he was not to fade gradually from the scene. His sun had gone down while it was still day. He had not outlived his power and influence. He was not fated like Napoleon, to eat out his heart in exile, or to bury himself during the closing years of his life in bitter memories of a stirring past. In a sense he was fortunate in his death- he warmed both his hands, as said the poet, before the fire of life, it sank and he was ready to depart.

The lion has shaded himself with yesterday's seven thousand years- he will roar no more. But we all salute him today. What we admire and love is not only the dynamic nobility in him, not only the indomitable courage and conviction of him, but also his great sense of belonging, not only to his own country but to the whole world, his intellectual affluence, his affection of excellence, his ease of bearing amidst the greatest and the lowliest, his absolute confidence in his own generous instincts, his sincere solicitude for the neglected and obscure, his unshakable firm faith in Islam.

Justice Chowdhury is no more. No longer will the faithful mariner steer our tottering bark across the raging waves of despair and discontent. But although the indefatigable champion of truth and justice has reached the shore from which no traveller returns. his ideals are there, his achievements are there, his spirit lives with us—— the light is extinguished but the beacon remains. And his mentle falls not on any particular person but on the people of Bangladesh whose grief is great but whose tasks are greater.

www.pathagar.com

স্মরণে বিচারপতি আবদুর রহমান চৌধুরী

এডভোকেট বদিউল আলম

বিচারপতি আবদুর রহমান চৌধুরী আমার নিকট খুবই পরিচিত ছিলেন না। না থাকার কারণ আমি বড় লোকদের কাছে এই সেই ব্যাপার নিয়ে যেতে চাই না। ১৯৮১ সালে আমি চট্টগ্রাম জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি থাকাকালীন সময়ে জিলা ও দায়রা জজ ডি এম আনছার উদ্দিন সাহেবের সাথে একটি বিষয় নিয়ে চট্টগ্রাম জেলা আইনজীবী সমিতির মনোমালিন্য দেখা দেয়। জেলা আইনজীবী সমিতি উক্ত জজ সাহেবের আদালত বর্জনের কর্মসূচী নেয়। এতে করে অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়। আইনজীবী সমিতির প্রস্তাবক্রমে আমরা কয়েকজন তৎকালীন প্রধান বিচারপতি মহোদয়ের সাথে সাক্ষাৎ করলে বিষয়টি সুরাহা করার জন্য বিচারপতি আবদুর রহমান চৌধুরীর উপর ভার অর্পণ করা হয়। চৌধুরী সাহেব আমাদের সমিতির মান ইজ্জতের দিকে লক্ষ্য রেখে উভয় পক্ষের মর্যাদা রক্ষার্থে একটি ফরমূলা উদ্ভাবন করেন। ফলে মহামান্য হাইকোর্টের রেজিষ্ট্রার মহোদয়কে চট্টগ্রাম পাঠানো হয়। রেজিষ্ট্রার সাহেব চট্টগ্রাম আসেন এবং আলোচনান্তে সিদ্ধান্ত হয় যে, আইনজীবী সমিতির সাথে বিরোধের কারণে বিজ্ঞ জজ সাহেব চট্টগ্রামে থাকা সমীচীন হবে না এবং আইনজীবী সমিতির কোর্ট বর্জনের কর্মসূচীও প্রত্যাহার করে নিতে হবে।

'ভদ্রলোকের চুক্তিমতে সরকার ও মহামান্য হাইকোর্ট দুমাসের মধ্যে বিজ্ঞ জজ সাহেবকে অন্যত্র বদলী করে নেবেন। ইতিমধ্যে আইনজীবী সমিতি আদালত বর্জন কর্মসূচী প্রত্যাহার করে নিয়ে বিজ্ঞ জজ বাহাদুরের আদালতে বিজ্ঞ আইনজীবীরা যথারীতি উপস্থিত হয়ে মামলা পরিচালনা করবেন।স্ব উক্ত সিদ্ধান্ত মোতাবেক সমস্যা নিরসন হয়ে যায়। এতে করে বিচারপতি চৌধুরী সাহেব সংশ্লিষ্ট সবার কাছে শ্রদ্ধাভাজন হয়ে যান। পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও আন্তরিকতা থাকলে যে কোন সমস্যার সমাধান সম্ভব। তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ রয়েছে বিচারপতি চৌধুরী সাহেবের কর্মবিধানে। তাঁর বুদ্ধিমত্তা ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলে চট্টগ্রাম আইনজীবী সমিতির মুখ রক্ষা পায় এবং ইজ্জত বৃদ্ধি পায়। অপরদিকে বিজ্ঞ জেলা ও দায়রা জজ ডি এম আনছার উদ্দিন সাহেব পরবর্তীতে হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি পদে উন্নীত হয়ে যান।

www.pathagar.com

বাংলাদেশের রক্ষী বাহিনী নিয়ে অস্বস্তিকর পরিবেশ সৃষ্টি হয়। বিচারপতি আবদুর রহমান চৌধুরী কর্তৃক প্রদত্ত এক মামলার রায়ে রক্ষীবাহিনীর আইনগত ভিত্তি নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপিত হলে অন্ধকারে আলোর বিচ্ছুরণ ঘটে যেন।

অবসর গ্রহণের পর চৌধুরী সাহেব ইসলামী মূল্যবোধে উজ্জীবিত বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠার মহান ব্রত নিয়ে জাতির বিবেক হিসাবে অবস্থান গ্রহণ করেন। তাঁর সাহসিকতা পূর্ণ বক্তৃতা, বিবৃতি বিশাল জনগোষ্ঠীকে সঠিক দিক দর্শনে অনুপ্রাণিত করে। আমাদের নিজস্ব শিক্ষা দীক্ষা. সংস্কৃতি, রাজনৈতিক অংগন যখন মেঘাচ্ছন্ন তখন আগ্রাসী শক্তির মোকাবেলায় বিচারপতি চৌধুরী বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখেন। বলতে গেলে কি আমি নিজে এবং আমার মত অনেকে অসত্য ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হবার প্রেরণা পেয়ে যান। এভাবে যাঁরা জাতির স্বকীয়তা, স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও ইসলামী মূল্যবোধ রক্ষায় এগিয়ে আসেন তাঁদের কত হিম্মত ও সততার প্রয়োজন তা উপলব্ধি করা আমাদের অতীব প্রয়োজন। এক সময়ে জয় বাংলা না বললে, আগ্রাসী শক্তির বিরুদ্ধে দেশের স্বার্থে কথা বললে বিপদ ছিল।

ইসলামী জীবন পদ্ধতি মত চললে, নামাজ পড়লে, দাড়ি রাখলে, টুপি মাথায় দিলে যখন দুর্ভোগ আসত তখন বিচারপতি আবদুর রহমান চৌধুরীসহ কতিপয় জাতীয়তাবাদী নেতা ইসলামী মূল্যবোধের বিষয়টা জাতির সম্মুখে তুলে ধরেন। দ্বিধাদ্বন্দ্বহীন নির্ভীক চিত্তে ঘোষণা করা হয়ঃ মানবিক মূল্যবোধই মানবাধিকার যা মহান ইসলাম ধর্ম দ্বারা সংরক্ষিত। বাংলাদেশ হবার পর একটি মহলের কার্যকলাপ ও প্রচারণার দ্বারা জনগণকে এই প্রকার ধারণা দেয়া হল যে, ইসলাম ও পাকিস্তান এক এবং সমার্থক।

তাই পাকিস্তানীদের হটিয়ে দেয়ার পর তাদের ভাষায় প্রতিক্রিয়াশীল ও মৌলবাদীদেরকে এদেশ থেকে নিশ্চিহ্ন করতে হবে। দেখা গেল এর পর পরই দাড়ি টুপি ওয়ালাদের উপর আক্রমণ এবং তাঁদেরকে ন্যানাবিধ উপায়ে লাঞ্ছনা, যাঁরা নামাজ পড়েন, মসজিদে যান, কোরান পড়েন, তাঁদেরকে ধর্মান্ধ, প্রগতি বিমুখ ইত্যাদি আখ্যায় এবং তাদেরকে টি,ভি পর্দায়, নাটকে ও ছবিতে ভিলেনরূপে চিত্রিত করার অপকর্ম চালানো হয়। আসলে এটা ছিল আগ্রাসী এবং আধিপত্যবাদী শক্তির পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র। যাতে করে এদেশে শিক্ষা, ভাষা সংস্কৃতি, চালচলনে, রাজনীতিতে ইসলামী কোন কিছু না থাকে। এই দুর্যোগময় মুহূর্তে কিছু সংখ্যক যুবক প্রতি বাদমুখর হয়ে উঠে। তারা ছাত্রশিবির বা জামায়াত কিংবা অন্য যে কোন ইসলামী দলের হোক না কেন ব্যাপক অস্ত্রবাজির মুখে অকুতোভয়ে রাজপথে নেমে যায়। এতে করে তাদের অনেক প্রাণ হারায়। তাদের আত্মত্যাগের ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশে এখনকার দিনে মুসলমানেরা ইসলাম সম্পর্কে সভা সমিতি, সম্মেলন, সেমিনার ইত্যাদি অনুষ্ঠান করার সাহস পাচ্ছে। আমরা যারা বয়োঃবৃদ্ধ তাঁরা রাস্তায় নামতে পারিনি বটে, তবে বিচারপতি আবদুর রহমান চৌধুরী সাহেবের মত মুখে এবং কলমে অন্যায়ের বিরুদ্ধে জোরালো বক্তব্য রেখেছি।

বিচারপতি চৌধুরী সাহেব জীবন সায়াহ্নে আমাদের অনেক আলোচনা সভায় যোগ দিয়েছেন। বক্তব্য রেখেছেন। বলেছেন বাংলাদেশ একটি মুসলিম রাষ্ট্র। মুসলমানদের ঈমান আকিদা অক্ষুন্ন রাখার তাগিদে সাবেক পূর্ব পাকিস্তান হয়ে আজকের বাংলাদেশ। তাঁর বক্তব্যের সারমর্ম ছিল এদেশ পরিচালনায় রাজনৈতিক দর্শন ইসলামের বিপরীতে নয় বরং ইসলামী চেতনা সঞ্জাত মূল্যবোধই চালিকাশক্তি হিসাবে থাকবে এবং উহাই অর্জিত স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে সমুন্নত রাখতে সক্ষম হবে। তিনি সন্ত্রাসী ও আধিপত্যবাদী মহল দেশের ভেতরে বাইরে চক্রান্তে লিপ্ত বলে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে গেছেন।

চট্টগ্রামের সম্মিলিত পেশাজীবী সংসদ কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তিনি অনেক কষ্ট স্বীকার করে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। প্রত্যেকটি সেমিনারে লোক সমাগম হত প্রচুর। উপস্থিত জনতা তথা বুদ্ধিজীবীরা একাগ্রচিত্তে শুনেছেন বিচারপতি চৌধুরী সাহেবের অমূল্য সাহসী উচ্চারণ, উহা জাতির জন্য প্রেরণার উৎস হিসাবে সর্বমহলে প্রশংসিত হয়েছে। তিনি সরকারের দৌদুল্যমান

www.pathagar.com

নীতি পরিহার করতঃ বলিষ্ঠ ও অর্থবহ নীতি গ্রহণের পরামর্শ দিয়ে গেছেন। এও বলেছেন, এদেশের জনগণের ইচ্ছা ও আকাংখা পূরণের জন্যই রাজনৈতিক দল ও সরকার। ইসলামী জীবন দর্শন এদেশের বুনিয়াদ। উহাকে অন্যকোন ভাবে ভিন্ন খাতে নেবার অপচেষ্টা সচেতন দেশবাসী প্রতিহত করবে। মৌলবাদ ও চরমপন্থী আখ্যায় ইসলামের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের তিনি প্রতিবাদ করে গেছেন। পাক কোরানের দিকে ব্যাপকহারে মুসলমানদেরকে ফিরে আসাকে সঠিক পন্থা আখ্যা দিয়ে তিনি বলেছেন, ইসলামের পুনর্জাগরণ সময়ের দাবী। নীতি ও নৈতিকতা বর্জিত তথাকথিত সভ্যতা ইসলাম ধর্মের কল্যাণধর্মী অগ্রযাত্রাকে গতিরোধ করতে পারবে না।

বিভেদ বিভাজনের রাজনীতি নিয়ে যারা অনৈক্য সৃষ্টি সংহতি বিনষ্টের চক্রান্তে লিপ্ত তাদের উদ্দেশ্য বিচারপতি চৌধুরী বলেন, ওরা স্বাধীনতার সপক্ষ দাবী করলেও প্রকৃতপক্ষে ঐ মহলটি দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন, সে কারণে তারা ভারতের অসন্তুষ্টির ভয়ে ফারাক্কা, তালপট্টি, পাবর্ত্য চট্টগ্রামে ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপরত তথাকথিত শান্তি বাহিনী সম্পর্কে পরিষ্কার বক্তব্য রাখতে সাহস করেন না।

ইসলামী চেতনা সমৃদ্ধ স্বাতন্ত্র্যবোধের উপলব্ধি থেকে বাংলাদেশে তাই কোন রাজনৈতিক দলই মুসলমানদের ধর্মীয় বিশ্বাসে আঘাত হানার দুরভিসন্ধি নিয়ে জনসমক্ষে যাবার সাহস পাবে না। এই প্রত্যয় ব্যক্ত করে তিনি বলেছিলেন এদেশে মীরজাফরদের স্থান হবে না।

মুসলমানদের দাড়ি টুপির উপর আক্রমণকে ঘৃণ্য তৎপরতা আখ্যা দিয়ে বিচারপতি চৌধুরী বলেছিলেন, বাইরের ইংগিতে যারা এই সব অপকর্ম করেন তাদের জানা উচিৎ যে, তাদের বাপদাদাদের অনেকের দাড়ি টুপি ছিল স্ক্রতাই বলে তারা কি কথিত রাজাকার আলবদর ছিলেন? প্রকৃত রাজাকার আলবদরের ভূমিকায় এদেশে ১৯৭১ সালে কেউ ছিলনা। যারা ছিলেন বলে দাবী করা হয় তাদের চরিত্রে ইসলামের স্বর্গযুগের রাজাকার/আলবদরের গুণাবলী ছিল না। সুতরাং ঐ সকল মহিমান্বিত নাম ধরে গালমন্দ ইসলামের বিরুদ্ধে কুৎসার সামিল।

সচেতন জনগোষ্ঠির বিচার বিবেচনার উপর গভীর আস্থা রেখে তিনি বলেছিলেন রাজনৈতিক দল ভুল করতে পারে, কিন্তু দেশপ্রেমিক জনতা ভুল করবে না।

এদেশী মুসলিম নামধারী নাস্তিকদের লক্ষ্য করে তিনি বলেছিলেন আপনারা যাদের সংস্কৃতি চর্চ্চায় শরিক হয়েছেন তারা কিন্তু তাদের ধর্মে ঠিকমতই আছেন। ইসলাম ধর্ম আপনাদের এত খারাপ লাগলে ইসলামী নামটা বাদ দিয়ে ভিন্ন নাম নিন এবং মৃত্যুর পর আপনাদের মরদেহ দাহ করা হবে, না কবর দেয়া হবে তা আগে ভাগে বলে দিন। বিচারপতি আবদুর রহমান চৌধুরীর ক্ষুরধার বুদ্ধিদীপ্ত আলোচনা ও সমালোচনা সর্বোপরি একজন মুসলিম হিসাবে তার অনুভূতিকে জনগণের কাছে পৌছে দিতে পারলে কাজের কাজ হবে।

www.pathagar.com

চট্টগ্রামে বিচারপতি চৌধুরী

এডভোকেট শামসুদ্দিন আহমদ মির্জা

বাংলাদেশের বিবেক বিচারপতি জনাব আবদুর রহমান চৌধুরী চট্টগ্রামের সাথে বিভিন্নভাবে সম্পর্কিত ছিলেন। আত্মীয়তার সম্পর্ক ছাড়াও আদর্শিক এবং আত্মিকভাবে তিনি চট্টগ্রামের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত ছিলেন। মরহুম চৌধুরীকে ১৯৮৫ইং সন থেকে চট্টগ্রামে যখন কোন অনুষ্ঠানে দাওয়াত দেয়া হয়েছে তখন তিনি তাঁর শত ব্যস্ততা সত্ত্বেও চট্টগ্রামে ছুটে আসতেন। চট্টগ্রামকে তিনি মনে প্রাণে আপন করে নিয়েছিলেন। একবার তিনি চট্টগ্রাম এসে স্থানীয় মুসলিম ইনষ্টিটিউট হলে একনাগাড়ে পর পর চারটি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। মরহুম শিশু প্রিয় ছিলেন। তাঁর দুই নাতি বিশেষ করে বড়নাতি 'সাদাম্ব তাঁকে সব সময় মাতিয়ে রাখত। শারীরিক কারণে জনাব চৌধুরী নীচের তলায় তথা একতলা বিশিষ্ট গৃহে অবস্থান করা বেশী পছন্দ করতেন। সে কারণে জনাব চৌধুরী আপন মেয়ের জামাতা ডাক্তার মঈনুল ইসলাম মাহমুদ এর চারিতলাস্থ বাসার পরিবর্তে জামালখানস্থ বি, পি, সি, রেষ্ট হাউজে না হয় রেলওয়ে রেস্ট হাউজে অবস্থান করা পছন্দ করতেন। কিন্তু নাতি 'সাদাম্ব সব সময় "নানু ভাইঃ-এর সাথেই থাকত। নাতিকে তিনি প্রাণের চেয়ে ভালবাসতেন।

চট্টগ্রামের বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংগঠনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত মানবাধিকার সেমিনার, ভাষা সৈনিক প্রিন্সিপাল আবুল কাশেম, এ, কে, খান ও মেজর জলিল নাগরিক স্মরণ সভা, লিবার্টি ফোরামের সভা, কবি নজরুল জয়ন্তী সেমিনার, সাংস্কৃতিক আগ্রাসন বিষয়ক আলোচনা সভা, কাশ্মীর মুক্তি আন্দোলন সংহতি পরিষদের সভায় জনাব চৌধুরীকে দাওয়াত দেয়া হয়। শারীরিক অসুস্থতা ও অন্য রকম ব্যস্ততা সত্ত্বেও জনাব চৌধুরী চট্টগ্রামের কোন দাওয়াতে যোগদান করা থেকে কোন সময়ে বিরত থাকেন নি। সকল সভায় তিনি আনন্দের সাথে অংশ গ্রহণ করতেন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিক ফোরামের উদ্যোগে আয়োজিত এক সেমিনারে মরহুমের সাথে যাওয়ার সুযোগ আমার হয়েছিল। স্বভাবসুলভ ভংগীতে অন্যান্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয় ছাড়া ঐ দিন জনাব চৌধুরী চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছিলেন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বিরাজমান শান্ত পরিবেশের তিনি উচ্ছ্বসিত প্রশাংসা করেন। দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়েও সে রকম পরিবেশের জন্য তিনি দোয়া ও আকাংখা ব্যক্ত করেন। অনেক পরে মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শান্ত পরিবেশের প্রশংসা করেন।

জনাব চৌধুরীকে জাতীয় বিবেক বলা হয়। কিন্তু কেন? যে কোন দেশে কিছু ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন যাঁরা সঠিক সময়ে সঠিক কথা বলে থাকেন।

এরা মন্ত্রী বা প্রেসিডেন্ট নন। তাঁদের বক্তব্যের সঠিকতার কারণে জাতি দিক নির্দেশনা পেয়ে থাকে। এঁরা কোন সময় কেবলা বদলায় না। সব সময় সত্য কথা বলে থাকেন। যে সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য এঁরা কোন মতাবলম্বী লোকদেরকে একবার সমর্থন দেন সে সত্য থেকে ওরা বিচ্যুত হয়ে গেলে তাদেরকে আবার সমালোচনা করতে এঁরা পিছপা হন না। বিবেক যেমন কারো অধীনতা মানে না,

www.pathagar.com

শুধু সত্যের পায়রবী করে-এম্ব জাতীয় লোকেরাও ঠিক তেমনি সত্য- ন্যায় আদর্শের অনুসরণ করেন। জনাব চৌধুরী সে জাতীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। সে কারণে তাঁকে জাতীয় বিবেক বলা হয়। আমরা দেখতে পাই জনাব চৌধুরী ১৯৮২ সালে তদানীন্তন বিএনপি সরকারের দুর্নীতির বিরুদ্ধে কথা বলেছিলেন। জনাব এইচ, এম এরশাদ ক্ষমতা গ্রহণের সময় তাঁর প্রথম ভাষণে জনাব চৌধুরীর বক্তৃতার উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন। পরে এরশাদ সরকার যখন দুর্নীতিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয় জনাব চৌধুরী তখন তার তীব্র সমালোচনা করেন। জনাব চৌধুরী দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব স্বকীয়তা-স্বাতন্ত্র্যের অকুতোভয় সৈনিক ছিলেন। তিনি মুসলিম উম্মাহর নিবেদিত প্রাণ নেতা ছিলেন। সে কারণে তিনি বসনিয়া-হারজেগোভিনা ও কাশ্মীরের নির্যাতিত জনগোষ্ঠীর দৃঢ়চেতা সমর্থক ছিলেন।

কাশ্মীরি জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের সপক্ষে তিনি জোরালো বক্তব্য পেশ করতেন। তিনি মানবাধিকার নেতাও ছিলেন। কিন্তু আমাদের দেশের অন্যান্য মানবাধিকার নেতা ও কর্মীর ন্যায় তিনি দ্বিমুখী নীতির অনুসারী ছিলেন না। বরং তিনি মানবাধিকার সম্বন্ধীয় পশ্চিমা দ্বিমুখী নীতির কট্টর সমালোচক ছিলেন। কারণ, আমাদের দেশের তথাকথিত প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের ন্যায় পশ্চিমা মানবাধিকার প্রবক্তারা নির্যাতিত মুসলমানদের ব্যাপারে মানবাধিকার লংঘিত হলেও নীরব থাকে। জনাব চৌধুরী কিন্তু এ জাতীয় দ্বিমুখী নীতি পছন্দ করতেন না। গণতন্ত্র ও আইনের শাসনের পক্ষে তিনি সব সময় উচ্চকণ্ঠ ছিলেন। দেশের চলমান রাজনীতির ব্যাপারে তিনি সব সময় গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশনা দিতেন। অন্যের কর্মসূচী বাস্তবায়নের পরিণাম সম্পর্কে বিএনপিকে তিনি আগাম সতর্ক করে দিয়েছিলেন। বিএনপি তাতে আমল না দেওয়ার পরিণাম আমরা বর্তমানে দেখতে পাচ্ছি। আমাদের ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস বিকৃতি সম্বন্ধে তিনি বার বার সতর্কবাণী উচ্চারণ করতেন। মেকী ভাষা সৈনিকদের কার্যক্রম সম্বন্ধে তিনি জাতিকে অবহিত করতে কোন সময়ে পিছপা হন নি।

তথাকথিক প্রগতিশীলদের জাতিদ্রোহী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে তিনি অতীব সাহসিকতার সাথে বক্তব্য দিতেন। ধর্মদ্রোহী কার্যকলাপের স্বরূপ উন্মোচন করতে তিনি কোন সময়ে কার্পণ্য করেন নি। জাতি সব সময় তাঁর কথায় অনুপ্রেরণা লাভ করত। তিনি সব সময় হতাশাগ্রস্ত জাতির আশার আলো ছিলেন। বাংলা একাডেমীর কার্যকলাপ তাঁকে পীড়া দিত। শুধু সে কারণেই তিনি বাংলা একাডেমীর চেয়ারম্যান পদ নিতে রাজী হন। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে, বাংলা একাডেমীতে কিছু করতে পারার পূর্বেই আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী তিনি আমাদের মধ্য থেকে চলে গেলেন। এটা নিশ্চিত করে বলা যায় যে, জনাব চৌধুরী অকালে ইন্তেকাল করেছেন। তবে জনাব চৌধুরী মরেও অমর। কারণ জাতির জন্য তাঁর প্রদত্ত দিক নির্দেশনা চির ভাস্বর। ইহা জাতির জন্য আলোকবর্তিকা স্বরূপ। এ জাতি সব সময় জনাব চৌধুরীর নিকট ঋণী থাকবে।

তিনি এ জাতির ভবিষ্যৎ চলার পথ নিদের্শ করে গেছেন। তাঁর নির্দেশিত পথই আমাদের পথ। তাঁর নির্দেশিত পথে এ জাতি যতদিন চলবে শত বাধার মুখেও এ জাতির আদর্শ বিচ্যুতি হবে না। চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানাদিতে জনাব চৌধুরী উপরোক্ত সব প্রত্যয়ের উপরে বিস্তারিত বক্তব্য দিতেন। চট্টগ্রামের জনসাধারণ জনাব চৌধুরীর কাছ থেকে যে অনুপ্রেরণা পেয়েছেন তাম্ব তাদের ভবিষ্যৎ পথ চলার পাথেয় হয়ে থাকবে। জনাব চৌধুরীর ইন্তেকাল চট্টগ্রাম তার শ্রেষ্ঠ দিশারীকে হারিয়েছে। তাঁর ইন্তেকালে আমরা আদর্শিকভাবে এতিম হয়ে গেছি। তবে আমাদের জন্য আশার কথা হচ্ছে যে, তিনি আমাদেরকে সব দিক নির্দেশনা দিয়ে গেছেন। এক কথায় তিনি আমাদের জন্য গণতন্ত্র, আইনের শাসন, মানবাধিকার, বাক স্বাধীনতা, ব্যক্তি স্বাধীনতা, জাতীয় স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব ও স্বকীয়তা স্বাতন্ত্র সম্বন্ধে স্পষ্ট দিক নির্দেশনা দিয়ে গেছেন। আমরা তাঁর নির্দেশিত পথে থাকতে পারলে মরহুমের আত্মা শান্তি পাবে। আমার মনে হয়, ঢাকার পরে তিনি চট্টগ্রামেই তাঁর গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলি বলেছেন। সে কারণে আমরা চট্টগ্রামবাসীরা তাঁর কাছে বিশেষভাবে ঋণী। তাঁর সাথে আমাদের আদর্শিক ও আত্মিক সম্পর্ক চির ভাস্বর থাকবে। মরহুমের ইন্তেকাল বার্ষিকীতে পরম করুণাময় আল্লাহতায়লার দরবারে মরহুমের রুহের মাগফেরাত এবং মরহুমের মত ব্যক্তি আমাদের দেশে জন্ম গ্রহণ করার জন্য মুনাজাত করছি।

www.pathagar.com

JUSTICE ABDUR RAHMAN CHOWDHURY- A MAN OF FIRM CONVICTION

————NAZIR AHMED.

A man is known by his thought and action and so was Justice Abdur Rahman Chowdhury . A strong advocate of Bangladeshi Nationalism as well as outspoken in his approach and arguments in its favour he was a daring personality who braved all criticism from opponents and sticked to his belief. In the later days of his life Justice Chowdhury did not forget to tell his audiances at seminars and meetings that national independence and soverignty could be consolidated and preserved through strengthening the base of Bangladeshi Natioalism. Nay, he used to assert there is no alternative to it. The ideal of Bangladeshi Nationalism must be strongly ingrained in the heart of every citizen of Bangladesh and this will be a safe guarantee for our independence and sovereignty, he used to tell his audiences.

www.pathagar.com

I had the opportunity to come in contact with Justice Abdur Rahman Chowdhury over half a dozen times in Chittagong. He was a nationalist heart and soul. He never forgot to explain the ingradients of Bangladeshi Nationalism to any one who had the opportunity to talk to him. The language, literature, culture, history, tradition and even our day-to-day habits that we practise and cherish with in the physical boundary of Bangladesh are replete with ingradients of Bangladeshi Nationalism, he believed and preached so. He even went to the extent of warning BNP people against what he thought their deviaion from the party ideological track. At seminars and meetings he never forgot to assert his view. A great hero of language movement, Justice Chowdyury drafted the memorandum that was handed to the then Prime Minister of Pakistan Liaquat Ali khan. The demand for according due recogntion to Bangla as one of the two state languages of the then Pakistan was incorporated in the memorandum (1948). He along with other heroes of the language movement also organised movement, meetings and demonstrations in support of the Bangla language.

Justice Abdur Rahman Chowdhury had been actively associated with International Human Rights Organization. He was one of the few personalities whose services the world body had recognized and valued. He attended many international seminars and conferences on human rights. Bangladesh was proud of Justice Addur Rahman Chowdury for his important role in International Human Rights Organisation. He also organised human rights organisation in Bangladesh.

In the legal profession Justice Chowdhury achieved what he deserved. He was elevated to the honourable post of Justice of the High Court, Supreme Court. He nerver deviated from his belief and ideal and this depicted firmness of his character. He never compromised his ideals with personal gains.

Justice Chowdhury was made chairman of Bangla Academy, but unfortunately he could not render his valuable services to it because of illness.

Justice Abdur Rhman Chowdhury is no more among us. But his ideals and memories will remain fresh for many years in the hearts of those who came in contact with him and knew his heart. May Allah

rest his soul in peace.

www.pathagar.com

জাতিসত্তার অভিভাবক পুরুষটি চলে গেলেন

আজিজুল হক বান্না

বিচারপতি আবদুর রহমান চৌধুরী একটি নাম,একটি ইনস্টিটিউশন। এবং এখন তিনি শুধুই ইতিহাস, শুধুই নান্দনিক ইতিহাসের প্রতিচ্ছবি। গত মঙ্গলবার বিকেলে তিনি আমাদের সাথে সকল দেনা-পাওনা মিটিয়ে দিয়ে চলে গেছেন, মানুষের অনন্ত ঠিকানায় মহান আল্লাহর সান্নিধ্য পাবার প্রত্যাশায়। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৬৭ বছর। না, এ মৃত্যুকে অকাল মৃত্যু বলা যাবে না। অনেকটা পরিণত বয়সের মৃত্যু। তবে জাতীয় মনন-মেধা এবং বুদ্ধিবৃত্তিক অঙ্গনে যে শূন্যতার হাহাকার এবং জাতিসত্তার শিকড়সন্ধানী অভিভাবক পুরুষের প্রকট অভাবের প্রেক্ষাপটে বিচারপতি চৌধুরী অন্ততঃ আর এক দশক বেঁচে থাকুন এমন প্রত্যাশা ছিল জাতির। মহান রাব্বুল আলামীনের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। তার বরাদ্দের বাইরে কোন মানুষেরই এক মুহূর্তও বেঁচে থাকার কোন সুযোগ নেই এবং আল্লাহতায়ালার অনুগত বান্দাহ হিসেবে তার সিদ্ধান্তকে খোশ দিলে মেনে নেয়াই আমাদের কর্তব্য। সুতরাং বিচারপতি চৌধুরীকে আমাদের বৈষয়িক জীবন থেকে তুলে নেবার ঘটনাটি আমাদের জন্য যত বেদনাদায়কই মনে হোক না কেন, কোরাসকণ্ঠে আমাদেরকে বলতে হচ্ছে, ইন্নালিল্লাহে ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন। সকল মানুষকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। এবং পূর্ববর্তীদের ধারা অনুসরণ করে আমাদেরও মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। এক একটি মৃত্যু আমাদেরকে জীবনের সীমাবদ্ধতার জানান দিয়ে যায়।

বিচারপতি চৌধুরী কোন ক্ষমতাসীন ব্যক্তি নন, ডাকসাঁইটে কোন ধনাঢ্য ব্যক্তিও নন এবং তিনি একজন জবরদস্ত অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি। প্রায় এক দশকের স্বৈরশাসন যেসব ক্ষত রেখে গেছে, বিচারপতি চৌধুরীর চাকুরিচ্যুতি তারই একটি প্রমাণমাত্র। তিনি দুর্দান্ত প্রতাপে স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়েছেন এবং এটা তাঁর কোন এডভেঞ্চার নয়। মুজিবী দুঃশাসনের সময়ও তিনি একজন বিচারক হিসেবে রক্ষী বাহিনীর তান্ডব ও বিশেষ ক্ষমতা আইনের বর্বর প্রয়োগের বিরুদ্ধে জুডিসিয়াল

www.pathagar.com

প্রক্রিয়ায় লড়াই করেছেন। রক্ষী বাহিনীর প্রধানকে তিনি ইউনিফর্ম পারিহিত অবস্থায় মহামান্য আদালতে হাজির হতে বাধ্য করেছিলেন। বিচারপতি মোর্শেদের পর যে কম্বজন বিচারক বিচার বিভাগের মর্যাদা ও সৌকর্য বৃদ্ধি করেছেন, বিচারপতি চৌধুরী নিঃসন্দেহে ছিলেন তাঁদের অগ্রগণ্য পুরুষ। সত্য কথনে অকুতোভয় এবং স্বজাত্যবোধে উদ্দীপ্ত এই মানুষটি বয়স ও স্বাস্থ্য সমস্যাকে উপেক্ষা করে লড়ে গেছেন নিরলসভাবে। অনেক বিচারক আছেন, কিংবা অনেক শীর্ষ ব্যক্তিত্ব আছেন যাঁরা কর্মজীবনে কিংবা অবসর জীবনে গা বাঁচিয়ে চলতে ইচ্ছুক। কর্মজীবন কিংবা অবসর জীবনে তাঁরা সহসা সামাজিক ও জাতীয় দায়বোধ স্বীকার করেন না। কিন্তু বিচারপতি আবদুর রহমান চৌধুরী ছিলেন এর ব্যতিক্রম। জাতিসত্তার উৎস, বিবর্তন এবং ভবিষ্যৎগামী ইতিহাসের সাথে ছিল তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয়। অগাধ জ্ঞান ও সুতীক্ষ্ণ বাগ্মীতার অধিকারী বিচারপতি চৌধুরী প্রচুর পড়াশোনা করতেন। আপন বলয়ের বাইরের প্রতিপক্ষের বলয়েও বিচারপতি ছিলেন সমান আলোচিত, সমালোচিত, সদালাপী, সুসংস্কৃত এবং বন্ধুবৎসল। বিচারপতি অদ্ভুত পান্ডিত্যে, বিচিত্র শব্দ চয়নে, উচ্চমানের হিউমার রচনা করে কথা বলতেন। ঘরোয়া মজলিশে কিংবা সভায়-সেমিনারে তিনি শ্রোতাদের যেমন উদ্দীপ্ত করতে পারতেন, তেমনি হাসাতেও পারতেন সমান দক্ষতায়। কিন্তু তাঁর এই মুন্সিয়ানা কখনও তাঁর বিশাল ব্যক্তিত্বের প্রভাকে ম্লান করতে পারে নি। ইসলামী ঐতিহ্যের ঘরানায় বর্ধিত ও লালিত জনাব চৌধুরীর আলাপচারিতায়, আচরণে একটি শরাফতির ঔজ্জ্বল্য দীপ্তিমান ছিল। যাঁরা তাঁর দহলিজে তাঁর সান্নিধ্য পেয়েছেন, তাঁরা এটা স্বীকার করবেন। তাঁর বৈঠকখানা থেকে কখনও না খেয়ে আসতে পারি নি। অপূর্ব আতিথেয়তায়, আপ্যায়নে এবং আন্তরিক মমত্বে সহজেই তিনি মানুষকে আপন করে নিতে জানতেন।

জনাব চৌধুরী বক্তৃতা দিয়ে, বিবৃতি দিয়ে পয়সা উপার্জন করেন নি। তিনি জাতীয় প্রয়োজনে, জাতিসত্তা নির্মাণের লড়াইয়ে দেশের যেখানেই ডাক পড়েছে, ছুটে গেছেন। আর্থ সামাজিক-রাজনৈতিক আন্দোলনে এক সময় জাতীয় প্রেসক্লাব যেভাবে মিলনকেন্দ্র হিসেবে কাজ করেছে তার পাশাপাশি বিচারপতি চৌধুরী একাই জাতীয় বিবেকের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। তবে জাতি তার অবদানের মুল্যায়ন করতে পারে নি। বিচারপতি চৌধুরীর ডাল-ভাতের সমস্যা ছিল না। তবে তাঁর জীবনের শেষদিকেও বিদেশে অধ্যয়নরত দুই ছেলেকে মেনটেন করতে হয়েছে। বরিশালের উলানিয়ার জমিদারী ষ্টেটের পৈতৃক সম্পত্তি এবং বরিশাল শহরের বিশাল বাড়ী থেকে তাঁর তেমন উপার্জন আসত বলে শুনি নি। ঢাকার সিদ্দিক বাজারে একটি পৈতৃক বাড়ী এবং নিজের তৈরী গুলশানে একটি বাড়ী ভাড়াই সম্ভবতঃ তাঁর উপার্জনের সূত্র ছিল। ধানমন্ডির বাড়ীটি করেছেন তিনি অতি সম্প্রতি এবং ব্যাংক লোন নিয়ে করেছেন বলে শুনেছি। ওটা করতে গিয়ে আমার যতদূর মনে হয়, তাঁর ভগ্নস্বাস্থ্যের উপর প্রচুর চাপ পড়ে। তাঁর কাছে গেলে মাঝে মাঝে তিনি বলতেনঃ এই বুড়োর ঘাড়ে সংসারের অনেক বোঝা।

আমার সাথে তাঁর সম্পর্ক ছিল আত্মিক, বিশ্বাসগত এবং স্নেহের। আমার লেখা পড়ে প্রায়ই তিনি ফোন করতেন, ট্রিবিউট দিতেন। তাঁর বক্তব্য সুন্দরভাবে 'মিল্লাতম্ব-এ ছাপা হওয়ার জন্য অভিনন্দন জানাতেও তিনি ভুলতেন না। 'মিল্লাতম্ব সৌজন্য কপি না পেলে তিনি ফোন করতেন। মিল্লাত-এর একজন বোদ্ধা পাঠক ও ভক্ত হিসেবে তিনি নিজের অবস্থানকে সবসময়ই উন্মুক্ত রাখতেন। বিমা স্থানকে সবসময়ই উন্মুক্ত রাখতেন। বিশাল হৃদয়ের এই মানুষটিকে 'গণঅধিকার ফোরামম্ব-এর একাধিক অনুষ্ঠানে সভাপতি হিসেবে এনে তকলিফ দিয়েছি। কিন্তু তিনি কখনও ক্লান্তিবোধ করেন নি, বিরক্ত হন নি। কি জাতীয়, কি আন্তর্জাতিক সকল ইস্যুতেই তিনি ছিলেন সচেতন এবং সোচ্চার। কারও চোখ রাঙানি বা প্রশংসা-জিন্দাবাদের পরোয়া না করেই তিনি বিবেকবোধ দ্বারা পরিচালিত হতেন এবং যা সত্য বলে জানতেন, তা সরাসরি বলে ফেলতেন। বুদ্ধিবিক্রেতা, জাতিসত্তা বিরোধী গোষ্ঠীর জন্য তিনি ছিলেন আতংক। এক শ্রেণীর সংবাদপত্রের শেকড়চ্যুতি এবং সীমান্ত-বহির্ভূত ভূমিকার তিনি কঠোর সমালোচনা করেছেন। সংবাদপত্রকে তিনি দেখেছেন বস্তুনিষ্ঠার নিরিখে। তিনি সংবাদপত্রের 'চতুর্থ রাষ্ট্রম্ব হিসেবে গড়ে উঠার ব্যাপারে সব সময় উদ্দীপনা যুগিয়েছেন। সংবাদপত্রের রিপোর্টারদের কাছে বিচারপতি চৌধুরী ছিলেন আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব। তবে তিনি

www.pathagar.com

শিকড়বিরোধীদের সমালোচনাও আত্মস্থ করেছেন। বিশেষ করে, 'দৈনিক মিল্লাতস্ব এবং পুরো সংবাদপত্র জগৎ সাধারণভাবে বিচারপতি চৌধুরীর কাছে ঋণী। এরশাদীয় প্রশাসনিক সন্ত্রাস যখন ১৯৭৪-এর বিশেষ ক্ষমতা আইন প্রয়োগ করে মিল্লাতের প্রকাশনা নিষিদ্ধ করে দিয়েছিল, তখন যে ব্যক্তিটি বুদ্ধি-মেধা-মনন-প্রজ্ঞা এবং সহৃদয়তা নিয়ে মিল্লাত পরিবারের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, তিনি বিচারপতি চৌধুরী। সময়ে, অসময়ে এমন কি রাত ১২-০০টা, ১-০০ টায়ও 'মিল্লাতস্ব নিয়ে তাঁকে জ্বালাতন করেছি। তিনি বিরক্ত হন নি। সত্যি কথা বলতে কি,সুপ্রীম কোর্ট বার যখন মুজিববাদী ও সরকারবাদী আঁখড়ায় পরিণত হয়েছিল, 'মিল্লাতস্ব মামলা পরিচালনার জন্য যখন আইনজীবী খুঁজে পাচ্ছিল না, তখন বিচারপতি চৌধুরী তাঁর আশৈশব বন্ধু, এক কালের সতীর্থ এবং সহৃদয় বন্ধু খন্দকার মাহবুবউদ্দীনকে মিল্লাত-এর রীট করার জন্য অনুরোধ করেন। প্রেস ফ্রীডমের জন্য লড়াইয়ে তিনি তাঁর ধীমান আইনজীবী বন্ধুকে সম্পৃক্ত করতে পেরেছিলেন। স্বীকার্য, সেদিন বিচারপতি চৌধুরী আমাদের পাশে এসে না দাঁড়ালে আমাদের দুর্যোগ আরও প্রলম্বিত হত। গোটা মিল্লাত-পরিবার এজন্য তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ, ঋণভারে আবদ্ধ। জাতীয়তাবাদী সরকার হিসেবে যে বিএনপি সরকারকে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন, তাতে তিনি আশাহত হয়েছেন। বর্তমান সরকারের একাধিক মন্ত্রী এবং সরকারের নীতি নির্ধারকরা তাঁর মনোভাব জানেন।

বাংলা একাডেমীর চেয়ারম্যান বানিয়ে বিচারপতি চৌধুরীকে একটি নিষ্ক্রিয় আলংকারিক পদমর্যাদার কুহকে বন্দী করে রাখা হয়েছিল। জাতীয়তাবাদী শক্তির উত্তরণে বিচারপতি চৌধুরীর যে ভূমিকা ছিল, বিএনপি সরকার তার মূল্যায়ন করতে ব্যর্থ হয়েছে। আরও কার্যকর ও বড় জায়গায় তাঁকে বসানো যেত। বিচারপতি চৌধুরী হয়ত তাঁর মিশন পূর্ণ করে যেতে পারেন নি। তবে তিনি কখনও থামেন নি, কোথাও নতজানু হন নি। অসত্য-অন্যায়ের কাছে কখনও আপোষ করেন নি। এটাই উত্তরসুরীদের জন্য পাথেয়। বিচারপতি চৌধুরীর কর্মকান্ডকে কিভাবে জাতিসত্তা নির্মাণের কর্মকান্ডের সাথে যুক্ত করা যায় তাঁর গাইড লাইন এখনই নির্ধারণ করতে হবে। সরকারের শীর্ষ পর্যায়ের ব্যক্তিরা শুধু শোকবাণী দিয়েই তাঁদের দায়িত্ব শেষ করবেন না,এ বিশ্বাস রেখে শেষ করতে চাই আজকের লেখা।

তবে শেষ করার আগে আমার কিছু কৈফিয়ৎ আছে। বিগত একবছর ধরে আমি তাঁর ধানমন্ডির বাড়ী যেতে পারি নি। এ অক্ষমতার যত যৌক্তিক কারণই থাক না কেন, আমি অপরাধী। তিনি একাধিকবার টেলিফোনে অনুযোগ দিয়েছেন, যেতে পারি নি। আমরা যারা এই নগরীতে বসবাস করছি, জীবনের তাড়নায় সময়কে অর্থ-মূল্যে বিচার করতে বাধ্য হই। সময় ক্ষেপণের আশংকায় সাংসারিক দায় বহনের ক্লান্তি অতিক্রম করে বিচারপতির বাড়ী যেতে পারি নি।এখন তিনি সকল অনুযোগের-শাসনের উর্ধ্বে। তিনি চলে গিয়ে আমাকেও মনে করিয়ে দিলেন, সময়ের ডাক আমরা কেউ-ই উপেক্ষা করতে পারব না। হে মহান, আত্মীয়-অভিভাবক, আমাকে ক্ষমা করুন। আমি আপনার মাগফেরাত কামনায় একনিষ্ঠ মুনাজাতকারী হয়ে থাকবো।

www.pathagar.com

বিচারপতি আবদুর রহমান চৌধুরীঃ
গণতন্ত্রকামী এক কীর্তিমান পুরুষের নাম
-ডঃ খালেদা সালাহউদ্দিন

"স্বাধীনতা রাষ্ট্র কর্তৃক জনগণকে প্রদত্ত কোন উপহার নয়, বরং তা হলো একটি স্বাধীন দেশের জনগণের অবিচ্ছেদ্য অধিকার। নাগরিকদের জন্যই রাষ্ট্রের অস্তিত্ব, রাষ্ট্রের জন্য নাগরিক নয়। এই অধিকার সমূহ যে অপহরণ করা যায় না তা জাতিসংঘ সনদেই স্বীকৃত ও গৃহীত এবং বাংলাদেশও এই সনদ ও বিভিন্ন ঘোষণায় একটি স্বাক্ষরদাতা দেশ।"

বলেছিলেন বিচারপতি আবদুর রহমান চৌধুরী। ত্রিশ লক্ষ মানুষের রক্ত ও অগণিত নারীর সম্ভ্রমের বিনিময়ে বিশ্বের মানচিত্রে বাংলাদেশ নামের যে একটি নতুন দেশ এবং স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হলো সেখানে যখন গণতন্ত্রকামী মানুষের আশা আকাঙ্খার মূলে কুঠারাঘাত করে স্বৈরাচার তুলে ধরলো তার উদ্ধত ফানা, একে একে হরণ করলো জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার তখন একটি নির্ভীক কণ্ঠে উচ্চারিত হলো স্বাধীনতা তো জনগণকে দেয়া রাষ্ট্রীয় উপহার নয়- এতো একটি স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে তাদের অবিচ্ছেদ্য অধিকার। একই কণ্ঠ স্মরণ করিয়ে দিল স্বৈরাচার ও তার দোসরদের-জাতিসংঘ সনদে স্বীকৃত অধিকারগুলিকে অপহরণ করা যায় না, কারণ বিশ্বসভায় গৃহীত এই মানবাধিকার সনদে বাংলাদেশও স্বাক্ষর করেছে।

এই নির্ভীক কণ্ঠের অধিকারী ছিলেন প্রয়াত বিচারপতি আবদুর রহমান চৌধুরী-যাঁর নির্ভয় সাহসী উচ্চারণ বারে বারে স্বৈরাচারকে সন্ত্রস্ত করে তুলেছে।

সামরিক শাসন যখন অবৈধভাবে সংবিধানকে লংঘন করে বিভিন্ন দেশ ও জাতির ওপর জগদ্দল পাথরের মতই চেপে বসেছে বারংবার তখন আবদুর রহমান চৌধুরীর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে সামরিক শাসনকে অবৈধ ঘোষণার দাবি। তিনি বলেছেন, "বিশ্বে সামরিক শাসনকে অবৈধ ঘোষণা করে বিশ্বের কোটি কোটি নির্যাতিত মানুষকে এই অভিশাপ থেকে মুক্ত করতে হবে, জাতিসংঘ সনদ ও মানবাধিকার লংঘনের অপরাধে এদেরকে জাতিসংঘ থেকে বহিষ্কার করতে হবে।"

www.pathagar.com

বাংলাদেশের জন্মলগ্ন থেকে শুরু করে মহাপ্রয়ানের দিনটি পর্যন্ত শিক্ষাঙ্গনে যে সন্ত্রাস, অস্থিরতা, দলীয় কোন্দল এবং অস্ত্রের মহড়া বিচারপতি চৌধুরীকে প্রত্যক্ষ করতে হয়েছে তাতে তিনি মর্মাহত হয়েছেন। কোন এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে তিনি বলেছিলেন, "শিক্ষাঙ্গনে যা ঘটছে তার জন্য ছাত্রদের এককভাবে দায়ী করা ঠিক হবে না। ক্যাম্পাসে আজ যে অস্থিরতা, দলীয় কোন্দল এবং অস্ত্রের ঝনঝনানি দেখা যাচ্ছে, তা আমাদের দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা, ভয়াবহ অর্থনৈতিক সংকট ও মূল্যবোধের অবক্ষয়ের প্রতিফলন।.....আমরা কখনই ভুলতে পারিনা আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে ছাত্রদের বীরত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা, তাদের আত্মবলিদানের কথা।....আমাদের মত অনুন্নত দেশে যেখানে মৌলিক ও রাজনৈতিক অধিকার নেই সেখানে ছাত্ররা রাজনৈতিকভাবে সচেতন হয়ে উঠবে এবং জাতীয় সমস্যা সমূহে অংশ নেবে এটাইতো স্বাভাবিক। কিন্তু তারা যেন কুচক্রী রাজনীতিকদের দ্বারা ব্যবহৃত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।.....আমি একজন পিতা ও অভিভাবক হিসেবে রাজনৈতিক দলগুলির প্রতি আবেদন করছি, তাঁরা যেন স্বেচ্ছায় তাদের অঙ্গদলীয় ছাত্র সংগঠনগুলির বিলোপ সাধন করেন, যাতে ছাত্ররা নিজেদের সংগঠন নিজেরাই গড়ে তুলতে পারে। আমি মনে করি ও বিশ্বাস করি যে ভবিষ্যত সংকট থেকে ছাত্রদের বাঁচানোর এটাই একমাত্র পথ।" আমরা অনেকেই এ কথা বিশ্বাস করি। কিন্তু মুখ ফুটে কি বলতে পারি কেউ? সবাই মিলে এ দাবি তুললে রাজনৈতিক দলগুলি তা মানতে বাধ্য হতো। কিন্তু আমরা ঘরে বসে এ ধরনের আলোচনা করলেও Public platform থেকে এ কথা উচ্চারণ করতে পারিনি।

কিন্তু বিচারপতি চৌধুরী তা পেরেছিলেন। তাঁর সঙ্গে এখানেই আমাদের তফাৎ। যে সাহস তাঁর ছিলো তা আমাদের নেই। কারণ আমরা ব্যক্তিগত লাভক্ষতির হিসেব করি। ক্ষমতাসীনদের তুষ্ট করে নিজ নিজ স্বার্থ সিদ্ধির উপায় খুঁজি। তাই আমরা দুর্বল চিত্ত এবং ভীরু। বিচারপতি চৌধুরী তেমনটি ছিলেন না। তাই তিনি বলতে পেরেছিলেন, "আজ আমাদের জীবনের নিরাপত্তা নেই, সম্মান ও মর্যাদা নেই, এমনকি স্বাভাবিক মৃত্যুর নিশ্চয়তা পর্যন্ত নেই। আমাদের অনেকবেশী নিয়ন্ত্রণ আছে, বিপরীতে আছে অত্যন্ত সামান্য প্রশাসন, বহুসংখ্যক সরকারী সেবক, কিঞ্চিৎ পরিমাণ জনসেবা। আইন আছে প্রচুর, কিন্তু নেই আইনের শাসন।"

রূঢ় সত্যকথা তিনি এভাবেই উচ্চারণ করতেন-একটুও এদিক-ওদিক না করে। আবদুর রহমান চৌধুরী জন্মগ্রহণ করেছিলেন তদানিন্তন বাকেরগঞ্জ জেলার এক অভিজাত পরিবারে। কিন্তু সেকালের এক জমিদার পরিবারের সামন্তবাদী পরিবেশে লালিত পালিত হয়েও আভিজাত্যের দেয়াল ভেঙ্গে পথে বেরিয়ে এসে অগণিত মানুষের কাতারে তিনি সামিল হতে পেরেছিলেন। এর হয়তো কিছু কারণও আছে। বিচারপতি চৌধুরীর পিতা খান বাহাদুর আবদুল লতিফ চৌধুরী ছিলেন দিল্লীর 'কাউন্সিল অব ষ্টেটস অব ইন্ডিয়া' এবং 'বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের' নির্বাচিত সদস্য। তাছাড়া তাঁর মাতামহ খান বাহাদুর জহিরুল হক ছিলেন 'ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের' সদস্য। সুতরাং তাঁর পারিবারিক আবহাওয়া রাজনীতি বিবর্জিত ছিল না। জনগণকে বাদ দিয়েতো আর রাজনীতি হয় না। তাই ধরেই নেয়া যায় শৈশব এবং কৈশোরেও তিনি জনগণের দুঃখ দুর্দশার কথা শুনেছেন যা তাঁর মানস গঠনে সহায়তা করেছে। তা ছাড়া বিচারপতি চৌধুরীর অভিভাবকেরা শিক্ষানুরাগী ছিলেন। রক্ষণশীল জমিদার পরিবারের সন্তান হয়েও তিনি পাশ্চাত্যের উদার শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ওঠার সুযোগ লাভ করেছিলেন। এমনকি তাঁর বোনেরাও উচ্চ শিক্ষা লাভের অনুমতি পেয়েছিলেন পরিবারের কাছ থেকে। পাশ্চাত্যের আধুনিক শিক্ষার প্রভাব এবং পরিবারের রাজনৈতিক ঐতিহ্যই বিচারপতি চৌধুরীর মন-মানসিকতাকে গণমুখী করে তুলেছিল।

তাঁর উজ্জ্বল শিক্ষা জীবনের বিভিন্ন কর্মতৎপরতার মধ্যেও তার এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের স্বাক্ষর মেলে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র থাকাকালীন তিনি সলিমুল্লাহ হল ছাত্র সংসদের (১৯৪৮-৪৯) ভিপি ছিলেন। ১৯৪৮ সালে ভারতে অনুষ্ঠিত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় অনুষ্ঠিত ছাত্র-যুব সম্মেলনে তিনি তৎকালীন পাকিস্তান প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন। তাঁর অসাধারণ বাগ্মীতা ও নেতাসুলভ গুণাবলী

www.pathagar.com

তাঁকে এ অবস্থানে পৌঁছুতে সহায়তা করেছিল। ১৯৫৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসিতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক যুব সম্মেলনেও তিনি তৎকালীন পাকিস্তান প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

আবদুর রহমান চৌধুরী ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনেও প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। বায়ান্নোর ভাষা আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল ১৯৪৭ সালের ৬ ডিসেম্বর-দেশ বিভাগের মাত্র চার মাসের মধ্যেই। তদানীন্তন পাকিস্তানের অধিকাংশ জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষা বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেবার দাবীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বেলতলায় যে প্রথম প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয় তার নেতৃস্থানীয় আয়োজকদের অন্যতম ছিলেন আবদুর রহমান চৌধুরী। পরবর্তীতে পুনর্গঠিত ও সম্প্রসারিত প্রথম রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের তিনি ছিলেন অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। ১৯৪৮ সালে তদানীন্তন পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান পূর্ব পাকিস্তান সফরে এলে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান ও অন্যান্য দাবীতে তাঁকে ছাত্র সমাজের পক্ষ থেকে যে স্মারকলিপি প্রদান করা হয় তা প্রণয়নের দায়িত্ব ছিল আবদুর রহমান চৌধুরীর ওপর।

পরবর্তীকালে হাইকোর্ট ও সুপ্রীম কোর্টের আইনজীবী হিসেবে সাফল্যের সঙ্গে দায়িত্ব পালনের ফাঁকে ফাঁকে তিনি বিভিন্ন কল্যাণমূলক কাজেও নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। তিনি ১৯৬৬-৬৮ সালে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান বার এসোসিয়েশনের সেক্রেটারী জেনারেল এবং ১৯৬৯ ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। ১৯৭৩ সালে তিনি সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি হিসেবে শপথগ্রহণ করেন।

জীবনের শেষ কয়েকটি বছরও তিনি কর্মহীন অবসরে কাটাননি। আইন, গণতন্ত্র, মানবাধিকার ইত্যাদি বিষয়ের ওপর আয়োজিত বহু আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগদান উপলক্ষে তিনি এশিয়া, ইউরোপ, যুক্তরাষ্ট্রসহ বহু দেশ ভ্রমণ করেছেন। তিনি ছিলেন বাংলাদেশ ইনষ্টিটিউট অব হিউম্যান রাইটস্ এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। এছাড়াও তিনি বহু সংগঠনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। মৃত্যুর কিছুকাল আগে তিনি বাংলা একাডেমী এর সভাপতি মনোনীত হন।

গণতন্ত্র ও মানবাধিকার আন্দোলনে তিনি পালন করেছিলেন অগ্রণী ভূমিকা। এর জন্য দেশবাসীর কাছে তিনি 'জাতির বিবেক' হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিলেন। বাংলাদেশে গণতন্ত্র ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি আমৃত্যু সংগ্রাম করে গেছেন।

বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বিচারপতি চৌধুরীকে খুব কাছে থেকে দেখবার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার। বহুগুণে গুণান্বিত এ মানুষটি চমৎকার বক্তৃতা করতেন। গুরুগম্ভীর বক্তৃতায় হাস্যরসের মিশেল দিয়ে তিনি শ্রোতৃবর্গকে ধরে রাখতে জানতেন। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বহুজনের নানা ধরনের বক্তৃতার পরও দেখেছি শ্রান্ত ক্লান্ত শ্রোতা সাধারণকে প্রধান অতিথির ভাষণের অপেক্ষায় বসে থাকতে।

বিচারপতি চৌধুরী আর আমাদের মাঝে নেই। এ পার্থিব কর্মলোকের কর্তব্য সমাপনান্তে তিনি যাত্রা করেছেন অনন্তলোকে। পরপারের উদ্দেশ্যে তাঁর এ যাত্রা শুভ হোক-চির আনন্দময় হোক সে জীবন। এপারে দাঁড়িয়ে এ টুকুই আজ তাঁর শুভাকাঙ্খীদের কামনা। তিনি আর ফিরে আসবেন না আমাদের মাঝে। কিন্তু তাঁর স্মৃতি দেশবাসীর হৃদয়ে থাকবে চির অম্লান।

বিচারপতি আবদুর রহমান চৌধুরীর বক্তৃতার উদ্ধৃতিগুলো ১৯৭৩-৯৩ এর মধ্যে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও অনুষ্ঠানে প্রদত্ত ভাষণসমূহ থেকে সংগৃহীত।

www.pathagar.com

ডাকসুর ভাষা স্মারকলিপি স্বাধিকার আন্দোলনের একটি ঐতিহাসিক দলিল

মোস্‌তফা কামাল

ভাষা আন্দোলন ও আমাদের স্বাধিকার আন্দোলনের ইতিহাসে ২৭শে নভেম্বর একটি গৌরবোজ্জ্বল দিন। ১৯৪৮ সালের এই দিনেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সমাজ ঢাকা সফররত তৎকালীন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জনাব লিয়াকত আলী খানকে বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে আয়োজিত এক অভ্যর্থনা সভায় রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবীসহ 'পূর্ব পাকিস্তানেরস্ব সামগ্রিক দাবীর এক ঐতিহাসিক স্মারকলিপি প্রদান করে। বস্তুতঃ এ দাবীগুলোর ওপর ভিত্তি করেই পরবর্তীকালে আমাদের স্বাধিকার তথা স্বাধীনতা আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে। আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে এ স্মারকলিপি দুর্লভ দলিল হিসেবে চিহ্নিত।

এ স্মারকলিপিতে 'পূর্ব পাকিস্তানেরস্ব সেনা, নৌ ও বিমান একাডেমী স্থাপনের দাবী করা হয়েছিল। দাবী করা হয়েছিল দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় এই প্রদেশের অধিবাসীদের ন্যায্য সুযোগসুবিধা প্রদানের। সশস্ত্র বাহিনী ও কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরী ক্ষেত্রে জনসংখ্যা হারের ভিত্তিতে সুযোগ প্রদানের দাবীও স্মারকলিপিতে সুস্পষ্টভাবে সন্নিবেশিত ছিল।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মাত্র এক বছর তিন মাসের মধ্যে তখনকার রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতিতে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর কাছে এসব দাবী উত্থাপন ছিল অকল্পনীয় ও দুঃসাহসিক কাজ। কারণ তখন সবাই ভাবতো সবেমাত্র দেশ স্বাধীন হয়েছে, ভারত পাকিস্তানের স্বাধীনতা তথা উপমহাদেশ ভাগ করা মেনে নিতে পারেনি। স্বাধীনতার শৈশবেই রাষ্ট্র ভাষাসহ এসব দাবী উত্থাপন করা খুবই বাড়াবাড়ি। এ বাড়াবাড়ি এবং কোন্দলের সূত্র ধরে ভারত আমাদের স্বাধীনতা বিপন্ন করবে। সরকারের মধ্য থেকেও এধরনের দাবী উত্থাপনের পেছনে 'প্রাদেশিকতার সংকীর্ণ মনোভাবস্ব ও ভারতীয় উস্কানী আবিষ্কারের চেষ্টা করা হত। এই প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ডাকসুর নেতৃত্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সমাজ 'পূর্ব পাকিস্তানেরস্ব জনগণের ন্যায্য দাবী দাওয়া আদায়ের প্রশ্নে যে অনমনীয় সাহসিকতা প্রদর্শন করেছে ঐতিহাসিক ভাষা স্মারকলিপি তারই স্বাক্ষর বহন করছে।

এ ঐতিহাসিক স্মারকলিপি প্রণয়নের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ছাত্রনেতা, পরবর্তীতে সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের ভিপি আবদুর রহমান চৌধুরীর ওপর। তিনি বিচারপতি আবদুর রহমান চৌধুরী নামে সবার কাছে সুপরিচিত। গত ১১ জানুয়ারী তিনি ইন্তেকাল করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সমাজের পক্ষে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবীসহ 'পূর্ব পাকিস্তানেরস্ব সামগ্রিক দাবীর সে স্মারকলিপি অভ্যর্থনা সভায় পাঠ এবং প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানকে প্রদান করেছিলেন তৎকালীন ডাকসুর জি.এস. জনাব গোলাম আযম। (বর্তমানে তিনি অধ্যাপক গোলাম আযম নামে সবার কাছে সুপরিচিত)।

স্মারকলিপির রাষ্ট্রভাষার দাবীর অনুচ্ছেদটুকু জনাব গোলাম আযম অভ্যর্থনা সভায় দুস্ববার পাঠ করেছিলেন। আর এ দুস্ববারই এর সমর্থনে ছাত্র-জনতা তুমুল করতালি দিয়ে তা সমর্থন করেছিল। রাষ্ট্রভাষা বাংলা দাবীর সমর্থনে ছাত্রদের এ স্বতঃস্ফূর্ত করতালি সেদিন মঞ্চে প্রধানমন্ত্রীর পাশে উপবিষ্ট তাঁর স্ত্রী বেগম রানা লিয়াকত আলীর পছন্দ হয়নি ।তাই প্রথম বার করতালি শেষ হলে তিনি লিয়াকত আলী খানকে নীচু স্বরে হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেছিলেন, "ল্যাঙ্গুয়েজ কে বারে মে সাফ সাফ বাতা দেনা ।ঃ

লিয়াকত আলী খান তাঁর ভাষণে রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে কোন মন্তব্য করেননি। ভাষণের এক পর্যায়ে

www.pathagar.com

তিনি প্রসঙ্গক্রমে বলেন,ঃ If it is not provincialism, then what is provincialism?" এই বলে তিনি রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নটি সম্পূর্ণ এড়িয়ে যান।

এ ঐতিহাসিক স্মারকলিপিটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মৌলিক এবং ন্যায্য প্রায় সব দাবীগুলোই তাতে সন্নিবেশিত হয়েছিল। এই প্রদেশের জনগণের শিক্ষায় পিছিয়ে পড়ার কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে শিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটি, প্রয়োজনীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, উপকরণ ও শিক্ষকের অভাবের কথা তুলে ধরা হয়েছিল, শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে মাতৃ ভাষা। বাংলা প্রবর্তনে সুস্পষ্ট দাবী করা হয়েছিল, দেশকে ইসলামের সাম্য, ভ্রাতৃত্ব এবং ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে গড়ে তোলার আহবান জানানো হয়েছিল।

সমগ্র পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে এ প্রদেশের যুবকদের অধিক হারে অংশগ্রহণ ও সুযোগ প্রদানের ব্যবস্থা নেয়ার আবেদন করা হয়েছিল। দাবী করা হয়েছিল এই প্রদেশে সেনাবাহিনী, নৌ এবং বিমান একাডেমী স্থাপনের। জনসংখ্যা হারের ভিত্তিতে সশস্ত্র ও কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরীর ক্ষেত্রে এই প্রদেশের জনগণকে সুযোগ দেয়ার দাবী পেশ করে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শোষণ থেকে দেশের এ অংশের জনগণের মুক্তি দানের ব্যবস্থার ওপরও গুরুত্বারোপ করা হয়েছিল।

খাদ্য সংকট, দ্রব্যমূল্য, দুর্নীতি দমন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, শাসনতন্ত্র প্রণয়নসহ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে এ প্রদেশের জনগণের অভিমত ও দাবী সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছিল। সামগ্রিক বিচারে এ স্মারকলিপিকে আমাদের স্বাধিকার তথা স্বাধীনতা আন্দোলনের মূল্যবান দলিল হিসেবে মূল্যায়ন ও সংরক্ষণ করা উচিত।

এ ঐতিহাসিক স্মারকলিপিটির বহুকাল কোন হদিস ছিল না। ইতোপূর্বে কোন লেখক বা গবেষকই এ মূল্যবান দলিলের বিষয়বস্তু সম্পর্কে উল্লেখ করেননি। এ প্রতিবেদনের নিবন্ধকারই প্রথম ১৯৮৭ সালে এ স্মারকলিপি রচনাকারী বিচারপতি আবদুর রহমান চৌধুরীর সৌজন্যে এ ঐতিহাসিক স্মারকলিপিটি উদ্ধার করেন এবং তার ফটোকপি সাক্ষাৎকারের সাথে "ভাষা আন্দোলন ঃ সাতচল্লিশ থেকে বায়ান্নঃগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করেন। মূল স্মারকলিপিটি কিছুদিন এ নিবন্ধকারের কাছে ছিল। পরে তা বিচারপতি আবদুর রহমান চৌধুরীর কাছে দেয়া হয়। তিনি এ মূল্যবান জাতীয় দলিলটি সংরক্ষণের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদের (ডাকসুর) কাছে হস্তান্তর করেছেন।

ভাষা আন্দোলন তথা এ দেশের স্বাধিকার আন্দোলনের সূচনাকাল থেকেই ডাকসুর অবদান অসামান্য। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সমাজকে গোড়া থেকেই সচেতন করার কাজে যে মহান ব্যক্তিত্ব নিরলস ভাবে আত্মনিয়োগ করেছিলেন তিনি হলেন এককালের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞানের শিক্ষক ভাষা আন্দোলনের স্থপতি মরহুম প্রিন্সিপ্যাল আবুল কাসেম। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মাত্র একশত চৌদ্দ দিনের মাথায় ৯৪৭ সালের ৬ ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররাই রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবীতে ক্যাম্পাস প্রাঙ্গণে প্রথম প্রতিবাদ সভা ও মিছিল বের করে। ঐ সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞানের তৎকালীন তরুণ শিক্ষক প্রিন্সিপ্যাল আবুল কাসেম। রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবীতে অনুষ্ঠিত ক্যাম্পাস প্রাঙ্গণের এ প্রতিবাদ সভার বিক্ষোভ মিছিলে ডাকসুর ভূমিকা ও অবদান ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এ সভায় রাষ্ট্রভাষা বাংলার পক্ষে বলিষ্ঠ বক্তব্য রাখেন ডাকসুর তৎকালীন ভিপি (মৌলভী) ফরিদ আহমদ, আবদুর রহমান চৌধুরী।

'৪৮ সালের ১১ মার্চ ভাষা আন্দোলনের প্রথম সফল গণবিক্ষোভ ও ধর্মঘটেও ডাকসুর প্রতিবাদী ভূমিকা অসামান্য। এরপর ভাষা আন্দোলনের বায়ান্নর রক্তাক্ত অধ্যায় থেকে স্বাধীনতা ও আগ্রাসন বিরোধী আন্দোলন পর্যন্ত ডাকসু তথা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সমাজের ভূমিকা জাতির ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। এ গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় কোন ক্রমেই ম্লান হতে দেয়া উচিত নয়।

www.pathagar.com

জাতির বিবেক
বিচারপতি আবদুর রহমান চৌধুরী স্মরণে
নাবিল নওশাদ

দেখতে দেখতে একটি বছর চলে গেলো। ১১ জানুয়ারী ৯৪ থেকে ১১ জানুয়ারী ৯৫। আজ সেই শোকাবহ ১১ জানুয়ারী, যেদিন এ পৃথিবীর মায়াজাল ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন বিচারপতি আবদুর রহমান চৌধুরী। জাতির বিবেক বিচারপতি আবদুর রহমান চৌধুরীর বড় পরিচয় তিনি নির্ভীক ছিলেন, তিনি সাহসী ছিলেন, তিনি উচিত কথাটি বলতে কোন চোখ রাঙানীকে ভয় পেতেন না। তার কোন স্বার্থ-চিন্তা ছিল না। ব্যক্তিগত উচ্চাভিলাষ ছিল না, ছিল না ক্ষমতার লোভ বা মোহ। একনায়ক হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ ক্ষমতায় এসে তাকে দেশের প্রেসিডেন্ট করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তার ক্ষমতার মোহ ছিল না বলেই তিনি সেই 'অফারম্ব দুম্বহাতে ঠেলে দিতে পেরেছিলেন। না, তিনি 'প্রেসিডেন্টেরম্ব পদের 'অফারম্ব ঠেলে দিয়েই ক্ষান্ত হননি। যখন পেশাদার রাজনীতিকরা মুখ খুলতে ভয় পেতেন, যখন এরশাদের প্রতিপক্ষরা এরশাদকে মেনে নেননি অথচ খোলা মাঠে এরশাদের সমালোচনা করতে ভয় পেতেন, তখনও বিচারপতি আবদুর রহমান চৌধুরী ছিলেন উচ্চকণ্ঠ, ছিলেন সোচ্চার, ছিলেন নির্ভীক। বিভিন্ন সভা-অনুষ্ঠানে তার স্বভাব-সুলভ ভঙ্গিতে, তীর্যক ভাষায় তিনি এ একনায়ককে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করতেন।

কেন তিনি এ রকম করতেন? না, এরশাদের সাথে তার কোন ব্যক্তিগত শত্রুতা ছিল না। এরশাদ ছিলেন গণতন্ত্র হন্তা আর তিনি ছিলেন গণতন্ত্রী। জনগণের রায়ে নির্বাচিত একটি সরকারকে অস্ত্রের

www.pathagar.com

মুখে হটিয়ে দেওয়া তিনি সহ্য করতে পারেননি বলেই আমৃত্যু এই একনায়ককে ক্ষমা করেননি। তার সৌভাগ্য, তিনি স্বৈরাচারের পতন প্রত্যক্ষ করেছিলেন। একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত একটি গণতান্ত্রিক সরকার দেশ পরিচালনা করছে- তা তিনি দেখে যেতে পেরেছিলেন।

বিচারপতি আবদুর রহমান চৌধুরীর এসব পরিচয়কে ছাপিয়ে ইতিহাসে তার যে পরিচয়টি লিপিবদ্ধ আছে- তা একজন ভাষা সৈনিকের পরিচয়। একজন ভাষা সৈনিক হিসাবেও তিনি আগামী জেনারেশনের কাছে পরিচিত হয়ে থাকবেন।

এই তো আর মাত্র কম্বদিন বাকী। ভাষা আন্দোলনের স্মৃতি স্মারক চিহ্নিত মাস ফেব্রুয়ারী আগত প্রায়। ভাষা আন্দোলনের নকল সৈনিকরা হয়তো এখন থেকেই পাজামা-পাঞ্জাবীতে কড়া কলপের ইস্ত্রি দেওয়ার আয়োজন করছেন। বানোয়াট, মনগড়া, কাল্পনিক স্মৃতিচারণ তৈরি করতে ব্যস্ত হয়ে উঠছেন। এদের এসব স্মৃতিচারণের তোড়ে প্রকৃত সৈনিকরা আগে যেমন ঠাঁই পাননি, এবারও হয়তো তেমনি ঠাঁই পাবেন না। হ্যাঁ, আবদুর রহমান চৌধুরীও একজন প্রথম সারির ভাষা সৈনিক হিসাবে যে সম্মান পাওয়ার হকদার ছিলেন, জীবিতাবস্থায় তা তিনি পাননি।

আবদুর রহমান চৌধুরীর এজন্য কোন আক্ষেপও ছিলনা, কিন্তু মর্মপীড়া ছিল। আর তা ব্যক্তিক প্রচার-প্রোপাগান্ডার 'অপ্রতুলতাম্বর জন্য নয়, তা ছিল 'আন্দোলনের লক্ষ্য হাসিলের ব্যর্থতার জন্য।ম্ব ভাষা সংগ্রামের প্রথম বিজয় দিবস স্মরণে ম্ব৮৭ সালের ১৫ মার্চ রাষ্ট্রভাষা দিবস উদযাপন কমিটির উদ্যোগে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এক আলোচনা সভায় সভাপতির ভাষণে তিনি বলেছিলেন, "ভাষা আন্দোলন শুধুমাত্র মায়ের ভাষা প্রতিষ্ঠার জন্যই ছিল না, এ আন্দোলন ছিল সকল বৈষম্যের বিরুদ্ধে। মানুষের অধিকার এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই এ আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল। অথচ, ভাষা সংগ্রামের বিজয়ের ৩৫ বছর পরও এদেশের সাধারণ মানুষকে অধিকার আদায়ের জন্য নিরন্তর সংগ্রাম করতে হচ্ছে।ঃ

ঐ অনুষ্ঠানটির রিপোর্ট এ নিবন্ধকারকে করতে হয়েছিল বলে আজও স্পষ্ট মনে পড়ছে ঐদিন তিনি ভাষা সৈনিকদের প্রতি জাতীয় অবহেলার প্রসঙ্গটিও উত্থাপন করে বলেছিলেন, "আজ ভাষা প্রচলন আইন পাস করা হলেও ভাষা আন্দোলনের নেতা ও কর্মীদের যথার্থ মূল্যায়ন হচ্ছে না।ঃ

২২ ফেব্রুয়ারী ম্ব৮৮ তারিখে ভাষা আন্দোলনের জনক সংগঠন তমদ্দুন মজলিসের উদ্যোগে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানেও তিনি এ প্রসঙ্গে বলেছিলেন, "যারা ভাষা আন্দোলনের সাথে আদৌ জড়িত ছিলেন না আজ তারাই একুশের পদক পাচ্ছেন এবং ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে অসত্য তথ্য পরিবেশন করছেন।ঃ বিচারপতি আবদুর রহমান চৌধুরীর জন্ম ১৯২৬ সালের ১ ডিসেম্বর ঢাকায়। কাউন্সিল অব স্টেটস অব ইন্ডিয়া এবং বেঙ্গল লেজিস্‌লেটিভ কাউন্সিলের অন্যতম সদস্য খান বাহাদুর আবদুল লতিফ চৌধুরীর সুযোগ্য সন্তান মরহুম চৌধুরী ঢাকার সেন্ট ফ্রান্সিস স্কুল হতে জুনিয়র ক্যামব্রিজ পাস করে বরিশাল জেলা স্কুলে ভর্তি হন। ১৯৪২ সালে বরিশাল জেলা স্কুল হতে স্টার মার্কসহ ম্যাট্রিক পাস করেন এবং ইংরেজীতে সর্বোচ্চ নাম্বার লাভের জন্য স্বর্ণপদক পান। এরপর ভর্তি হন কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে। সেখান থেকে ১৯৪৪ সালে আই এ এবং ১৯৪৬ সালে বি এ পাস করেন। ১৯৪৭ সালের শেষ ভাগে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম এ ক্লাসে ভর্তি হন এবং কৃতিত্বের সঙ্গে এম এ ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৫৫ সালে তিনি ঢাকা হাইকোর্টে আইনজীবী হিসাবে যোগদান করেন এবং ১৯৫৮ সালে তদানীন্তন পাকিস্তান সুপ্রীম কোর্টের এডভোকেট হন। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ 'সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি হিসাবে শপথ নেন এবং ম্ব৮৩ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এ পদে বহাল ছিলেন।

আগেই বলেছি, বিচারপতি আবদুর রহমান চৌধুরীর বড় পরিচয়, মুখ্য পরিচয়, তিনি ছিলেন একজন প্রথম সারির ভাষা সৈনিক। ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে বিচারপতি আবদুর রহমান চৌধুরী একটি স্মরণীয় নাম। ভাষা আন্দোলনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তিনি এ আন্দোলনের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনের সাথে তিনি কিভাবে জড়িত হয়েছিলেন,

www.pathagar.com

তার ভাষায়ই শোনা যাক্ সে কথাঃ "ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন ছাত্র হিসাবে আমি এ আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত হই এবং তদানীন্তন রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের আমি একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলাম। তাছাড়া আমি সলিমুল্লাহ মুসলিম হল ইউনিয়নের নির্বাচিত ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলাম। ১৯৪৮ সালে অনুষ্ঠিত এশীয় যুব সম্মেলনের মূল অধিবেশনে পাকিস্তান প্রতিনিধি দলের নেতা হিসাবে আমি বাংলায় বক্তৃতা দেই এবং কোন আন্তর্জাতিক সম্মেলনে এটাই বোধ হয় প্রথম বাংলা বক্তৃতা।ঃ

১৯৪৭ সালের ৭ ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ভাষা আন্দোলনের উপর প্রথম ছাত্র সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। তদানীন্তন সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের সহ-সভাপতি হিসাবে তিনি সে সভায় সভাপতিত্ব করেন। ১৯৪৮ সালে পাকিস্তানের তৎকালীন গভর্ণর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর পূর্ব পাকিস্তান সফরের প্রাক্কালে ছাত্র ঐক্য স্থাপনের জন্য মুসলিম ছাত্রলীগ নেতাদের সাথে তার যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় সে বৈঠকে আবদুর রহমান চৌধুরী একটি গ্রুপের প্রতিনিধিত্ব করেন। এ বৈঠকে প্রসঙ্গক্রমে ছাত্রদের পক্ষ থেকে রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নটিও গুরুত্বের সাথে উপস্থাপিত হয়।

১৯৪৯ সালের অক্টোবর মাসে পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান পূর্ব পাকিস্তান সফরে এলে তাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ ডাকসুর পক্ষ থেকে রাষ্ট্রভাষার দাবী সম্বলিত যে ঐতিহাসিক মেমোরেন্ডাম প্রদান করা হয় তার খসড়া তৈরির দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল তৎকালীন তুখোড় ইংরেজী জানা ছাত্র নেতা আবদুর রহমান চৌধুরীর উপর। বস্তুতঃ সে মেমোরেন্ডামই ছিলো পূর্ব পাকিস্তানের সামগ্রিক দাবীর একটি ঐতিহাসিক দলিল। পরবর্তীকালে জাতীয়তাবাদী আর স্বাধিকার আন্দোলন সে সব দাবী আদায়ের জন্যেই দানা বেঁধে উঠে।

আমাদের দেশের এক শ্রেণীর তথাকথিত প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী লেখক ভাষা আন্দোলনের প্রতিপক্ষ হিসাবে ইসলাম এবং ইসলামপ্রিয় জনগোষ্ঠীকে দাঁড় করানোর একটা পরিকল্পিত কূট-কৌশল দীর্ঘদিন যাবৎ চালিয়ে আসছেন। ভাষা আন্দোলন যে ইসলাম বিদ্বেষী মহলের প্ররোচিত কোন আন্দোলন ছিলনা, তা পাকিস্তানের জনক মোহাম্মদ আলী জিন্নাহকে পর্যন্ত শুনিয়ে দিয়েছিলেন বিচারপতি আবদুর রহমান চৌধুরী। জিন্নাহ সাহেবের স্বভাব ছিল, তিনি যখন কথা বলতেন তখন সবাইকে চুপ থাকতে হতো, তবে কথা শেষ হলে মন দিয়ে শুনতেন। আবদুর রহমান চৌধুরীর ভাষায়ঃ "তার মত অসাধারণ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন নেতার সামনে কথা বলা অবশ্য সোজা কথা ছিল না। কারণ, চাহনীতে এমন একটা ভাব ছিল যে, তিনি অতি সহজেই সত্য-মিথ্যা বা যুক্তিহীন কথা বাছাই করে নিতে পারতেন।ঃ-সেই জিন্নাহ সাহেবকে তৎকালীন ছাত্রনেতা আবদুর রহমান চৌধুরী বলেছিলেনঃ "যে ভাষাভাষীর শতকরা ৬০ জন মুসলমান সেই ভাষা কি করে একমাত্র হিন্দুদের ভাষা হতে পারে? এই বাংলা ভাষার মাধ্যমে আমরা বাঙ্গালী মুসলমানরা ইসলাম ও কুরআনের বাণী বুঝতে শেখেছি। এমনকি পাকিস্তান আন্দোলনের আদর্শ বাঙ্গালী মুসলিম জনগণ এই ভাষার মাধ্যমেই বুঝতে শিখেছে, যার ফলে সারা ভারত বর্ষে এই বাঙ্গালী মুসলমানরাই পাকিস্তানের পক্ষে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে এবং পাকিস্তান জন্মলাভ করতে পেরেছে।ঃ

জিন্নাহ সাহেবকে ঐ সাক্ষাৎকারকালে আবদুর রহমান চৌধুরী বাংলা সাহিত্যে মুসলিম লেখক বা মুসলমানদের সার্বিক অনুপস্থিতির কারণও অবহিত করেন। তিনি বলেন, "ইংরেজরা এদেশের স্বাধীনতা মুসলমানদের হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়ার পর শিক্ষাদীক্ষা, চাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রে হিন্দুদের প্রাধান্য দিতে থাকে। ফলে দুশবশ্ব বছরের বৃটিশ শাসনে বাংলার মুসলমানরা সবদিক থেকেই অবহেলিত, নিপীড়িত ও অনুন্নত হয়ে পড়ে এবং হিন্দুরা ইংরেজ শাসকদের সক্রিয় সাহায্যে একচেটিয়া প্রাধান্য লাভ করে। এতো সব প্রতিকূল অবস্থা সত্বেও কবি কাজী নজরুল ইসলাম, শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মতো প্রতিভাকে দাবিয়ে রাখা যায়নি।ঃ তিনি আরও বলেন, "বাংলা তদানীন্তন পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ শতকরা ৫৬ জনের মাতৃভাষা এবং এই ভাষা নোবেল পুরস্কার লাভ করে বিশ্বের দরবারের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। তাছাড়া, উর্দু পাকিস্তানের কোন প্রদেশেরই ভাষা নয়। পৃথিবীর বহু রাষ্ট্রে দুই বা ততোধিক ভাষা রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃত। পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠের

www.pathagar.com

ভাষাকে অস্বীকার করার অর্থ সংখ্যাগরিষ্ঠের অধিকারকে অস্বীকার করা।ঃ

আগেই উল্লেখ করেছি, ১৯৪৯ সালের অক্টোবর মাসে পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান পূর্ব পাকিস্তান সফরে এলে তাকে ডাকসু'র পক্ষ থেকে রাষ্ট্রভাষার দাবী সম্বলিত যে ঐতিহাসিক মেমোরেন্ডাম প্রদান করা হয় তার খসড়া তৈরির দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল তুখোড় ইংরেজী জানা ছাত্রনেতা আবদুর রহমান চৌধুরীর উপর। তার এক সাক্ষাৎকারে তিনি এ ঘটনাটি তুলে ধরে বলেছিলেনঃ "ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের তরফ থেকে ছাত্র প্রতিনিধিদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মানপত্র প্রণয়নের ভার আমার উপর দেওয়া হয় এবং তা পাঠ করেন ডাকসুব্বর তদানীন্তন সাধারণ সম্পাদক গোলাম আযম। সেই মানপত্রে অন্যান্য দাবীর মধ্যে অন্যতম দাবী ছিল বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দান, সকল কেন্দ্রীয় চাকরি ও সামরিক বাহিনীতে বাঙ্গালীদের জন্য শতকরা ৫০ ভাগ চাকরি নিশ্চিত করা; নৌবাহিনীর সদর দফতর-নেভাল ও মেরিন একাডেমী চট্টগ্রামে স্থাপন করা। ১৯৪৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা যে দাবী উত্থাপন করেছিলো তাকে ভিত্তি করেই পরবর্তীকালে যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা, আওয়ামী লীগের ৬ দফা এবং পর্যায়ক্রমে স্বাধিকার ও স্বাধীনতা আন্দোলনের সূচনা ঘটে। তাই এ দাবীকে পথিকৃৎ হিসাবে গণ্য করা যায়। এই মানপত্র দেওয়ার পর লিয়াকত আলী সাহেব আমাদের কয়েকজন ছাত্র প্রতিনিধিকে ডেকে পাঠান এবং মানপত্রের দাবীগুলোর আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন যে, এগুলো মেনে নেওয়া মানে পাকিস্তান ভেঙ্গে দেওয়া। আমি মরহুম লিয়াকত আলী খানকে আমাদের স্বপক্ষের যতো যুক্তিই দেখালাম কিন্তু কোনটাই তিনি মানতে রাজী ছিলেন না। তাকে আরও বললাম যে, তিনি পাকিস্তান গণপরিষদে পূর্ববংগ থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন, কাজেই তার উপর আমাদের বিশেষ দাবী আছে।ঃ *(সাপ্তাহিক অগ্রপথিক, ৬-২০ ফেব্রুয়ারী ১৯৮৬)।*

ভাষা আন্দোলনের প্রসঙ্গ উঠলেই ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারী মাস দিয়ে ঘটনার শুরু করা হয় এবং এই সময় পরিসরেই ঘটনার ইতি টানা হয়। আসলে কি ১৯৫২তেই ভাষা আন্দোলনের শুরু? না, ১৯৫২-এর কোন প্রেক্ষিত আছে? ভাষা আন্দোলনের এই প্রেক্ষিত-পটভূমিটি বিচারপতি আবদুর রহমান চৌধুরীর সাক্ষাৎকার, বক্তৃতা, বিবৃতিতে সব সময়ই প্রাধান্য পেয়েছে। এক সাক্ষাৎকারে এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে ম্ব৪৮ সালের গুরুত্ব অপরিসীম। সত্যি কথা বলতে গেলে ১১ মার্চের আন্দোলন না হলে ১৯৫২-এর আন্দোলনই হতো না। ১৯৪৮-এর ১১ মার্চ রাষ্ট্রভাষার যে দাবী নিয়ে সংগ্রাম শুরু হয়, ম্ব৫২-এর ২১ ফেব্রুয়ারীতে তা পূর্ণতা পায়ঃ। *(অগ্রপথিক, ২১ ফেব্রুয়ারী ১৯৯১)।*

বিচারপতি আবদুর রহমান চৌধুরীর বিবেচনায় '৪৯ সালের অক্টোবরে লিয়াকত আলী খানকে প্রদত্ত স্মারকলিপির গুরুত্ব তার জবানীতে আমরা উদ্ধৃত করেছি। একই প্রসঙ্গে ২২ ফেব্রুয়ারী ম্ব ৮৮ তারিখে অনুষ্ঠিত এক আলোচনা সভায় তিনি এও বলেছিলেন যে, "বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম মূলতঃ ১৯৪৯ সালের অক্টোবরে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের কাছে স্মারকলিপি প্রদানের মাধ্যমেই শুরু হয়েছিল।ঃ

ভাষা আন্দোলনে এই ছিল যার অবদান। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে তাকে ভাষা আন্দোলনের ফসল বাংলা একাডেমীর চেয়ারম্যান মনোনীত করা হয়। কিন্তু একজন ভাষা সংগ্রামীর এই নিয়োগকেও আমাদের তথাকথিত প্রগতিশীলরা স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতে পারেনি।

আজ দেশ এক চরম সংকটে নিপতিত। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সংকটাপন্ন। বিদেশ থেকে রেফারী এনেও শেষ রক্ষা হয়নি। আমাদের বিশ্বাস, জাতির বিবেক আবদুর রহমান চৌধুরী বেঁচে থাকলে স্যার নিনিয়ানের মত একজন উপযাচকের দূতিয়ালীর প্রয়োজনই পড়তো না। আবদুর রহমান চৌধুরী অতীতে জাতির সংকটে যেমন ভূমিকা রেখেছিলেন, তেমনি এ সংকটেও ভূমিকা রাখতে পারতেন। আজ তিনি নেই। তবুও আমাদের বিশ্বাস তার আজীবনের লালিত আদর্শ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা এদেশে সমুন্নত রেখে আমরা তার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করবো। আমরা তার রূহের মাগফেরাত কামনা করছি। আল্লাহ তাকে তার খেদমতের উপযুক্ত যাযজা দান করুন। আমীন!

www.pathagar.com

বিচারপতি আবদুর রহমান চৌধুরী
স্মৃতিতে-চেতনায়
এডভোকেট শেখ রেজাউল করিম

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আইনবিদ, প্রাজ্ঞ বিচারক, জাতিদরদী, বিচক্ষণ ব্যক্তি, সময়ের সাহসী সৈনিক, বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী বিচারপতি আবদুর রহমান চৌধুরী আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন চিরদিনের জন্য। গত ১১ জানুয়ারী ৯৪ রোজ মংগলবার বিকাল ৪টা ১০ মিনিটে ঢাকার সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে ৬৭ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে.....রাজেউন)। জাতীয়তাবাদী শক্তির অকুতোভয় সিপাহসালার, সাহসী বুদ্ধিজীবি ও জাতিসত্বার অভিভাবক, ব্যক্তিত্ব বিচারপতি চৌধুরী স্থায়ীভাবে চলে গেছেন মহান আল্লাহর সোহবত পাবার প্রত্যাশায় মানুষের অনন্ত ঠিকানায়।

মানুষ মরণশীল, জন্মের সময়ই আমরা সবাই খত দিয়ে এসেছি মৃত্যুর শরবতের পেয়ালা আমাদের পান করতেই হবে। এই অমোঘ বিধানের ব্যত্যয় ঘটবে না কখনও কারো জীবনে। আর এই চিরন্তন অলংঘনীয় বিধানের ডাকে সাড়া দিয়ে স্বাভাবিক নিয়মে বিচারপতি চৌধুরীকে বিদায় নিতে হয়েছে কম্বদিনের এই দুনিয়া থেকে। মৃত্যু মানে শূন্যতা। কখনও তা মরহুম ব্যক্তির পারিবারিক ও আত্মীয় স্বজনদের পরিসরে কিংবা গ্রাম বা মহল্লাব্যাপী সীমাবদ্ধ থাকে। আবার কখনওবা তা আরও বৃহত্তর পরিসরে। জাতির কৃতিসন্তান এবং আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব বিচারপতি চৌধুরীর মৃত্যু নিঃসন্দেহে জাতীয় শূন্যতা সৃষ্টি করেছে এবং অনেকাংশে এই শুন্যতা আন্তর্জাতিক সীমানায় গিয়ে ঠেকেছে। তাঁর চলে যাওয়ার ফলে সৃষ্ট এই শুন্যতা সহজে পূরণ হবার নয়। দেশ ও জাতির যেসব ব্যক্তিত্বের তিরোধানে অপূরণীয় ক্ষতি বয়ে আনে, মরহুম বিচারপতি চৌধুরী ছিলেন বাংলাদেশের অনুরূপ এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব তথা দেশের সত্যিকার কৃতিসন্তান-যিনি তাঁর সকল যোগ্যতা, প্রজ্ঞা, মেধাকে দেশ ও জাতির উন্নতি, অগ্রগতি ও কল্যাণে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত নিয়োজিত রেখে পেশাগত উজ্জ্বল কর্মময় জীবন থেকে অবসর গ্রহণের পরও তিনি অবসর গ্রহণের সুযোগ পাননি। বলা চলে, দেশ ও জাতির প্রয়োজন বিবেচনায় তথা দায়িত্ব পালনে বিবেকের তাড়নায় সে সুযোগ তিনি গ্রহণ করেননি। বিভিন্ন জাতীয় প্রয়োজনে বিশেষ করে জাতির কোন দুঃসময়-ক্রান্তিকালে হতাশাগ্রস্ত জাতিকে সঠিক দিকনির্দেশনা দিতে এবং জাতীয় স্বার্থবিরোধী যেকোন অপতৎপরতা রুখতে তিনি অকুতোভয়চিত্তে এগিয়ে আসতেন ক্ষুরধার যুক্তি আর স্পষ্ট বক্তব্য নিয়ে।

দেশ ও জাতির স্বকীয়তা

www.pathagar.com

ও স্বার্থরক্ষার ক্ষেত্রে তিনি কারো অসন্তুষ্টি রক্তচক্ষুকে পরোয়া করতেন না। জাতীয় স্বার্থের প্রশ্নে তিনি ছিলেন লোভ-লালসা ও ব্যক্তিস্বার্থের উর্ধ্বে।

বিচারপতি আবদুর রহমান চৌধুরীর সাথে আমার সাক্ষাৎ-পরিচয় ঘটে সাহিত্য সাংস্কৃতিক সংগঠন 'বিপরীত উচ্চারণ'-এর একটি অনুষ্ঠানে। সম্ভবতঃ ১৯৮৯ সালে। তিনি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র (টিএসসি) মিলনায়তনে একটি অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছিলেন। সুপ্রীমকোর্টের একজন বিচারপতি হিসাবে কর্মরত থাকা অবস্থায় সেদিন যে বক্তব্য তিনি রেখেছিলেন, তা ছিল রীতিমত সাহসী উচ্চারণ। বলা যায়, অনেকটা বিপরীতধর্মী তথা ব্যতিক্রম পর্যায়ের। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত অনেক তরুণ ছাত্রের ন্যায় আমার মনেও বিচারপতি চৌধুরীর সেই বক্তব্য দাগ কেটেছিল। পরেরদিন দৈনিক পত্রিকাগুলোতে তাঁর ওই বক্তব্য প্রকাশিত হওয়ার পর বেশ আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে এ নিয়ে অনেক আলোচনা শুনেছি। একজন কর্মরত বিচারপতির এমনি সাহসী বক্তব্যের জন্য অনেককে প্রশংসা করতেও দেখা গেছে। অনেকে বলেছেন, ওই বিষয়টি তাঁর বিচারক জীবনের জন্য ক্ষতির কারণও হতে পারে।

সাক্ষাৎ-পরিচয়ের আগ থেকেই জনাব আবদুর রহমান চৌধুরীর নাম শুনেছি। মহান ভাষা আন্দোলনে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অবদানের কথা পত্র-পত্রিকায় পড়েছি এবং আরো জেনেছি, একজন মেধাবী ছাত্র হিসাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত থাকা অবস্থায় তিনি সলিমউল্লাহ মুসলিম হলের ভিপি ছিলেন। তখনকার দিনে নাকি মেধাবী শিক্ষার্থীরাই ছাত্রনেতা ছিলেন। এরপর মাঝে মধ্যে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বিচারপতি চৌধুরীর বক্তব্য শোনার জন্য উপস্থিত হয়েছি। ১৯৮৯ সালের ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে যখন বিশেষ ক্ষমতা আইনের আওতায় 'দৈনিক মিল্লাতস্ব পত্রিকার প্রকাশনা বন্ধ করে দেয়ার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে 'কারণ দর্শানোরস্ব নোটিশ জারি করা হয়, কর্তৃপক্ষীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তখন জনাব আজিজুল হক বান্না (সহকারী সম্পাদক-দৈনিক মিল্লাত) ভাই সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রসহ আলোচনার জন্য আমাকে বিচারপতি আবদুর রহমান চৌধুরীর বাসায় নিয়ে যান। তখন তিনি ধানমন্ডি থানার পাশের একটি বাড়ীতে থাকতেন। প্রথমদিন দীর্ঘক্ষণ ধরে তাঁর সাথে আলোচনা হয় এবং তাঁর নির্দেশমত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে মামলা করার জন্য প্রয়োজনীয় নোট গ্রহণ করি। ওইদিনই তিনি আমাদের সামনে বিশিষ্ট আইনজীবী সুপ্রীমকোর্টের সিনিয়র এডভোকেট খন্দকার মাহবুবউদ্দিন এবং ব্যারিষ্টার আবদুর রাজ্জাকের সাথে মামলার ব্যাপারে কথা বলেন। পরে তিনি ওই দুস্বজন আইনজীবীকে তাঁর বাসায় ডেকে এনে মামলার কাগজপত্র বুঝিয়ে দেন এবং এ ব্যাপারে পরামর্শ দেন। মূলতঃ বিচারপতি চৌধুরীর বদৌলতেই সেদিন দৈনিক মিল্লাতেরস্ব পক্ষে মামলা পরিচালনায় খন্দকার সাহেব রাজি হয়েছিলেন। মিল্লাতের পক্ষে পরপর দুস্বটি রীট পিটিশন হাইকোর্টে পেশ করা হয়। কারণ দর্শানোর নোটিশের ব্যাপারে রুলনিশি জারির পর সরকার দৈনিক মিল্লাত বন্ধ করে দেয়ার নির্দেশ দিলে পুনরায় আরেকটি রীট করতে হয়। দুস্বটি মামলায়ই আমি সহযোগী আইনজীবী হিসাবে কাজ করার সুযোগ পেয়েছিলাম। এই মামলার প্রেক্ষিতে বিভিন্ন পত্রিকায় একজন আইনজীবী হিসাবে প্রথম ব্যাপকভাবে আমার নাম প্রকাশ পায়। দৈনিক মিল্লাতের এই বিপদসংকুল পরিস্থিতিতে একজন অভিভাবকের দায়িত্ব নিয়ে 'মিল্লাতস্ব পরিবারের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন বিচারপতি চৌধুরী। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মানবাধিকার প্রবক্তা ও প্রাজ্ঞ আইনবিদ বিচারপতি আবদুর রহমান চৌধুরী দৈনিক মিল্লাতের উপর সেদিনের সরকারী দমননীতিকে গ্রহণ করেছিলেন মৌলিক অধিকার তথা মানবাধিকার লংঘন হিসাবে। তাই তিনি বুদ্ধিদীপ্ত পরামর্শ দিয়ে, সহৃদয়তা দিয়ে সেদিন মিল্লাতের পক্ষে আইনের লড়াইয়ে নেপথ্য সহযোগিতা প্রদান করেন সার্বিকভাবে। আর এ কারণেই মিল্লাতের পক্ষে সরকারের অবৈধ পদক্ষেপকে সফল ও সঠিকভাবে মোকাবেলা করা সম্ভব হয়েছিল এবং সরকার দৈনিক মিল্লাতের উপর প্রদত্ত নিবর্তনমূলক আদেশ স্বল্প সময়ের মধ্যে তুলে নিতে বাধ্য হয়।

মিল্লাতের মামলা পরিচালনার সময় শ্রদ্ধেয় বান্না ভাই বারবার দিনে-রাতে বিচারপতি চৌধুরীর কাছে আমাকে নিয়ে গেছেন। বিচারপতির নির্দেশমতে কখনও মামলার ড্রাফটের ডিকটেশন নেয়া,

www.pathagar.com

কখনও সিনিয়রের বাসায় তা পৌছে দেয়া, আবার ফেরত এনে পুনরায় মতামত গ্রহণ, প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও সংশ্লিষ্ট আইনের রেফারেন্স সংগ্রহ করার কাজ করতে হয়েছে। সত্যি কথা বলতে কি, আমার মত একজন তরুণ আইনজীবীর জন্য এটা ছিল একটা অপূর্ব সুযোগ। আর এ সুযোগে আমি অবশ্য সাধ্যানুযায়ী নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করেছি। এ ব্যাপারে মনে রাখার মত বিষয় হলো, মিল্লাতের মামলাসহ বিভিন্ন ব্যাপারে দীর্ঘক্ষণ ধরে বিচারপতি চৌধুরীর কাছে থেকেছি, বলা যায় জ্বালাতন করেছি, কিন্তু তাঁকে কখনও বিরক্ত হতে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। অনেক সময় রাত ১টার পরও জনাব চৌধুরীকে অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে সময় দিতে দেখেছি। বেশী রাত হলে শুধু বলতেন, বাসায় ফিরতে অসুবিধা হবে না তো? তাঁর মত একজন প্রবীণ ব্যক্তিত্বের এতটা কঠোর পরিশ্রম করার অভ্যাস দেখে কোন অসুবিধার কথা বলাতো দূরের কথা, বরং আমাদের তুলনায় তাঁর পরিশ্রম করার মানসিকতা দেখে নিজের কাছে লজ্জা লাগত।

'মিল্লাতের' কাজে একটানা দীর্ঘদিন বারবার মরহুম চৌধুরীর কাছে যেতে হয়েছে। এরপর 'জাতীয় মতামত কেন্দ্রেরব প্রধান পরিচালক এবং 'কাশ্মীর মুক্তি সংগ্রাম সংহতি পরিষদেরব আহবায়ক হিসাবে অনেক সময় তাঁকে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে কখনও কখনও সভাপতিত্ব করতে, কখনও প্রধান অতিথি হিসাবে দাওয়াত দিয়ে এনেছি, বিভিন্ন জটিল বিষয়ে পরামর্শগ্রহণ করতে ছুটে গেছি, মামলা পরিচালনায় আইনগত সমস্যায় পড়লেও তাঁর দারস্থ হয়েছি। একবার নিম্ন-আদালতে দায়ের করার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ফৌজদারী মামলায় আরজি তৈরীর নির্দেশনা এবং সম্পূর্ণ আরজির ড্রাফট পড়ে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন-সংশোধনের পরামর্শ পর্যন্ত তাঁর কাছ থেকে পেয়েছি। বারবার যোগাযোগ করার ফলে অনেক সময় মানসিকভাবে ইতঃস্ততবোধ করতাম। কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হলেও তিনি নিজেই যখন খোঁজ নিতেন, ফোন করে বলতেন, "আমার মত বুড়োর কথা মনে রাখার দরকার কি?ঃ তখন সত্যিই বিব্রতবোধ করতাম, লজ্জা পেয়ে ছুটে যেতাম তাঁর আন্তরিক সান্নিধ্য পাওয়ার লোভ নিয়ে।

১৯৯১ সালের প্রথম দিকে সাবেক প্রেসিডেন্ট এরশাদ সাহেবের মামলা পরিচালনায় একজন সহযোগী আইনজীবী হিসাবে নিয়োজিত থাকার কারণে অনেক সময় দেখা-সাক্ষাৎ করার সুযোগ পাইনি। তখন প্রায়ই টেলিফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করেছি। ফোন করতে দেরী হলে তিনি তার স্বভাবসুলভ সহাস্য রসিকতা করে বলতেন "এখনতো তুমি মস্তবড় আইনজীবী, দেখার সুযোগ কোথায়, কেবলমাত্র পত্রিকায় নাম দেখে একতরফা যোগাযোগ রাখি, তবে দয়া করে যে ফোন করে এই অধম বুড়োর খবর রাখ-এটাইবা কম কোথায়!ঃ অনেক সময় শত ব্যস্ততার মধ্যেও ফোন ছেড়েই দৌড়ে যেতাম তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে দোয়া নেয়ার জন্য। এরশাদ সাহেবের মামলা পরিচালনার ব্যাপারে কখনও আইনগত পরামর্শ চেয়ে তার সাথে আলোচনা হয়নি। তবে প্রথমদিকে যখন খুব ঝুঁকি নিয়ে এই মামলা পরিচালনার কাজ করে যাচ্ছিলাম, তখন তিনি অনেক গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিয়ে মানসিক সাহস যুগিয়েছেন এবং এ ব্যাপারে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ অনেক সহযোগিতা পেয়েছি তাঁর কাছে থেকে।

বিচারপতি আবদুর রহমান চৌধুরীর ন্যায় বিশাল ব্যক্তিত্বের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে ওঠা-বসার সুযোগ লাভ, তাঁকে কাছাকাছি থেকে দেখা এবং তাঁর স্নেহধন্য হবার সৌভাগ্যের কথা কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি। বহুমুখী প্রতিভা ও গুণের অধিকারী বিচারপতি চৌধুরী ছিলেন একটি প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানের সান্নিধ্যে এসে সমাজের অনেক গুণীজন, সমাজসেবীর সাথে পরিচয় ঘটেছে, তাঁদের সাথে একত্রে কাজ করার সুযোগ হয়েছে। জানতে পেরেছি অনেক অজানা কাহিনী আর ইতিহাস। কোন মামলার দরখাস্ত তৈরী বা কোন বিবৃতির খসড়া প্রণয়নে ডিকটেশন নেয়ার সময় মাঝে মাঝে তিনি বলতেন, "শোন, তোমার মত যারা এমন করে ডিকটেশন নিয়েছে, যাদেরকে হাতে ধরে কাজ শিখিয়েছি, তারা আজ আমাকে চিনে বলেও মনে হয় না। অনেকে আবার আমাকে সহ্য করতে পারে না।ঃ এমনি একজনের সম্পর্কে ক্ষোভ প্রকাশ করে তাঁকে বলতে শুনেছি, পুরোনো ঢাকার বাংলাবাজার এলাকায় ছালার চটের বেড়া ঘেরা ঘরে বসবাসের আর কাঠের খড়ম পায়ে দিয়ে চলার কাহিনী। অথচ এখন বড় পত্রিকার মালিক সেজে সব ভুলে গেছে। নির্ভীক, সত্য উচ্চারণকারী

www.pathagar.com

বিচারপতি চৌধুরীর মুখ থেকে জানতে পেরেছি, মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানীর প্রতিষ্ঠিত পত্রিকাটি থেকে কিভাবে তাঁর নাম মুছে ফেলা হয়েছে। মরহুম চৌধুরীর এই ক্ষোভের সাথে একমত হয়ে বলা প্রয়োজন, অনেক মতলববাজ আর স্বার্থান্বেষীকে ওনার পিছে ঘুরঘুর করে স্বার্থ হাসিল করতে দেখেছি। তিনি 'বাংলা একাডেমীর' চেয়ারম্যান নিযুক্ত হবার পর যখন একটি বিশেষ মহল মিথ্যাচার আর কূটকৌশলের আশ্রয় নিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে বিষোদগার করছিল, তখন এই স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিদের অনেকেই একটি বিবৃতি পর্যন্ত দিতে চাননি। হয়ত তাদের চেহারা ধরা পড়ে যাবে, এই ভয়ে। এই গোত্রের এমন একজনকে দেখেছি, মরহুম চৌধুরীর 'মানবাধিকার বিষয়ক' সংগঠনের 'কি পোষ্টস্ব এ থেকে বিভিন্ন রকম সুবিধা বিশেষ করে তাঁর নাম ব্যবহার করে আন্তর্জাতিকভাবে ফায়দা লুটেছেন। অথচ তাঁর মৃত্যুর পরে ওই ব্যক্তির কোন শোকবার্তা পর্যন্ত পত্রিকায় চোখে পড়েনি। এর পেছনে অবশ্য কারণ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর হবে না। মরহুম বিচারপতিকে সাক্ষাৎ খুশী করার ব্যাপারতো শেষ; তাই মৃত্যুর পর শোকবাণী প্রচার করে তথাকথিত মানবাধিকার প্রবক্তা কথিত ব্যক্তিটি এমন কাজ করে নিজের রাজনৈতিক প্রভুদের কোপানলে পড়ার ঝুঁকি নেবেন কেন? অতদূর যাবার দরকার নেই। আমরা যারা তাঁকে আপনজন আর আত্মার আত্মীয় বলতে অভ্যস্ত, তারাইবা কম করেছি কোথায়? 'বাংলা একাডেমীর" চেয়ারম্যান পদে নিযুক্তির পর যখন একটি মহল তাঁর বিরুদ্ধে বিরুদ্ধাচরণের ঝড় তুলেছিল, তখন জাতীয়তাবাদী বলে পরিচয়দানকারীদের অনেকের ভূমিকা আর চেহারা বিচারপতি চৌধুরী নিজেই প্রত্যক্ষ করে গেছেন। এ সময় সরকার যেন বাঘে-শত্রুতে যুদ্ধ বাঁধিয়ে তামাসা দেখার খেলায় অবতীর্ণ হলো। বিচারপতি আবদুর রহমান চৌধুরীর মত একজন ব্যক্তিত্বকে যখন বিভিন্নভাবে অপমান অপদস্ত করার জন্য একটি বিশেষ মহল উঠে পড়ে মাঠে নেমেছিল, তখন সরকার অনেকটা নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছে। অথচ নিযুক্তিটা তারাই দিয়েছিলেন এই প্রতিশ্রুতিতে যে, বাংলা একাডেমীতে তখন জাতীয়তাবাদী চেতনাকে আড়াল করার মত অনেক জঙ্গল জমা হয়েছে- যা সাফ করতে হবে। মজার ব্যাপার হলো, বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ আবাদের জন্য জঙ্গল পরিষ্কার করার তদারকির দায়িত্বের কথা বলে তত্ত্বাবধায়ক ঠিক করা হলে, জঙ্গল পরিচর্যা আর লালন-পালনের দায়িত্বে থাকলেন এমন একজন- যিনি যে জাতের ফসলের চাষাবাদ করা হবে, সে ফসলের বীজেই বিশ্বাস করেন না। চমৎকার সেলুকাস! বাংলা একাডেমীর এই নিযুক্তি নিয়ে অনেককে 'স্যাবোটাস' শব্দ উচ্চারণ করতে শুনেছি। সেদিকে না গিয়ে ওইসব টগবগে তরুণ জাতীয়তাবাদী সাংস্কৃতিক-সামাজিক যোদ্ধাদের উদ্দেশ্যে বলছি, যারা সেদিন গরম বক্তৃতার ফুলঝুড়ি ছড়িয়ে তাকে দিয়ে লংকাজয় করাবেন মর্মে আবেগতাড়িত প্রতিশ্রুতি উপস্থাপন করে বিচারপতি চৌধুরীর সদয় সম্মতি আদায় করেছিলেন, তাদের কি মনে ছিল না যে, 'বাংগালী জাতীয়তাবাদে' যে ব্যক্তি অন্ধ, সেই 'কানার হাতে কুড়াল রেখেছ বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের বৃক্ষের পরিচর্যাতো দূরের কথা, অস্তিত্ব রক্ষাই কঠিন। আর এসব ক্ষেত্রে সরকার বাহাদুরের ভূমিকার কথাটা বলাই অবান্তর। তারা শুধু নিতে জানেন। দেয়ার বেলায় বেজায় হিসেবী। আর 'তখতে তাউস' অক্ষত রাখতে তারা 'ব্যালেন্স-এর রাজনীতিতে পারদর্শিতা প্রদর্শনে পটিয়সী। জাতীয়তাবাদী শক্তির অস্তিত্বের দোহাই দিয়ে নির্বাচনী বৈতরণী পার, বিদেশী আগ্রাসন রোধ ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জিগির তুলে সরকার গঠনে অকুণ্ঠ সমর্থন আদায় করে তারা নেপথ্যে গণআদালত তৈরীর ইন্ধন দেন, চেতনার নামে উস্কিয়ে দেন বিশেষ মহলকে। মৌলবাদের গন্ধ খুঁজে পান।

মরহুম বিচারপতি চৌধুরীর অবদান মূল্যায়নে ক্ষমতাসীন সরকারের ভূমিকা নিয়ে কোন কোন জাতীয় ব্যক্তিত্বের কাছ থেকে ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়েছে। সাহসী রাজনীতিক জবাব শফিউল আলম প্রধান মরহুমের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেছেন, 'পেশাদার রাজনীতিবিদ না হয়েও বিচারপতি চৌধুরী জাতির ক্রান্তিলগ্নে শিক্ষক ও পথ প্রদর্শকের ভূমিকা পালন করেছেন। অথচ মৃত্যুর পর জাতীয় গোরস্থানে তাঁর জন্য সাড়ে তিন হাত জমিন পাওয়া গেল না। এ থেকে ক্ষমতাসীনদের তথাকথিত জাতীয়তাবাদী চেতনার মুখোশ উন্মোচিত হল।....মরহুম চৌধুরীর স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তাঁর দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু সুপ্রীমকোর্টের সিনিয়র এডভোকেট খন্দকার মাহবুবউদ্দিন এক সভায়

www.pathagar.com

বলেছেন, "বিচারপতি চৌধুরী ৯০-এ এরশাদবিরোধী আন্দোলনে নির্ভয়ে বক্তৃতা দিয়ে প্রতিবাদ জানিয়ে দেশে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এছাড়াও গত নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামী ও বিএনপিসহ মধ্যে সহযোগিতা প্রতিষ্ঠার দিকনির্দেশনা দিয়েছিলেন। অন্যথায় আজ অন্য কোন দল বাংলাদেশের ক্ষমতা দখল করত।ঃ এখানে প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, ৯১-এর জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে 'লিবার্টি ফোরামেরও মাধ্যমে বিচারপতি চৌধুরী দিন-রাত কঠোর পরিশ্রম করেছেন। নির্বাচন সম্পন্ন হবার পর ২৭ ফেব্রুয়ারী সারারাত তিনি নির্বাচনী মনিটরিং সেলের কাজ তদারক করেছিলেন এবং রাত আড়াইটার দিকেও তিনি নির্বাচন কমিশনে টেলিফোন করে খোঁজ-খবর নিয়েছেন। সেদিন রাতে টেলিফোনে নির্বাচন কমিশনের কর্তাব্যক্তিকে হুংকার দিয়ে বলতে শোনা গেছে, "সারাদেশ থেকে আমাদের কাছে নির্বাচনী খবর আসছে। বিশেষ করে বৃহত্তর ঢাকার ফলাফল পাওয়া গেছে আগেই। অথচ একটি বিশেষ দলের প্রার্থীদের বিজয়ের খবর শোনা যাচ্ছে প্রচার মাধ্যমে। এর রহস্য কি? এক্ষণই ঢাকাসহ বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন দলের বিজয়ীদের নাম ঘোষণা শুরু করুন। অন্যথায় নির্বাচন কমিশন অনতিবিলম্বে ঘেরাও করা হবে। এরপরই প্রচার মাধ্যমের ঘোষণা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। গণতন্ত্রে উত্তরণে এই যার অবদান আর অবদানের কারণে আজকের ক্ষমতাসীন সরকারের গায়ে গণতন্ত্রের নামাবলী, তাদের কাছ থেকে মরহুমের কবরের জায়গাতো দূরের কথা, দুস্বচারজন কর্তাব্যক্তির বিবৃতি ছাড়া তেমন কিছু আশা করাই যেন অযৌক্তিক। তাদের সরকারী মুখপত্রটির ভূমিকাই এ ক্ষেত্রে লক্ষ্যনীয়। বিচারপতি চৌধুরীর মৃত্যু সংবাদটি সেখানেই এক কলামে অবজ্ঞার সাথে 'বাসসস্ব-এর উদ্ধৃতি দিয়ে ছেপেছে। তারা মরহুমের বাসায় বা হাসপাতালে একজন রিপোর্টার প্রেরণের প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করেনি। পরেরদিন অর্থাৎ দাফনের সংবাদটি অবশ্য নিজস্ব পত্রিকার রিপোর্ট হিসেবে প্রকাশ পায়। তবে এটা সম্ভবতঃ ভিন্ন কারণে। মূলতঃ সরকারী কর্তাব্যক্তিদের উপস্থিতি তুলে ধরার জন্য যেদিন হয়তো এ রিপোর্টার প্রেরণ করা হয়। এরপর দেখা যায়, সরকারী মুখপত্রটি এব্যাপারে মুখে খিল দিয়ে বসে আছে। অনেকে শোকবাণী পাঠানোর পরও তা ছাপা হয়নি মর্মেও অভিযোগ পাওয়া গেছে। অনেক পত্রিকা অবশ্য মরহুমের কর্মকান্ডের মূল্যায়ন করে তা জাতির সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করেছে। বলা যায়, তাদের নৈতিক দায়িত্ব পালন করেছে এবং এখনও অব্যাহত রেখেছে। বিচারপতি আবদুর রহমান চৌধুরী কারো চোখ রাঙানি বা প্রশংসা, জিন্দাবাদ-নিন্দাবাদের তোয়াক্কা না করেই নিজের বিবেকবোধ দ্বারা পরিচালিত হতেন। আর এখনতো তিনি এসবের সম্পূর্ণ উর্ধ্বে চলে গেছেন। চিন্তার ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা এবং বলার ক্ষেত্রে সাহস, এই দুটি বিরল গুণের অধিকারী ছিলেন মরহুম চৌধুরী। যা সত্য বলে জানতেন, তা সরাসরি বলে ফেলা ছিল তার স্বভাব। তিনি ছিলেন অগাধ পান্ডিত্য আর সুতীক্ষ্ণ বাগ্মীতার অধিকারী শানিত যুক্তি, সুসংস্কৃত ভাষা ও সকৌতুক উপস্থাপন ছিল তাঁর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সদালাপী ও বন্ধুবৎসল মরহুম বিচারপতির আলাপচারিতায় ও আচরণের সবসময় একটা শরাফতি মুন্সিয়ানা পরিলক্ষিত হত। তাঁর আন্তরিক ব্যবহার ও অপূর্ব আতিথেয়তা অনায়াসে যে কাউকে মুগ্ধ করত। মরহুমের বৈঠকখানায় বারবার, এমনকি প্রতিদিন গিয়েও কখনও আপ্যায়ন থেকে বঞ্চিত হওয়া ছিল দুষ্কর ব্যাপার। প্রিয়জনদের দেখলেই তিনি কুশলাদি জানতেন এবং বিদায় নেয়ার সময় 'ফি আমানিল্লাহ, খোদা হাফেজস্ব বলতে ভুলতেন না। ঘরোয়া মজলিস কিংবা সভা-অনুষ্ঠানে তাঁর বক্তব্য উপস্থাপনায় পরিমিতি জ্ঞান ছিল অসাধারণ। তিনি শ্রোতাদের মন-মানসিকতা উপলব্ধি করতে পারতেন। তবে তাঁর দীর্ঘ বক্তৃতায় কখনও বিরক্তি সৃষ্টির উপাদান থাকত না। বৃদ্ধ বয়সেও বিচারপতি চৌধুরী ছিলেন নিরলস পরিশ্রমী। বিবেকের তাড়নায় দায়িত্বের তাগিদে জীবনের আরাম-আয়েসে তাঁকে শৃংখলিত করে রাখতে পারেনি কখনও।

বিচারপতি চৌধুরী আজ আর আমাদের মাঝে নেই। তবে রেখে গেছেন বহুমুখী গুণের সমন্বয়ে এক বিরাট আদর্শ-যা উর্ধ্বে তুলে ধরে আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যেতে সক্ষম হব। পরিশেষে মহান আল্লাহর দরবারে আরজ করছি মরহুমের সকল সৎ কাজগুলোকে কবুল করে এগুলোকে যেন তার নাজাতের ওসিলা হিসাবে কবুল করে নেন। -আমিন।

www.pathagar.com

জাস্টিস চৌধুরী ঃ ঐক্য ও আশার বাণীর উৎস

আমির খসরু

'দুষ্টের ঔদ্ধত্য ও আস্ফালন থাকেই কিন্তু পরিশেষে তাকে খুঁজে নিতে হয় পেছনে দরোজা ।স্ব এরপর বিজ্ঞজনের তৃপ্ত হাসি। আবার উচ্চারণ– "আমার আল্লাহ্ সহায়। জেনে শুনে কোন অপরাধ করিনি, কারো ক্ষতি করিনি, সুতরাং ওদের বিচারের ভার আল্লাহর হাতেই ছেড়ে দিলাম ।স্ব

কথাগুলো জাস্টিস চৌধুরীর। অর্থাৎ বিচারপতি আবদুর রহমান চৌধুরী, যিনি এখন আমাদের কাছে মরহুম। অবাক লাগে তাঁকে মরহুম ভাবতে। মনে পড়ে তিরানব্বইস্বর ১১ই জুন তারিখটির কথা। সেদিন ছিল শুক্রবার। বিকাল-সন্ধ্যা আড্ডা মেরেছিলাম প্রেসক্লাবে। রাতে অফিসে এসে টেবিলে পেলাম ছোট্ট চিরকুট। তাতে লেখা-স্যার, জাস্টিস সাব বিকেলে আপনাকে স্মরণ করেছেন। তাঁকে একটু রিং করলে উনি খুশী হবেন ।স্ব

ইচ্ছা ছিল রিং করবো কিন্তু ভুলে যাই রিং করার কথা। তাড়া ও ব্যস্ততা ছিল খুব। রাত বেজে গেলো প্রায় সোয়া দশটা। এমন সময় বেজে ওঠলো টেলিফোন। বুঝলাম এটি খুব প্রয়োজনীয় রিং। রিসিভার তুলে নিলাম। চিরচেনা শব্দগুলো ভেসে এলো কানে। অপরাধী মনে হলো নিজেকে টেলিফোন করতে না পারার ব্যর্থতার জন্য। প্রথমেই ক্ষমা চেয়ে নিলাম। বিনয়ের সাথে বললাম- স্যার, আমি লজ্জিত এবং দুঃখিত, আপনাকে কষ্ট দেয়ার কারণে ক্ষমাপ্রার্থী।

উল্লেখ্য, এ দিনে এ কলামে আমার একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয় যার শিরোনাম ছিল 'কুগ্রহ কবলিত প্রতিষ্ঠানগুলি নিয়ে ভাবা প্রয়োজন ।স্ব বিষয়বস্তু ছিল বাংলা একাডেমী, এর চেয়ারম্যান পদে বিচারপতি আবদুর রহমান চৌধুরীর নিয়োগ লাভ, এ নিয়োগকে কেন্দ্র করে বাম-রাম গোষ্ঠীর প্রতিক্রিয়া নামক বিভ্রান্ত বিকার, জাস্টিস চৌধুরীকে বিতর্কিত করার অপচেষ্টা ইত্যাদি। বাম-রাম বুদ্ধিজীবীদের অনাহূত চিল্লাচিল্লির বিপরীতে বাস্তব সম্মত ও যুক্তিপূর্ণ জবাব দেয়ার চেষ্টা করি উক্ত নিবন্ধে। ঐ বুদ্ধিজীবীমহল বাংলা একাডেমীর প্রাতিষ্ঠানিক বিষয়টিকে বাইরের রাজনীতির সাথে জড়িয়ে ফেলার এমন অপচেষ্টা চালান যে তার কড়া জবাব না লিখে আর গত্যন্তর ছিল না। তাতে বিচারপতি চৌধুরীর বিভিন্ন সময়ের সাহসী ভূমিকার উল্লেখ করে তথ্যপূর্ণ ও বস্তুনিষ্ঠ পর্যালোচনার এক পর্যায়ে লিখেছিলেনাম- "বাংলা একাডেমীর বর্তমান বিতর্কিত অবস্থান বা ভাবমর্যাদা কারো কাছেই অভিপ্রেত নয়। কেউ চান না বাংলা একাডেমী ভাড়াটে কিংবা আমদানি নির্ভর চেতনাজীবীদের ভাইরাসে আক্রান্ত থাকুক, আর সেখানে গোষ্ঠী চেতনার অবাধ তৎপরতা কিংবা বাণিজ্য চলুক"।

বিচারপতি আবদুর রহমান চৌধুরীকে অভিনন্দন জানিয়ে প্রকাশিত অসংখ্য বিবৃতিতেও এমন ধারণাই প্রকাশ পেয়েছে। বাংলা একাডেমী এদ্দিন গোষ্ঠীর উর্ধে উঠে গোটা জাতির আকাংখা পূরণে যে ব্যর্থ হয়েছে, এসব প্রতিক্রিয়া তারই প্রমাণ।" আরেক পর্যায়ে লিখেছিলাম-"আলংকারিক চেয়ারম্যান পদটির পরিবর্তন বা নিয়োগ দানেই দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। বাংলাদেশ টেলিভিশন,

www.pathagar.com

বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি অঙ্গন-প্রাঙ্গণে বিরাজমান অবস্থা দেখে আমাদেরকে এমনভাবে ভাবতে বাধ্য করে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের ভাবাদর্শে বাংলা একাডেমীকে গড়ে তোলার বিষয়টি নিঃসন্দেহে আজ ভাবনার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সরকার যে কারণে বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ সংশোধনের উদ্যোগ নিয়েছেন, তেমন উদ্যোগ বাংলা একাডেমীর ব্যাপারেও প্রযোজ্য কিনা, তাও ভেবে দেখা প্রয়োজন।"

নিবন্ধটি পড়ে বিচারপতি চৌধুরী অত্যন্ত খুশী হন। বিভিন্ন কর্ণার থেকে নিবন্ধের ব্যাপারে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে অনেকেই ফোনও করেন তাঁকে। অনেকের মাঝে বাংলা একাডেমীর দুয়একজন কর্মকর্তাও নাকি ছিলেন। তাদের মন্তব্য ছিল 'ধর্মের ঢোল আপনিই বাজে।ঃ জাস্টিস চৌধুরী সস্নেহে বললেনঃ "আসলে আল্লাহ স্বয়ং তোমার কলম দিয়ে আমার পক্ষে এভাবে লিখিয়েছে। এ হচ্ছে জালেমের বিরুদ্ধে এবং মজলুমের পক্ষে আল্লাহর রহমত। তা না হলে কে জানতো যে কোন যোগ জিজ্ঞাসা ছাড়াই তুমি এভাবে নিবন্ধ লিখে বসবে। তবে আমার প্রশংসা বড় বেশীই করে ফেলেছো যার যোগ্য নই।"

বাংলা একাডেমীর চেয়ারম্যান পদে নিয়োগ লাভ করায় জাস্টিস চৌধুরীর ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়া কি, আমি তা জানতে চেষ্টা করিনি নিবন্ধ লেখায় আগে। মহল বিশেষের বিভ্রান্তিকর বক্তৃতা-বিবৃতির বিষয়বস্তুই ছিল আমার পর্যালোচনার উপজীব্য। জাস্টিস চৌধুরীর কথায় বুঝলাম যে নিবন্ধটি লেখার আগে তাঁর সাথে আলাপ করে নিলে আরও ভালো হতো, আরও 'গুরুত্বপূর্ণত্ব বিষয়ে টাচ করা যেতো। এতে উপকৃত হতো বাংলা একাডেমী, উপকৃত হতো দেশ ও জাতি।

সে দিন টেলিফোনে প্রায় পনের মিনিট কথোপকথনের পর একজন নতুন আবদুর রহমান চৌধুরীর প্রতিবিম্ব ভেসে উঠলো আমার চোখের সামনে। যাকে এক যুগ ধুরে দেখেছি এক রকম, আর সেদিন মনে হলো অন্য রকম। সূচনায় বর্ণিত সবল বাক্যগুলোর পাশাপাশি তিনি যখন এক পর্যায়ে মন্তব্য করলেন "জাতীয়তাবাদী ইসলামী শক্তির ঐক্য চাওয়া, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের পক্ষে কথা বলা, অন্যায় অবিচারের প্রতিবাদ করা এসব কি অপরাধ? এ বুড়ো মানুষটির বিরুদ্ধে লেগে ওদের কি লাভ বল তো।ঃ

অকস্মাৎ শিশুর সারল্য যেনো আচ্ছন্ন করে ফেললো তাঁকে। তাঁর বুকে একজন সহজ-সরল সাধারণ মানুষের উচ্ছ্বাস। নিজেকে বিচলিত বোধ করলাম। তিনি চাইতেন কাজের ফাঁকে ফাঁকে তাঁকে সঙ্গ দেই, যোগাযোগ রাখি। সভা-সেমিনারে ব্যস্ত থাকলে সবদিক থেকেই বেশ ভালো থাকতেন তিনি। কিন্তু অবসরে বোধস্ব করতেন নিঃসঙ্গতা। চায়ের আড্ডায় কাউকে পেলেই বেশ খুশী। এরপরও একাধিকবার যোগাযোগ হয়েছে, দেখা-সাক্ষাতও হয়েছে সভা-সেমিনারে, তাও অনেকটা দূরত্ব বজায় রেখেই। পরবর্তী সময়ে শারীরিক দিক থেকে আরো ভেঙ্গে পড়তে থাকেন জাস্টিস চৌধুরী। শারীরিক অসুস্থতার জন্য তিনি গত বছর ৫ আগস্ট জাতীয় প্রেসক্লাব মিলনায়তনে বাংলা চৌদ্দ শতক জাতীয় উদযাপন পরিষদ আয়োজিত গুণীজন সংবর্ধনায় উপস্থিত হতে পারেননি। তিনি রোগশয্যা থেকে বাণী পাঠান, অনুষ্ঠানে তাঁর পক্ষ থেকে মানপত্র ও ক্রেস্ট গ্রহণ করেন তাঁর কন্যা। এরপর থেকে দিনে দিনে শারীরিকভাবে ভেঙ্গে পড়তে থাকেন তিনি। আমাদের অনেকের সাথেই সৃষ্টি হতে থাকে অনাকাংখিত দূরত্ব। বুঝতে পারিনি এ দূরত্ব অকস্মাৎ বেদনাদায়ক বিচ্ছেদের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। হারিয়ে যাবেন একজন প্রেরণাদানকারী সাহসী অভিভাবক পুরুষ। একযুগ ধরে তাঁর বক্তৃতা- বিবৃতি কোট করে বহু নিবন্ধ -প্রবন্ধ লিখেছি, তিনি সাহস যুগিয়েছেন, প্রেরণা দিয়েছেন। বিচারপতি আবদুর রহমান চৌধুরী নানা কারণেই একটি ইতিহাস। অবিভক্ত বাংলার এক প্রভাবশালী জমিদার পরিবারের সন্তান হয়েও তিনি গণমুখী চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অর্জনে সক্ষম হন। ছাত্রজীবন থেকে কর্ম ও অবসর জীবনসহ তাঁর জীবনেতিহাস বর্ণাঢ্য ও সমৃদ্ধ। তিনি ছিলেন জাতীয়তাবাদী শক্তির ঐক্যের দূত, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আইনবিদ, দেশবরেণ্য বুদ্ধিজীবী, বিচারক, ভাষা সৈনিক ও গণতন্ত্রী। জাতি তাঁকে শুধু মনেই রাখবে না, স্মরণও করবে যুগ যুগ ধরে। কিন্তু ভাবতে কষ্ট হয় তাদের কথা, যারা এ ব্যক্তিত্বের উপস্থিতিতে হিংসায় জ্বলে মরেছেন এবং শেষ পর্যায়ে তাঁকে বাংলা একাডেমীর চেয়ারম্যান পদে দেখে বিতর্কিত করার জন্য বিশ্রী অপতৎপরতা

www.pathagar.com

চালিয়ে কূপমন্ডুকতার আশ্রয় নিয়েছেন। অথচ বাম-রাম বুদ্ধিজীবী নামের এ মহলটিকে দেশবাসী ব্রাহ্মণ্যবাদী আগ্রাসী শক্তির ক্রীড়নক বলেই জানে। এও জানে যে, তাদের খপ্পরে পড়ে 'জাতীয় মননের প্রতীক' বাংলা একাডেমী আজ 'বিজাতীয় আগ্রাসী চেতনার ভাগাড়' হিসেবে জাতিকে বিভ্রান্ত করে চলেছে, দলিত করে চলেছে জাতির আদর্শ ও আশা আকাংক্ষা। এমতাবস্থায় বাংলা একাডেমীর (নির্বাহী ক্ষমতাহীন আলংকারিক হলেও) চেয়ারম্যান পদে বিচারপতি আবদুর রহমান চৌধুরীকে পেয়ে দেশবাসী আশায় বুক বেঁধেছিল, পেয়েছিল সামান্য সান্ত্বনা। কিন্তু তার আগেই সব শেষ। লাভ হয়েছে এটুকুই যে, ঔদ্ধত্য ও আস্ফালন দেখে চেনা গেছে দুষ্টের আসল চেহারা। বিচারপতি চৌধুরীকে মৃত্যুশয্যায় দেখেও তারা তাদের নির্লজ্জ বিকার প্রদর্শনে এতটুকু কুণ্ঠিত হয়নি, থেমে থাকেনি তাদের অন্যায় ও অসত্য উচ্চারণ এবং অপপ্রচার। যখন মৃত্যুর সাথে মোকাবিলা করতে গিয়ে বাংলা একাডেমীর দিকে মুখ করে থুথু ফেলার শক্তিও যে মানুষটির ছিল না, তখন সেই মুমূষু মানুষটিকেও নীরব অপমানে জর্জরিত করেছে বিজাতীয় মননের দুষ্টরা। এমনকি বাংলা একাডেমীর বার্ষিক রিপোর্টে বর্তমান চেয়ারম্যান পদে জাস্টিস চৌধুরীর নামটি অনুক্ত রাখতেও কাঁপেনি তাদের বিবেক। 'দুষ্টের ঔদ্ধত্য ও আস্ফালন' শেষে তাদেরকে 'পেছনের দরোজা' খুঁজে নিতে হয় কিনা- এটাই আজ দেখার বিষয়। তা না হলে যে একটি জাতির সভ্রম ও মর্যাদা থাকে না। যে ভাষা আন্দোলনের ফসল এই বাংলা একাডেমী, সেই বাংলা একাডেমী ভাষা আন্দোলনের অন্যতম একজন জনকের সাথে এমনি অমার্জিত ও অসম্মানজনক আচরণ করে দেশবাসী তা সইবে কেন?

শোনা যায়, 'বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ' প্রত্যয়টি নাকি বাংলা একাডেমীর জন্য 'বদহজম' কিংবা 'বিতর্কিত' ব্যাপার। যদি তাই হয়, তবে তো বাংলা একাডেমীর হজমের প্রকৃতি জানা দরকার, জানা দরকার বিতর্কের উর্ধ্বের বস্তুগুলো কী? আর জানতে হবে 'বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী' ক্ষমতাসীন সরকারকেই। অন্যথায় বাংলাদেশী জনগণের বিশ্বাস ও আকাঙ্খার অবমাননা হবে। বিচারপতি চৌধুরীকে কেন্দ্র করে সংঘটিত ঘটনাবলী এবং এম, এ মোহাইমেন সাহেবের সাম্প্রতিক অভিযোগ সামনে রাখলে বাংলা একাডেমীর হজমের প্রকৃতি অনুধাবন করা কঠিন নয়। 'কুল্লু নাফ্সিন যায়িকাতিল মাউত' অর্থাৎ সকল প্রাণীকেই মৃত্যুর আস্বাদ গ্রহণ করতে হয়। বিচারপতি চৌধুরীও মৃত্যুর এই অমোঘ আস্বাদগ্রহণ করেন মঙ্গলবার বিকালে- সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে রচনা করেন তাঁর জীবনের শেষশয্যা। তিনি আর কোন দিন আমাদের মাঝে ফিলে আসবেন না, জাতির জন্য দিক- নির্দেশনামূলক কঠিন শব্দাবলী বিবেকের ভূমিকায় উচ্চারণ করবেন না,জাতীয় সংকটময় মুহূর্তে জাতিকে আর শোনাবেন না আশার বাণী। কোন সভা সেমিনারে তাঁকে দেখা যাবে না আর। টেলিফোনের অপরপ্রান্তে আর শোনা যাবে না সেই চিরচেনা 'আসনা কেন, সময় করে চা খেয়ে যাও, বুড়ো লোকটাকে মাঝে মধ্যে একটু সময় দাও' ধরনের স্নেহঝরা শব্দমালা। বিচারপতি আবদুর রহমান চৌধুরী, যাকে 'জাস্টিস চৌধুরী' বলেই বড় বেশী জানতাম তিনি হারিয়ে গেছেন, চিরতরে চলে গেছেন আমাদের মাঝ থেকে। তিনি এখন সকল আলোচনার উর্ধ্বে, অনেক দূরে। কিন্তু তাঁকে কেন্দ্র করে আমাদের অনেকের অন্যায় আচরণগুলোকে তো আলোচনার উর্ধ্বে রাখা কিংবা ক্ষমা করা যায় না।

জাস্টিস চৌধুরী বেঁচে নেই, এ কথা ভাবতেও যেনো কষ্ট হয়, বুকের ভেতরটা কঁকিয়ে ওঠে।' প্রচণ্ড এক যন্ত্রণা আচ্ছন্ন করে ফেলে শরীর ও মন। একটা অপরাধবোধ এ যন্ত্রণাকে আরো বাড়িয়ে দেয়। 'কখন ডাক পড়ে, চলে যাই' কথাগুলো কানে বারবার বাজে। বিবেককে বেশী পীড়া দেয় তাঁর 'মূল্যবান কথাগুলো শুনতে না পারার ব্যর্থতা। আজ-কাল এখন তখন করে করে যাওয়া হয়নি তাঁর কাছে, শোনা হয়নি তাঁর 'মূল্যবান কথা'। সময়ের এ ফাঁকে তিনি প্রথমে সোহরাওয়ার্দী হাসপাতাল পরে সিঙ্গাপুর, অতপর সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে, পরিশেষে খবরের শিরোনাম রচনা করে বায়তুল মোকাররম মসজিদ হয়ে চিরন্তন আবাস রচনা করেছেন বনানী গোরস্তানে। বিদায়ের এ ইতিহাস কম কিসে! আল্লাহ তাঁর রূহের মাগফিরাত দান করুন, তাঁকে নসীব করুন জান্নাতুল ফেরদৌস-আমীন।

www.pathagar.com

জাতীয় ঐতিহ্যে অনন্যদের সন্ধানে

সৈয়দ জাকির হোসাইন

ভাষা আন্দোলনের পথিকৃৎ প্রিন্সিপাল আবুল কাশেম আমাদের জাতির অহংকার। জাতীয় কবি নজরুল ইসলাম আমাদের জাতীয় সাহিত্য সংস্কৃতির দিশারী। এ কে খান আমাদের দেশের শিল্পোদ্যোক্তার পথিকৃৎ। আর জাতীয় ব্যক্তিত্ব বিচারপতি আবদুর রহমান চৌধুরী আমাদের জাতির জাগ্রত বিবেকের কণ্ঠস্বর।

গত ৫ সেপ্টেম্বর থেকে ৮ সেপ্টেম্বর ছিল এমন এক ঐতিহাসিক স্মরণ উন্মোচনের দিন কয়েক, যে কয়টি দিনে চট্টগ্রামের মুসলিম হলে প্রতিদিন অনুষ্ঠিত হয় স্মরণ সভা, স্মারকগ্রন্থ প্রকাশ, মুক্ত আলোচনা আর সংবর্ধনা অনুষ্ঠান। যে দিনগুলোতে অংশগ্রহণ করার মধ্যেও গৌরবের ব্যাপার নিহিত রয়েছে।

মায়ের মুখে প্রথম শেখা ভাষা যে মাতৃভাষা, সেই মাতৃভাষার দাবীতে ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনের স্থপতি তমদ্দুন মজলিশের প্রতিষ্ঠাতা আমাদের জাতির অহংকার প্রিন্সিপাল আবুল কাশেম। যিনি তাঁর বিশাল কর্মময় দিনের ঐতিহাসিক ফসলকে পেছনে রেখে পরপারে চলে গেছেন গত ১১ মার্চ ৯১। চট্টগ্রামের চন্দনাইশে জন্মগ্রহণকারী এ মহান কর্মবীরের জন্য শুধু চট্টগ্রাম নয় সমগ্র দেশ গর্বিত। এ বিরাট ব্যক্তিত্বের প্রতি চট্টগ্রামবাসীদের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা প্রকাশের জন্য স্মরণসভা ও স্মারকগ্রন্থ প্রকাশের এক ঐতিহাসিক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। বিশিষ্ট আইনজীবী শামসুদ্দিন আহমদ মির্জাকে আহবায়ক করে গঠন করা হয় প্রিন্সিপাল আবুল কাশেম গণস্মরণ সভাকমিটি, চট্টগ্রাম। এই কমিটির উদ্যোগে গত ৫ সেপ্টেম্বর দেশের বরেণ্য বুদ্ধিজীবীগণের উপস্থিতিতে স্থানীয় মুসলিম হলে এডভোকেট শামসুদ্দিন আহমদ মির্জার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয় এক গণস্মরণ সভা। চট্টগ্রামের সচেতন সমাজের এক বিশাল উপস্থিতির এই সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিচারপতি আবদুর রহমান চৌধুরী, ঢাকা থেকে উপস্থিত হন বিশিষ্ট

www.pathagar.com

সাহিত্যিক অধ্যাপক শাহেদ আলী, বাংলাদেশ ভাষা আন্দোলন স্মৃতি সংরক্ষণাগার পরিচালক মোবাশ্বের আহমদ বার্ণিক এবং সাপ্তাহিক সৈনিক- এর সম্পাদক মুহম্মদ বিন কাসেম। আলোচনায় অংশ নেন চট্টগ্রাম বার সমিতির সভাপতি এডভোকেট আহমদ হোসেন, ডঃ মোঃ মাহবুব উল্লাহ, শিল্পপতি সালাউদ্দিন কাসেম খান ও মোহাম্মদ হোসেন খান। ভাষা আন্দোলনের প্রাণ পুরুষ প্রিন্সিপাল আবুল কাশেমকে এক স্বকীয় ইনষ্টিটিউট আখ্যায়িত করে বক্তাগণ বাংলার জমিনে তাঁর আদর্শ বাস্তবায়নের আহবান জানান।

এ উপলক্ষে এডভোকেট শামসুদ্দিন আহমদ মির্জার পৃষ্ঠপোষকতায় অধ্যাপক কাযী আযিয উদ্দিন আহমদ- এর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় ঐতিহাসিক দলিল সমৃদ্ধ প্রিন্সিপাল আবুল কাশেম স্মারকগ্রন্থ। প্রিন্সিপাল আবুল কাশেমের বহুমুখী অবদানের বিভিন্ন দিককে তুলে ধরার এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ এই স্মারকগ্রন্থ। ২০৮ পৃষ্ঠা সমৃদ্ধ এই স্মারক গ্রন্থের শৈল্পিক প্রচ্ছদ আর কলেবর দেখলেই উদ্যোক্তাদের প্রচেষ্টাকে প্রশংসা না করে পারা যায় না। স্মারকগ্রন্থের বিভিন্ন পর্বের কিছু অংশ উল্লেখ না করে পারা যাচ্ছে না। প্রিন্সিপাল আবুল কশেমের জীবনপঞ্জী, নিবন্ধ পর্বে সমৃদ্ধশালী বিষয়ভিত্তিক লেখা লিখেছেন সর্বজনাব অধ্যক্ষ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, ডঃ আসকার ইবনে শাইখ, ডঃ আনিসুজ্জামান, অধ্যাপক শাহেদ আলী, ডঃ আবুল কালাম মঞ্জুর মোরশেদ, বশীর আল হেলাল, এডভোকেট মুহাম্মদ শামসুজ্জোহা, মোবাশ্বের আহমদ বার্ণিক, মোস্তফা কামাল, খন্দকার হাসনাত করিম ও মহিউদ্দিন ইসলাম। স্মৃতিচারণ পর্বে লেখেছেন ডঃ এ এস এম নূরুল হক ভুঁইয়া, অধ্যাপক চৌধুরী শাহাবউদ্দিন আহমদ খালেদ, অধ্যাপক আফম সিরাজদ্দৌলা চৌধুরী, এডভোকেট বদিউল আলম, এডভোকেট আহমদ হোসেন, ডাঃ আব্দুল মতিন। সোলায়মান আহসানের নেয়া প্রিন্সিপাল আবুল কাশেমের একটি ঐতিহাসিক সাক্ষাৎকার রয়েছে আরেকটি পর্বে। এর পরের পর্ব শ্রদ্ধা, যাতে শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক, মওলানা ভাসানী, আবুল মনসুর আহমদ, ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লা, ডঃ মুহাম্মদ কুদরাত-এ খুদা, মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন, ডঃ কাজী মোতাহার হোসেন, সৈয়দ আলী আহসান, ডঃ ভাস্কর রায় চৌধুরী থেকে শুরু করে মোট ৫০ জন নেতৃস্থানীয় বিশিষ্ট দেশী-বিদেশী ব্যক্তিবর্গের মন্তব্য এবং তাঁর মৃত্যুর পর দেশের পত্র-পত্রিকার সম্পাদকীয়ের অংশবিশেষ। এর মধ্যে দৈনিক ইত্তেফাক, ইনকিলাব, সংগ্রাম, মিল্লাত, পূর্বকোণ, আজাদী উল্লেখযোগ্য।

সংবর্ধনা পর্বে ১৯৮৯ সালে দেশবাসীর পক্ষ থেকে জাতীয় সংবর্ধনা জ্ঞাপনের মানপত্র, তাঁর প্রতি জাতীয় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ ভাস্কর রায় চৌধুরীর শ্রদ্ধা নিবেদন পত্র, ডাকসু কর্তৃক ভাষা সৈনিক সংবর্ধনা সভায় প্রিন্সিপাল আবুল কাশেমের বক্তৃতা থাকায় এই বইয়ের ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে। নিবেদন পর্বে রয়েছে কিছু কবিতা। সংকলন পর্বে রয়েছে তাঁর নিজস্ব রচনার আংশিক উদ্ধৃতি। তাঁর জীবনের বিভিন্ন সময়ের ছবি সম্বলিত এ্যালবাম পর্ব, যাতে তাঁর ছেবন্ধীর গ্রামের বাড়ী থেকে জীবনের বিভিন্ন পর্যায় এবং শেষে বাঙলা কলেজ প্রাঙ্গণে চিরনিদ্রায় শায়িত কবরস্থানের ছবি স্থান পেয়েছে। এখানে তাঁর অনেক মূল্যবান বইয়ের মধ্যে থেকে কয়েকটি বইয়ের প্রচ্ছদ ছেপে দেয়া হয়েছে। আরো রয়েছে খাজা নাজিমুদ্দিনের লিখিত চিঠি, দলিল পর্বে ভাষার দাবীতে লিখিত তমদ্দুন মজলিশ কর্তৃক প্রচারিত পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা-না উর্দু? বইয়ের পুনঃমূদ্রণ, যা আমাদের রাষ্ট্রভাষা দাবীর প্রথম ঐতিহাসিক দলিল। এই বই স্মারকগ্রন্থকে করেছে পূর্ণতা দান। বইয়ের কলেবর লেখার সমৃদ্ধতা, কম্পিউটার কম্পোজের ছাপার আধুনিক মানউত্তীর্ণতার তুলনায় স্মারকগ্রন্থের একশত টাকা শুভেচ্ছা মূল্য তেমন কিছুই নয়। কোমলেক্স কার্ডে দুম্বরঙে ছাপা প্রচ্ছদ স্মারকগ্রন্থটির প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি করে।

৬ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার, মুসলিম হল। এদিন ছিল প্রিন্সিপাল আবুল কাশেম স্বর্ণপদক প্রাপ্তি উপলক্ষে জাতির বর্তমান সময়ের বিবেকবান মানুষের সাহসী কণ্ঠস্বর বিচারপতি আবদুর রহমান চৌধুরীর উদ্দেশ্যে সংবর্ধনা অনুষ্ঠান। লিবার্টি ফোরাম চট্টগ্রাম শাখার উদ্যোগে আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ডঃ মুহাম্মদ মাহবুব উল্লাহ। বিচারপতি চৌধুরীকে বর্তমান সময়ের জাতির বিবেকের কণ্ঠস্বর আখ্যায়িত করে বক্তব্য রাখেন এডভোকেট বদিউল আলম, ব্যারিষ্টার সাইফুদ্দিন মাহমুদ, এডভোকেট মোঃ আমীন চৌং, এডভোকেট শামসুদ্দিন মির্জা, অধ্যাপক আবদুর নূর,

www.pathagar.com

অধ্যাপক ইউসুফ শরীফ আহমদ খান, এ কে এম রফিকুল্লাহ চৌধুরী, এডভোকেট আবু জাফর চৌধুরী। বিচারপতি চৌধুরীর উদ্দেশ্যে মানপত্র পাঠ করেন এডভোকেট কাজী সাইফুদ্দিন আহমদ চৌধুরী। সংবর্ধনার জবাবে জনাব চৌধুরী বহু প্রতিকূল অবস্থা পার হওয়ার কথা উল্লেখ করে যে কোন কিছুর বিনিময়ে অন্যায়ের কাছে নতি স্বীকার না করার দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন এবং বলেন আমি কোন পন্থী নই, যদি পন্থী হই তবে স্বদেশ পন্থী। তিনি জাতীয় জীবনে স্ফীত জনসংখ্যার জন্য বিভিন্ন মহলের উৎকণ্ঠার সমালোচনা করে বলেন "আমাদের উচিত চীনের মতো দেশের বিপুল জনশক্তিকে কাজে লাগানো এবং সেই সাথে জনশক্তিকে বোঝা মনে করার মানসিকতা পরিত্যাগ করা। তাঁকে সংবর্ধনা দানের জন্য চট্টগ্রামবাসীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে, বৃটিশ শাসনামলে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন থেকে সকল সংগ্রামে চট্টগ্রামের জনসাধারণের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকার কথা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে তিনি বলেন, চট্টগ্রামের বীর জনতার কাছে জাতি আজ ঋণী।

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১৫তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে মুসলিম হলের ৩য় দিনের অনুষ্ঠানে মুক্ত আলোচনার আয়োজন করে সম্মিলিত পেশাজীবী সংসদ, চট্টগ্রাম। "জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম ও আমাদের সাহিত্য সংস্কৃতিঃ শীর্ষক মুক্ত আলোচনায় নজরুলকে আমাদের জাতীয় সাহিত্য সংস্কৃতির দিশারী আখ্যায়িত করে মুক্ত আলোচনায় অংশ নেন অধ্যক্ষ মোহাম্মদ সোলায়মান, ডঃ মুহাম্মদ মাহবুব উল্লাহ, এডভোকেট কাজী সাইফুদ্দীন আহমদ চৌধুরী, ডঃ মুহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম, অধ্যাপক আহসান সাইয়েদ, চৌধুরী গোলাম রব্বানী। সম্মিলিত পেশাজীবী সংসদ চট্টগ্রামের সভাপতি এডভোকেট বদিউল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মুক্ত আলোচনায় মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন অধ্যাপক কাযী আযিযউদ্দিন আহমদ। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিচারপতি আবদুর রহমান চৌধুরী। নজরুলকে তিনি বিশ্বের সাহিত্য ভান্ডারে তুলে ধরার জন্য তাঁর সাহিত্যের অনুবাদ হওয়ার দাবী করেন এবং বলেন আজ আমাদের দুর্ভাগ্য কবি নজরুল জন্মেছিলেন পরাধীন ভারত বর্ষে আর পাকিস্তান আমলে তাঁকে রাখা হয়েছিল বাঙ্গালী করে। এই দুস্বটি দোষে দুষ্ট না হলে তিনি পেতেন নোবেল পুরস্কার। বাঙ্গালী সমাজে জন্মগ্রহণকারী নজরুলের প্রতিভাকে বিস্ময়কর আখ্যায়িত করে বিচারপতি আবদুর রহমান চৌধুরী আক্ষেপ করে বলেন, আমরা আমাদের সন্তানদের ন্যায্য প্রাপ্য দিতেও কুণ্ঠিত । আমরা যোগ্য সম্মান না দিতে পেরেছি কাজী নজরুল ইসলামকে না পেরেছি বহু ভাষাবিদ ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহকে।

ইচ্ছা শক্তি, সাহস ও চারিত্রিক দৃঢ়তা বাংলাদেশের শিল্পায়নে এ কে খানকে পথিকৃৎ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এটা আজ জাতির জন্য অনুকরণীয়। মুসলিম হলের চারদিনের অনুষ্ঠানের শেষ দিনের অনুষ্ঠানে এ কে খান নাগরিক সভায় বক্তাগণ উপরোক্ত বক্তব্য পেশ করেন। এডভোকেট বদিউল আলম- এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত নাগরিক স্মরণ সভায় বাংলা একাডেমীর সাবেক মহাপরিচালক মাহমুদ শাহ কোরেশীর বক্তব্য উল্লেখযোগ্য। অতীতের প্রতি অনীহা, উত্তরাধিকারকে অবহেলা যে জাতির বিধিলিপি হয়ে দাঁড়িয়েছে, তারই একাংশ কিভাবে এই সমাবেশ ঘটিয়েছে এবং এহেন প্রকাশনা উপহার দিতে পেরেছে তা ভবিষ্যতের গবেষক হয়তো খুঁজে বের করবেন। অপরাহ্ন ৩ ঘটিকা থেকে রাত আটটা অবধি মুসলিম হল ভর্তি করে মরহুম শিল্পপতির গুণকীর্তন শুনেছেন, তা কিসের প্রত্যাশায়, এ সাম্প্রতিক দৈন্য হতাশা থেকে উত্তরণের অভিপ্রায়ে নয় কি?ঃ চট্রগামের এলিৎ আঁতেলেকচুয়েলের উপস্থিতিতে ঢাকা থেকে বিচারপতি আবদুর রহমান চৌধুরী, জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ নুরুল ইসলাম, সাবেক উপাচার্য প্রফেসর মোহাম্মদ আলী, বিশিষ্ট সাংবাদিক সাবেক রাষ্ট্রদূত এ জেড এম এনায়েতুল্লাহ খান, সাংবাদিক গিয়াস কামাল চৌধুরী, কবি ইশারফ হোসেন, রাজশাহী থেকে সাবেক বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক অধ্যাপক মাহমুদ শাহ কোরেশী ডঃ মহিবুল্লাহ এতে শরীক হন। চট্টগ্রাম থেকে বক্তব্য রাখেন এডভোকেট বদিউল আলম, শিক্ষাবিদ এ এ রেজাউল করিম চৌধুরী, রাজনীতিবিদ ডাঃ এ এফ এম ইউছুফ ও আজিজুর রহমান, এডভোকেট আহমদ হোসেন, এডভোকেট শামসুদ্দিন আহমদ মির্জা, হেলাল হুমায়ূন এবং এ কে খান তনয় জহিরুদ্দিন খান ও সালাহউদ্দিন কাসেম খান। প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিচারপতি চৌধুরী বলেছেন "কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবেঃ এই মহাজন বাক্যের সার্থক জীবন্ত প্রতীক হচ্ছেন

www.pathagar.com

মরহুম এ কে খান। মরহুম এ কে খানকে একজন ব্যতিক্রমধর্মী এবং আদর্শ শিল্পপতি আখ্যায়িত করে তিনি বলেন, তাঁর মত আর কয়েকজন শিল্পোদ্যোক্তা থাকলে আমাদের দুর্দশা আরো কমত। জনাব একে খান মুনসেফ হিসেবে কাজ করার সময় জনৈক শ্বেতাঙ্গ পুলিশ সুপারকে শাস্তি প্রদানের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন যে কর্মজীবনের শুরু থেকেই তিনি ন্যায়নিষ্ঠা ও কর্মনিষ্ঠার পরিচয় দেন। স্মরণ সভায় বক্তারা দুঃখ করে বলেন, বীর ও প্রজ্ঞাবান সন্তান প্রসবিনী চট্টগ্রাম এক সময় এ কে খান, মাহবুব-উল-আলম, আবুল ফজল, সৈয়দ ওয়ালি উল্লাহর মতো অসংখ্য সন্তান জন্ম দেয়া সত্ত্বে আজ দীনহীন এবং ঐতিহ্য বিচ্যুত। চট্টগ্রামকে পুনরায় ঐতিহ্যের কাতারে ফিরিয়ে আনার আহবান জানিয়ে বক্তব্য রাখেন প্রাক্তন উপাচার্য প্রফেসর মোহাম্মদ আলী। এই নৈতিক অবক্ষয়ের যুগে পথিকৃৎদের জীবন থেকে শিক্ষাগ্রহণ করে দেশের শিক্ষা, সাহিত্য, শিল্প ও অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করার চেষ্টা চালানোর প্রতি গুরুত্বারোপই ছিল এই স্মরণ সভার বক্তাদের বক্তব্যের সারাংশ। সভায় মরহুম এ কে খানের নামে বাটালী রোডের নামকরণ ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালযে একটি চেয়ার প্রতিষ্ঠার দাবী করা হয়। মরহুম এ কে খানের স্মরণ সভার পাশাপাশি এ কে খান নাগরিক স্মরণসভা কমিটি এই মহান বিরল ব্যক্তিত্বকে ইতিহাসে ধরে রাখার মতো এক অত্যন্ত আকর্ষণীয় ৩৩৬ পৃষ্ঠায় সমৃদ্ধ স্মারকগ্রন্থও প্রকাশ করেছে। সাংবাদিক হেলাল হুমায়ুন সম্পাদিত স্মারকগ্রন্থটি বিস্তারিত আলোচনা পৃথকভাবে করার দাবী থাকলেও এখানে কিছু আলোচনা না করে পারা যাচ্ছে না। আধুনিক অফসেট মুদ্রণে লেমিনেট করা ২ রঙের প্রচ্ছদে তাঁর ছবির ব্যবহার গ্রন্থটির প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি করে। চারটি পর্বে এই বিরল ব্যক্তিত্বকে প্রকাশ করার যে প্রয়াস পরিলক্ষিত হচ্ছে সে পর্বগুলো হলো ১ম পর্বে মরহুম এ কে খান সম্পর্কিত লেখালেখি যাতে মুহাম্মদ শামস উল হক, কে এ হুদা, মির্জা নুরুল হুদা, সৈয়দ আলী আহসান, ডঃ আব্দুল করিম, নূর আহমদ চেয়ারম্যান, মাহবুব উল-আলম, সৈয়দ আহমদুল হক, ডাঃ এ এফ এম ইউছুফ, মইনুল আলম, সালাউদ্দিন কাসেম খান, ডাঃ ক্যাপ্টেন (অবঃ) হাবিবুর রহমান, এডভোকেট বদিউল আলম, হেলাল হুমায়ুন, কাজী রশিদ উদ্দিন, মোস্তফা হোসেন, এ এ রেজাউল করিম চৌধুরী, শোয়েব খান প্রমুখের লেখা এবং এ পর্বে জাতীয় স্থানীয় ও বিদেশী বিভিন্ন পত্রিকায় তাঁর মরণোত্তর মূল্যায়ন এর পত্রিকায় প্রকাশিত সম্পাদকীয় ও সংবাদ এর কাট-এর অংশগুলো গ্রন্থটির মান বৃদ্ধি করেছে। ২য় পর্বে মরহুমের নিজের লেখা ও সাক্ষাৎকারগুলো আমাদের জাতীয় জীবনের দিক নির্দেশক হিসেবে কাজ করবে। ৩য় পর্বে মরহুম এ কে খানের বক্তৃতাবলী ও মতামত পর্বটি না থাকলে বইটি অপূর্ণাঙ্গ বলেই মনে হতো। আর সর্বশেষ এ্যালবাম পর্বটি দেখলেই এ কে খানকে বিভিন্ন পর্যায়ে অনেকটা দেখা হয়ে যাবে বলেই উল্লেখ করার দাবী রাখে। দেশের গুণী সন্তানদের যথাযথ সম্মান প্রদান ও স্মরণের এই মহতী উদ্যোগের চারদিনের অনুষ্ঠানমালায় এই আশার সঞ্চার হয়েছে যে, আমাদের আগামী প্রজন্ম অতীতের ইতিহাস ঐতিহ্যকে জেনে জাতির উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করবে।

বিঃ দ্রঃ ১৯৯১ সালে চট্টগ্রামে চারদিন ব্যাপী অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ ছিলেন বিচারপতি আবদুর রহমান চৌধুরী। মূল্যায়নমূলক এ লেখাটি ঢাকার 'দৈনিক মিল্লাতে' প্রকাশিত হয়।)

www.pathagar.com

ABBA DEAREST-A DAUGHTER'S TRIBUTE.

RUSELI RAHMAN MAHMUD

With the passing away of my father, the Honourable Justice Abdur Rahman Chowdhury, Bangladesh has lost its most glorious son, who for the interest of his motherland stood up for whatever will be the best for it and never bothered with what others thought of it. Abba always stood up for whatever he believed in and never hesitated to speak the truth no matter how bitter it was. He was a giant where courage and nitegrity was concerned. He never spared those who were indulged in depriving people of their due rights and high lighted injustices and discriminations be it for the people of his own country or the people of Bosnia or be it the people of Kashmir or Palestine. In this regard it can truely be believed that the Muslim world has really lost its true friend who sincerely cared for them so much. Is there anyone, else in Bangladesh who can play my father's role in this contest? The answer will be definitely, "none"'.

As a nationalist, he excelled everyone. Wherever this country was in crisis on any matter, be it national or international, he would at once make his comments through a press conference or a press release which would give a definite direction towords the solution of that problem. Recently when our country was faced with such problems like the appointment of attorney general, latter with the appointments of High Court Judges, the situation prevailing in the national assembly and the latest regarding the question of the Caretaker Government, the absence of my late father is felt more than ever. How badly this country needed him! Who is now going to show us the right direction to come out of such Chaotic situations? Who is going to speak out without being afraid of anyone but only keeping in mind the interest of the this country? In this context, I must mention that my father always wanted a healthy compromise between the Government and the opposition for the sake of smooth functioning of democracy. I would like to remind the readers about a particular photograph published in newspapers which showed my father flanked by Prof. B. Chowdhury of B. N.P. and Mr. Samad Azad of Awami League on his either sides having a friendly chat. This seminar was orgamised by "Liberty Forum" of which my father was the founder Chairman and the subject matter of the seminar being"The Role of Politicians in Safeguarding Democracy". Even during the last election of 1991, the role played by Liberty Forum was appreciated by such top personalities like Mr. Peter Shone, the British M. P. Mr. Justice Dorab Patel of Pakistan and

www.pathagar.com

Mr. Justice Krisha Iyer, Ex-Chief Justice of India. My father was also the founder of Institute of Human Rights and Legal Affairs of Bangladesh, the only Institute to be affiliated with the International Commission of Jurists in Geneva, In this way, my father worked untiringly for his conutry's progress and prosperity. But did the present Government show or give my father the respect and recognition he so rightfully deserved? Most certainly not. As my heart is filled with pain. I will not go any further in this regard, but at least I can say that they have already started to pay the price of being ungrateful. Because of my father's reformative attitudes and beliefs, many of his close associates became his opponents. But Abba, never retreated from his principles. He did not spare anyone, whether it was the head of the Government, the Chief Justice, any minister or anyone of the opposition party where the interest of the country was concerned. Till his last days, he worked hard, very hard of bring his country to a respectable position in Asia. It was his dream to see Bangladesh occupy a place of pride and prominance among the Asian countries. Although he was not a politician but his views. ideas and opinion on various political situations, his superb intellectual ability and his uncompromising crusade for democracy and human rights earned him the title as " CONCIENCE of the Nation" We, his family, are humble with gratitude and sincerely grateful to the people for rightly honouring him with this name.

As a judge of the honourable court, he excelled many of his contemporaries. Gifted with exceptional and exemplary courage, many of his judgements bear the testimony of his conviction and courage. As he was nost illegally rembued from the bench, 9 years before his retirement by the most corrupted head of Govt. Bangladesh ever had (namely Earshad), this country and its court were deprived of many many exemplenary judgements that would most certainly benefitted our judges and lawyers for the years to come. Because my father was an exceptional man of head and heart, nothing could stop him from speaking out his mind and had worked untiringly for the country's progress. As I have mentioned earlier that Abba was gifted with exceptional courage, the following illustrations will prove my point. In 1966, when Abba was the secretary of The East Pakistan High Court Bar Association, the then Law Minister of Pakistan, Mr. S. M. Zafar came for official visit in E. Pakistan. Immediately after his arvival in Dhaka he issued a public statement that there are seccessionist elements in East Pakistan who wants to separate E.Pak from West Pakistan. He further added that he had come to haunt them find them and hang them. The next day Mr. Jafar expressed his desire to visit E. Pak. High Court Bar. Then as Secretary of Bar Assoc. my father said that if Mr. Jafar wanted to visit Bar as a minister he was not welcome but if he waned to come as a member of the Bar he was welcome. At this Mr. Jafar agereed to come as a member of Bar. A meeting was arranged accordingly. As Secretary, while welcoming Mr. Jafar, my father in his address mentioned about the statement made the other day at the airport and said "Mr. Jafar you don't have to go far to haunt, find and hang them,I am right here, infront of you,

www.pathagar.com

you can hang me" There Mr. Jafar apolozised at once. In 1964, when Mr. B. A. Siddiky was the Chief Justice of E. Pak High Court, there was serious discontempt and anger among the lawyers regarding the open insults, misbehaviour and indecent manners shown by him in open court against the lawyers. Abba launched a signature campaign against the said C. J. and he put his signature at the top of the list. Needless to say., this movement resulted in success.

In 1982, when judiciary was decentralized my father was transferred to Jessore. At that time it was customary that the local area commander would inaugurate the new court and in the following process the invitation cards were printed in the name of the local area commander who was Gen. Wahed. At this, Abba protested and said that if the General opens the court, he will not attend the function because as the senior judge of the court, it was his perrogative to inaugurate the new court. Consequently, even a after the cards were already distributed, it is on record that my father inaugurated the court (it was also on T. V. News). Consequently this Army General became enemical and this is the main reason behind my father's removal. My father always said that "Martial law should be outlawed" and he explained this notion to the countrymen in almost all his speeches made from 1983 to 1990. He was in the fore front of the struggle for restoration of democracy, Fundamental Rights and Rule of Law in the country from 1983 to '90. My script will be incomplete if I do not mention anything about his family life. In his private life, my father was the most simple and humble person who never had any demand. His family was his everying.Inspite of his various pre-occupations he played the role of family head fully. Our well being was his main concern and he was concernded with everything about us. To us he was the best father anybody could possible think of. To my sons, Shadab and Sajid he was the most loving and doting grand father. How unfortunate they are to have lost their dearest "Nana Bhai" so early.

As a relation, he was a person on whom anyone could depend at any time. Like a bird giving shelter to its nestlings' he would spread his wings of duty and sympathy to the widows and orphans. Even his staunch opponents would admit that my father would never say " No " to them even when they came to him with any problem. The door of my father's house was always open for the one in distress. He would stand by them in their darkest hour and do everything possible on his part. Elderly relations always called him the pride of the family. As a person, Abba was extremely humorous. Even when talking on a serious issue his honour had the blend of a sharp-wit. People who heard him speak on public forums reported that they were absolutely amazed at the way he commented on various complicated matters in such humorous ways. From his very young age, my father was adored by all for this quality. His distinctive sense of right and wrong was also evident from a very early age. His first school was St. Francis Xaviers Convent in Dhaka. He came back from school on the first day and asked his grandfather "Nana Bhai", why do we have to do this (he showed the cross sign) in front of a statue? No body does this in the house. Hearing this, his Nana Bhai (Late Khan Bahdur Zahirul Hoq) went

www.pathagar.com

to the chool and convinced the school authority regarding this fault. From the next day, Muslim children were not taken to the church anymore. My dearest Abba grew up as a brilliant boy and is a pride of Barisal Zilla School till today, In 1942, he became the centre of all attentions when he won the D. Silva Gold Medal for his brilliant Matric result. His interview along with his photograph was published in the first page of Indian Times. What an achievement!! It is needed to be mentioned here that he was only 14 at that time. Thus started my father's life journey towards a glorious future. In 1946, he was in active politics and a close associate of Late H. S. Suhrawardy. But due to the unwillingness of my grand father Late Khan Bahadur Abdul Latif Chowdhury) Abba had to leave politics. Dadu's view was that his son Should complete his education first and politics would only disrupt the course of education and as a very obliging son, my father respected his father's wish and carried on with his studies. In 1948 he led the Pakistan Team to the south East Asia student's conference and it was the very first time that bangla was used in an International Conference. Who can deny my father's role in Language Movement extending from 1946 to 1952? Because of his brilliant academic background and his command over English Language, he was given the hard task of preparing and writing the "Bhasa Memorandum" which was given to the then prime Minister of Pakistan, Mr. Liaquat Ali khan on behalt of the Dhaka university students. In 1955, he led the Pakistan Team to the International Youth conference held in washington D.C. His interview came out in Washington Post and another interview was Broadcasted by V. O. A. As a brilliant lawyer of E. Pak High Court, he was elected the Sec-Gen. of all Pakistan Bar Assoc. for 2 terms and later became it's Vice-President in 1969. After his elevation to the bernch as a judge from 1973 to 1982 he served this society through his exemplenary judgements. And after his illegal removal from the court. how he served this country, to what extent and in what manner is known to one and all. My late father has served this country in so many capacities that if we compare we will find that no other individual has contributed so much to the society as my father did in the sense that they excelled in one field, either in politics or in judiciary or journalism or businsses or in any other field which made them popular but with the grace of Allah, Abba was successful in all spheres of life. In 1992 Abba was elected to the International Court of Arbitration which brought both prestige and prominence for Bangladesh.

Respected readers, do you not think that Late Justice Abdur Rahman Chowdhury was the pride of this country? Please pray to Allah for this great man who has done so much for you and me and never asked for any return. We are all indebted to this great soul "a true Ashraful Makhlukat" for the services he has rendered to the society and to its people at large. We did not get any chance to return his debts because we never thought he would leave us so soon. Let us all raise our hands to Allah and pray for the eternal peace of his soul. May Allah rest our beloved Abba in "Jannatul Ferdous" (Ameen; Summah Ameen).

www.pathagar.com

ঘনিষ্ঠ দৃষ্টিতে বিচারপতি চৌধুরী এস চৌধুরী

বরিশালের উলানিয়ার জমিদার খান বাহাদুর আবদুল লতিফ চৌধুরী এবং তার স্ত্রী জাকিয়া দুরদানার অনেক মানত ও সাধনার ফল আবুল ফজল মোহাম্মদ আবদুর রহমান চৌধুরীর জন্ম ১লা ডিসেম্বর ১৯২৬ সালে। ছেলেবেলা থেকেই তিনি খুব চঞ্চল ও আমুদে স্বভাবের।

শৈশবের একটি ঘটনাঃ ১৯৩০ সালের ঘটনা। মাস কয়েকের জন্য ঢাকায় বেড়াতে এলেন। তার ছোট খালা তখন Convert এ পড়েন। বেড়াতে এসে পড়ালেখার চর্চা যেন দীর্ঘদিন বন্ধ না থাকে তাই নানার নির্দেশে খালার সংগে ক্লাস করতে গেলেন Convert এ। স্কুলে গিয়ে প্রথম দিনেই এক অদ্ভূত অভিজ্ঞতা হল তার। স্কুল থেকে ফিরে এসে তার নানা খান বাহাদুর জহিরুল হকের কাছে তার অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়ে ফেল্লেন। নানাকে বল্লেন, পড়াবার আগেই টিচাররা আমাদের সবাইকে একটা বড় ঘরে একটা বড় পুতুলের ছবির সামনে নিয়ে গান করালো। তারপরে ক্লাসে নিয়ে গিয়ে পড়ান হল। স্কুলে ছবির সামনে গান করানো হল কেন? নানা তখন ঐ খালাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন যে, তারা প্রথম থেকেই এই ভাবে ছবির সামনে গান করে কিনা। খালা খুব সহজ স্বাভাবিকভাবেই ব্যাপারটা মনে করেছেন। বাবাকে কিছুই জানান নি। কিন্তু খুব সচেতন স্বভাবের বুদ্ধিদীপ্ত ভাগ্নে প্রথম দিন গিয়েই ব্যাপারটা লক্ষ্য করে বাসায় তার অস্বাভাবিক অভিজ্ঞতা জানিয়ে দিলেন। ঐ বয়সেই তাদের জীবনের নিয়মবিরোধী আচরণ তার মনে দাগ কেটেছিল। তার পরদিনই তার নানা স্কুলে গিয়ে টিচারদের সঙ্গে আলাপ করে মুসলমান ছাত্র-ছাত্রীদের ছবির সামনে গান করা বন্ধ করার অনুরোধ জানিয়ে আসলেন। তারপর থেকে উপাসনা সঙ্গীত ক্লাসে মুসলমানরা আর যেত না। প্রথম দিন স্কুলে গিয়েই তিনি নিজের জাতীয় ও ধর্মীয় জীবনের একটা দিক রক্ষা করলেন। সেই বয়স থেকেই অসঙ্গত ও অন্যায়ের বিরুদ্ধাচরণ করা তার চরিত্রে ফুটে উঠেছে। ছোটবেলা থেকেই হৈ চৈ, গল্প করা, বেড়ানো ও আত্মীয় স্বজন নিয়ে বিরাট এক জাঁকজমকপূর্ণ পারিবারিক জীবন কাটে।

স্কুলে লেখাপড়ায় ভাল। টিচাররা স্কুলে ভাল ফলাফলের আশায় নিজেরা উদ্যোগ নিয়ে তাকে পড়াতেন। সকলের সহযোগিতায় নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করে ম্যাট্রিকে স্টার মার্কসহ এবং ইংরেজীতে সর্ব্বোচ্চ নম্বর পাওয়ায় D'silva Gold medal নিয়ে পরিবারের মুখ উজ্জ্বল করলেন। তিনি চেয়েছিলেন মানবিক বিভাগে পড়বেন। কিন্তু সকলের চাপে বিজ্ঞান বিভাগে গিয়ে মন বসাতে পারলেন না, তাই ইন্টারমিডিয়েটের পর মানরিক বিভাগে পড়তে শুরু করলেন। এবার শুরু হলো কোলকাতার জীবন। তখন কোলকাতায় চলছিল ভারত মুক্তির আন্দোলন। সাহস, ন্যায় পরায়ণতার স্বভাবদীপ্ত নবীন ছাত্রটি তখন তার লেখাপড়ার গন্ডীর মধ্যে নিজেকে বেঁধে রাখতে পারলেন না। হোস্টেলের ছাত্র নেতাদের দলে যোগ দিয়ে রাজনৈতিক নেতাদের কাছে পরিচিত হতে শুরু করলেন। শুরু হলো ছাত্র রাজনীতি। জনাব হোসেন শহীদ সোহরওয়ার্দী সাহেবের কাছেই তার রাজনৈতিক হাতেখড়ি হয়। অল্প দিনেই সোহরাওয়ার্দী সাহেবের খুব আস্থাভাজন ছাত্রনেতা হয়ে গেলেন। তার বি, এ, পরীক্ষার সময় সোহরাওয়ার্দী সাহেব তার আব্বা খান বাহাদুর আবদুল লতিফ চৌধুরী সাহেবের কাছে চিঠি দিয়ে এ বছর দেশের ও জাতীয় কাজের জন্য তাকে পরীক্ষা না দেয়ার প্রস্তাব দেন। পিতা ছেলেকে অনুমতি দেন পরীক্ষা স্থগিত রেখে সোহরাওয়ার্দী সাহেবের সাথে ইলেকশনের কাজ করতে। তাকে বরিশাল জেলার ইলেকশান কো-অর্ডিনেটারের দায়িত্ব দেয়া হলো। ইলেকশন জিতে সকলের আশা সফল করলেন। '৪৬ সাল পর্যন্ত কলকাতায় লেখাপড়া আর ছাত্র রাজনীতির মধ্যে কাটান। '৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর কলকাতা থেকে ঢাকা চলে এলেন। বৃটিশ ভারতে পাকিস্তান আন্দোলন করে সফল হয়েছেন। পূর্ব পাকিস্তানে '৪৭ সালের পর আরো একটা আন্দোলনের প্রয়োজন দেখা দিল। সেটা হলো ভাষা আন্দোলন। সেই সময়ের ছাত্রদের দাবী ছিল পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা হবে। দাবী আদায়ের বহু আন্দোলন করে ৪৮-

www.pathagar.com

এর ১১ই মার্চ ঐতিহাসিক ভাষাচুক্তির মধ্যে দিয়ে বাংলা ভাষার দাবী আদায়ের দিন নির্ধারিত হল। S. M. হলের এর নির্বাচিত V. P. এবং তার রাজনৈতিক প্রজ্ঞা এবং বিচক্ষণতা এবং ইংরেজীতে দক্ষতার কারণে সকলে তাকেই স্মারকলিপি লেখার দায়িত্ব দেয়। সেই স্মারকলিপিতে সূচিত হয় বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের ভিত্তি। উপরন্তু ছাত্রনেতা হিসাবে প্রথম আন্তর্জাতিক এশীয় যুব সম্মেলনে বাংলায় বক্তৃতা করে বাংলা ভাষার সম্মান বৃদ্ধি করেন। এটাই কোন International seminar-এ প্রথম ভাষার ব্যবহার হিসাবে স্বীকৃত হয়ে আছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লেখাপড়া শেষ হয়। সেই সংগে শেষ হয় তার ছাত্র রাজনীতির জীবন। তিনি বরিশালে আইন ব্যবসা শুরু করেন।

Law practice " কর্মজীবনে আইনজীবি হিসাবে যথেষ্ট সফল ও যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি এরপর ৬০ দশকে ঢাকা হাইকোর্টে প্র্যাকটিস শুরু করেন। তখন ছিল সামরিক শাসনের আমল। তাকে কোন ক্ষেত্রেই সরকারের সঙ্গে কোন সহযোগিতায় দেখা যায় নি। তিনি হাইকোর্টের বারের secretary হিসাবে নির্বাচন করে জয়ী হন। secretary হিসাবে তার সময়ে হাইকোর্টে ব্যাঙ্ক এর শাখা খোলার ব্যবস্থা করেন। তার সময়ে নতুন হাইকোর্ট ভবন তৈরী হয় কিন্তু তার আপত্তি ও বাধার জন্য সামরিক কর্তা ব্যক্তি ঐ নতুন ভবন উদ্বোধন করতে পারেন নি। যেহেতু তিনি রাজনীতি ছেড়ে দিয়েছিলেন তাই প্রত্যক্ষভাবে কোন সরকার বিরোধী ভূমিকা পালন করতেন না। কিন্তু পরোক্ষভাবে কোন অবস্থাতেই সামরিক ব্যবস্থা মেনে নেন নি। কোর্টের সব ব্যাপারেই সামরিক হস্তক্ষেপের বিরোধিতা করেছেন। সারা জীবন তিনি সর্বক্ষেত্রে গণতন্ত্র, ব্যক্তি স্বাধীনতা, বাক-স্বাধীনতার আদর্শে বিশ্বাসী ও কর্মতৎপর ছিলেন। জীবনের প্রতিক্ষেত্রে তিনি অন্যায় অবস্থার বিরোধিতা করেছেন। তাই তার যোগ্যতার মূল্যায়ন করার স্বদিচ্ছা কেউ দেখাতে পারে নি। তিনি যে পদেই গিয়েছেন সবই নির্বাচন এর মধ্যে দিয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের V. P. থেকে ঢাকা হাইকোর্টের সেক্রেটারী কিংবা National Shipping corporation এর Director। সবই নির্বাচনের মাধ্যমে হয়েছেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারের আমলে তিনি বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি নিয়োজিত হন। বিচারক থাকাকালিন তিনি অত্যন্ত যোগ্যতা ও সাহসী বিচারক হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন। প্রায় ১০ বছর অত্যন্ত দক্ষতার সাথে বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন। তার রক্ষীবাহিনীর বিরুদ্ধে রায় সেই সময়ের সবচেয়ে আলোড়িত ও আলোচিত রায়। বিচারক হিসাবে আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে তিনি যোগ্যতায় ও ক্ষমতা দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেন। প্রায় ১০ বছর তিনি অত্যন্ত দক্ষতা, সাহস ও সম্মানের সাথে একজন সফল বিচারক হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠ ছিলেন। ৮০-র দশকে সামরিক সরকার ক্ষমতা দখল করে। তারা তাদের প্রথম ধ্বংস করার লক্ষ্য স্থির করে বিচার বিভাগকে। সেই লক্ষ্যে তারা যোগ্য, বিবেকবান, সাহসী বিচারক হিসাবে তার ওপর শুরু করে অন্যায় আচরণ প্রক্রিয়া। তার ফলে অচিরেই তাঁকে বিচারকের দায়িত্ব থেকে অবসর দেওয়া হয়। তাঁকে দিয়ে শুরু হলো যোগ্য ব্যক্তিদের অপসারণ ও অসৎ, অযোগ্য ব্যক্তিদের পদচারণ। বিচারকের দায়িত্ব থেকে অবসর গ্রহণ করে তার জীবন যাত্রা শুরু হলো ভিন্ন প্রক্রিয়ায়। তারপর যেখানেই অন্যায় অব্যবস্থার প্রতিবাদে সভা ও আলোচনা বৈঠক হয়। সব খানেই প্রধান বক্তব্যদাতা ও প্রধান অতিথিরূপে তার মূল্যবান বক্তব্য থাকতো। তখনকার স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন প্রতিবাদে সোচ্চার দীর্ঘ ৯ বছর। কোন রাজনৈতিক দলে না থেকেও দেশ ও জাতির প্রত্যেক সংকটে সময়োপযোগী দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। অন্যায়ের বিরুদ্ধে অকুতোভয়-সোচ্চার সাহসী বক্তা ছিলেন তিনি তাই তাঁকে বলা হয় জাতির বিবেক। পবিত্র কোরানে অনেক জায়গায় আল্লাহ্ পাকের নির্দেশ আছে "অন্যায়ের প্রতিবাদ কর ও সৎ পরামর্শ দাও", মানুষের উপকার কর-তার জীবন এই আদেশ পালনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার অন্যতম সমর্থক ও প্রবক্তা ছিলেন বিচারপতি চৌধুরী। পৃথিবীর যেখানেই মানবাধিকার লঙ্ঘন হয়েছে সব জায়গাতেই তার প্রতিবাদ উচ্চারিত হয়। নিজের ভয়, লাভ ক্ষতি উপেক্ষা করে তিনি পৃথিবীর বৃহৎ শক্তির সমালোচনা করতে কোন দিন কুণ্ঠাবোধ করেন নি। তিনি একজন বিবেকবান মানবতাবাদী ছিলেন। মানবতাবিরোধী সব

www.pathagar.com

কাজের প্রতিবাদ করতেন তিনি। মুসলিম বিশ্বের একজন অকৃত্রিম হিতৈষী ছিলেন। কাশ্মীর, ফিলিস্তিনীর মুসলমানদের স্বার্থের জন্য সব সময় সোচ্চার ছিলেন। বসনীয় মুসলমানদের সহযোগিতা দানের জন্য তিনি বাংলাদেশ-বসনিয়া সলিডারিটি ফ্রন্ট গঠন করেন। দেশের সকল সঙ্কটের সময় তিনি সঠিক দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। তাঁর আদর্শ ও চিন্তাধারা প্রতিফলিত হয়েছে তার অসংখ্য বক্তৃতা ও বিবৃতিতে। যারা দেশের স্বাধীনতার অনুগত, ধর্মপালনে নিবেদিত, সমাজের ন্যায়, সত্য, শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য দায়িত্ব বোধ মনে করেন, তারা অবশ্যই বিচারপতি আবদুর রহমান চৌধুরীর আদর্শের ধারক ও বাহকরূপে দেশ ও সমাজে যুগ যুগ ধরে অবস্থান করবেন। পবিত্র কোরান পাকে আল্লাহ্ তায়ালার নির্দেশ আছে অন্যায়ের প্রতিবাদ করা, সৎ পরামর্শ দেওয়া ও মানুষকে সাহায্য দান করা। বিচারপতি আবদুর রহমান চৌধুরীর জীবনের আদর্শই ছিল আল্লাহ্ পাকের সেই নির্দেশ পালন করা।

www.pathagar.com

সালাম ওয়াসসালাম

(বিচারপতি আবদুর রহমান চৌধুরী মরহুমেষু)

আফজাল চৌধুরী

প্রাতঃ ভ্রমণ শেষে বারান্দায় পা রাখতেই শুনলাম
বিচারপতি!
আপনার তিরোধানের বিধুর সংবাদ
আপনার গমগমে কণ্ঠের তীক্ষ্ণ শব্দচয়ন কানে ভাসতে লাগলো
অনেক দিন পত্রিকার ব্যানার হেডিংগুলি পূরণ করেননি আপনি
হে বিবেক বাহন! ন্যায়দণ্ড হাতে
রোগ জর্জর দেহ নিয়ে দাঁড়াননি মঞ্চের ওপর অনেক দিন
আর আমাদের জীবনস্রোত বয়ে গিয়েছে, তালে- বেতালে, তবু
আপনি নীরব হয়েই ছিলেন, যা আপনার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ
আচরণ।

জাতির বিবেকের পেন্ডুলাম তো আপনার চিন্তার অঙ্কুশেই
লটকানো ছিলো
আপনার বাক্যস্ফূর্তিতে ঝরে পড়তো সঠিক সময়-বিন্দু
যে ন্যায়াদালতের দওলত
আর পেখম মেলেছিলো যে ইকুইটির এজলাস
আপনার মাঝে হে দানিশমান্দ, আপনার মাঝেই তাতে
দুল্যমান হয়নি কখনো স্পষ্ট রায়, হক-বাতিলের মিশ্র বাক্যে।

ভণ্ড স্বৈরাচার হুমড়ি খেয়ে লুটিয়ে পড়লো আপনার পায়ের পাতায়
তবু আপনি অনড়
বিজাতীয় দালালিপনা পালিয়ে বাঁচতে চাইলো লজ্জায়

আপনি তার শরমিন্দাগীর দিকে তাকিয়ে বললেনঃ
'ঠিক আছে ফের মানুষ হও
হে মাতৃভাষার সৈনিক পুরুষ!
বিশ্ব মানবাধিকারের উজ্জ্বল নক্ষত্ররূপে আপনার উদয়
সেই বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনে
এখন সেই নক্ষত্রের পতন প্রত্যক্ষ করলো দুনিয়া।

আজ প্রাতঃভ্রমণ শেষে আমার এই বারান্দায় বাকরুদ্ধ আমি
স্থাণুপ্রায় দণ্ডায়মান, অশ্রুসিক্ত চোখে
আপনার অস্তাচলগমন পথে তাকিয়ে বলছি- 'আলবিদা'
আমার অপরাজেয় জাতিসত্তার হে দুর্ধর্ষ মুখতার
হে আমামাহীন কাযীউল কুযযাত
সালাম ওয়াস সালাম!

www.pathagar.com

সত্যের অন্বিষ্ট যোদ্ধাকে

জহুর-উশ-শহীদ

মধ্যাহ্নে কি বিকেলে তুমি খাপমুক্ত করলে তরবারি
কেমন ঝলসে উঠলো তার তীক্ষ্ণতা
সেই প্রাচীন প্রবাদ, 'সময়ের একফোঁড় আর
অসময়ের দশফোঁড়' এর কেমন নিঃসংকোচ প্রকাশ
ঘটে গেলো মুহূর্তেই।

আসলে সত্যের মতো তেজোদীপ্ত তববারি কি
আর কোথাও আছে;
নিসর্গের ভেতরে কারা যেনো তছনছ করা
নৈরাজ্য ঢেলে দেয়, কে দেয় হানা মৃত্তিকার
সুশীতল গৃহের ভেতরে।
তুমি বললে এবং জোরের সাথেই বললে
মানুষ এবং মানুষই সত্যি।

মধ্যাহ্ন কি বিকেলে যখন কোষমুক্ত করা হলো
তরবারি,
প্রচণ্ড ঝড়ের উন্মাতাল হাওয়া গেলো বয়ে,
সবুজ মাটির নিসর্গে কেমন তন্ময়তা
প্রকৃতির হৃদয়ে তখন ন্যায়পরতা আর
সুবিচার মূর্ত হয়ে ফুটে ওঠে,
পদ্ম পুকুরে যেমন জলের উপরে
ফুটে ওঠে কমল কলি।

আসলে সত্যের তরবারির চাইতে আর
কি আছে এমন তেজোদীপ্ত অস্ত্র, যা কিনা
নিমেষেই খান খান করে দেয় সকল দস্যুতা।

তুমি নিঃশংক চিত্তে কোষমুক্ত করলে তরবারি
হে সত্যের অন্বিষ্ট যোদ্ধা।
আমাদের মাঝে তুমি বেঁচে থাকো
বেঁচে থাকো চিরদিন।

www.pathagar.com

শ্রদ্ধা

www.pathagar.com

দৈনিক
সংগ্রাম

বিচারপতি আব্দুর রহমান চৌধুরী

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী এবং জাতিদরদী বিচারপতি আব্দুর রহমান চৌধুরী আর আমাদের মাঝে নেই। গত মঙ্গলবার (১১ই জানুয়ারীস্ব৯৪) বিকেলে ঢাকার সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে তিনি ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মরহুম আব্দুর রহমান চৌধুরী দীর্ঘদিন যাবত হৃদরোগে ভুগছিলেন।

মানুষ মরণশীল বিধায় মৃত্যুর পেয়ালা তাকে পান করতেই হয়। এই অমোঘ বিধানের আহবানে সাড়া দিয়ে মরহুম চৌধুরীকে এ দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে হলেও দেশবাসী তাঁর এ বিদায়ে গভীরভাবে শোকাহত। কারণ, মরহুম বিচারপতি আব্দুর রহমান চৌধুরী ছিলেন এই বাংলাভূমির এমন এক কৃতী সন্তান-যিনি তাঁর সকল যোগ্যতা, মেধাকে এদেশ ও জাতির উন্নতি, অগ্রগতি ও কল্যাণ চিন্তায় আমরণ নিয়োজিত রেখেছিলেন। তাঁর সম্মানজনক উজ্জ্বল কর্মময় জীবন থেকে অবসর গ্রহণের পরও তিনি অবসর জীবন যাপনের সুযোগ পান নি। জাতীয় বিভিন্ন বিপর্যয়ে হতাশাগ্রস্ত জাতিকে সঠিক পথ নির্দেশনা দান এবং জাতীয় স্বার্থবিরোধী কোনো অপতৎপরতা লক্ষ্য করে তার বিরুদ্ধে শাণিত যুক্তি ও স্পষ্ট বক্তব্য নিয়ে অকুতোভয়ে তিনি এগিয়ে আসতেন। মরহুম চৌধুরী ছিলেন স্পষ্টভাষী। জাতীয় স্বার্থের প্রশ্নে তিনি কারও অসন্তুষ্টি, রক্তচক্ষু এবং ব্যক্তিস্বার্থের হানি কিছুরই পরওয়া করতেন না। যখনই তিনি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আমাদের সাহিত্য- সংস্কৃতি, ইতিহাস ঐতিহ্যের ব্যাপারে জাতীয় স্বার্থে কোনো বক্তব্য প্রদান করতেন, তখন গোটা জাতি তাঁর বক্তব্য একজন জাতীয় নেতার বক্তব্য হিসেবে গণ্য করতো। মরহুম আব্দুর রহমান চৌধুরীর ব্যক্তিত্বের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, এদেশে বর্তমানে বুদ্ধিজীবী কি রাজনৈতিক বা আইনজীবীমহল যেখানকার অনেকের বক্তব্যে দেশবাসী স্বকীয় জীবনবোধ, জীবন-চেতনা এবং ঐতিহ্য-চেতনার প্রমাণ খুব কমই পেয়ে থাকে বরং ক্ষেত্র বিশেষে কারও কারও বক্তব্য জাতিকে বিভ্রান্তও করে, সেক্ষেত্রে মরহুম চৌধুরীর প্রতিটি বক্তব্যে তারা নিজেদের মনোভাবের সার্বিক প্রতিফলনই দেখতে পেতো। একারণেই মরহুম বিচারপতি আব্দুর রহমান চৌধুরী জাতির বিবেক ও কণ্ঠস্বর বলেও খ্যাত ছিলেন।

কোনো দেশ ও জাতির যেসব ব্যক্তিত্বের তিরোধান জাতির জন্যে অপূরণীয় ক্ষতি বয়ে আনে,

www.pathagar.com

মরহুম চৌধুরী বাংলাদেশের অনুরূপ এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বই ছিলেন। বরিশালের মেহেন্দিগঞ্জ থানাধীন উলানিয়ার জমিদার পরিবারের সন্তান বিচারপতি আবদুর রহমান চৌধুরী ১৯২৬ সালে ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন। মরহুম চৌধুরী কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়াশুনার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স ডিগ্রী ও লম্ব পাস করেন। তিনি সলিমুল্লাহ মুসলিম হল ছাত্র সংসদের ভিপি ছিলেন।

যেই ভাষা আন্দোলনকে এদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের পথিকৃৎ এবং দেশবাসীর স্বকীয়তাবোধ ও অধিকার সচেতনতার প্রতীক বলে গণ্য করা হয়, মরহুম আবদুর রহমান চৌধুরী ছিলেন সেই ভাষা আন্দোলনের অন্যতম নেতা ও রূপকার। তিনি ছিলেন রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এবং তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের উজিরে আলা (মুখ্যমন্ত্রী), খাজা নাজিমুদ্দীনের সাথে সম্পাদিত ঐতিহাসিক ভাষাচুক্তি স্বাক্ষরকারী। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, যারা সেই ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনের মিথ্যা দাবীদার হয়েও এথেকে রাজনৈতিক ও অন্যান্য সুবিধা ভোগ করছে কিংবা ভাষা আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে প্রতিষ্ঠিত যেসব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পৃক্ততার গর্ব করে এখনও নানা প্রকার সুযোগ-সুবিধা হাতিয়ে নিতে ব্যস্ত, সেই মহলটি ইতিহাস বিকৃত করে ভাষা আন্দোলনের এ মহান সিপাহসালারকে এই ইতিহাস থেকে আড়াল করার চেষ্টা করেছিল। মরহুম যখন ভাষা আন্দোলনের অন্যতম অবদান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত বাংলা একাডেমীর চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন, তখন তারা তাঁর বিরোধিতায় অবতীর্ণ হয়েছিল। কিন্তু অবিকৃত জাতীয় ইতিহাস দেখতে প্রত্যাশী এদেশের মানুষ তাদের সেই বিরোধিতার প্রতি আদৌ কর্ণপাত না করে মরহুম চৌধুরীকে তার যথার্থ আসনে দেখে তার প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন ব্যক্ত করে তাকে সম্মানিত করে।

মরহুম আবদুর রহমান চৌধুরী বিপুল কৃতিত্বপূর্ণ জীবনের অধিকারী ছিলেন। ১৯৪৯ সালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ডিবেটিং টীমের সাথে বিতর্ক প্রতিযোগিতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় টিমের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। ১৯৪৮ সালে এশীয় যুব সম্মেলনে এবং পরে ১৯৫৫ সালে ওয়াশিংটনে পাকিস্তান যুব প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন। সাবেক পাকিস্তানের শীর্ষস্থানীয় আইনজীবী নিখিল পাকিস্তান বার কাউন্সিলের প্রথম বাংলাভাষী সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। তিনি হাইকোর্ট বারের ভাইস প্রেসিডেন্টও ছিলেন। ১৯৭৩ সাল থেকে ১৯৮৩ পর্যন্ত বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। শেষের দিকে মরহুম বিচারপতি আবদুর রহমান চৌধুরী বাংলা একাডেমীর চেয়ারম্যান ছাড়াও মানবাধিকার ও আইন বিষয়ক ইনষ্টিটিউটের সভাপতি এবং লিবারটি ফোরামের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি ছিলেন আন্তর্জাতিক সালিসি আদালতের বিচারক। এছাড়া মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি অসংখ্য সামাজিক, শিক্ষা-সাংস্কৃতিক এবং মানবাধিকার সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত ছিলেন।

মুসলিম উম্মাহর মধ্যে যেই মুহূর্তে ইসলামী মূল্যবোধ, স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব, গণতন্ত্র এবং জাতীয় ঐক্য-সংহতির বলিষ্ঠ প্রবক্তার প্রয়োজন সর্বাধিক, সেই মুহূর্তে এই প্রতিটি গুণে ভূষিত মরহুম বিচারপতি আব্দুর রহমান চৌধুরীর মতো অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রামী একজন মহান ব্যক্তিত্বের তিরোধান শুধু বাংলাদেশের জন্যেই নয়, এটি মুসলিম বিশ্বেরও একটি মস্তবড় ক্ষতি।

মরহুম চৌধুরীর নিঃস্বার্থ মানবসেবা, বিচারকার্যে দক্ষতা, নিষ্ঠা, ধার্মিকতা, জাতীয় সংকট মুহূর্তে নির্ভীকভাবে জাতিকে দিকনির্দেশনা দান-প্রতিটি কাজই জাতির জন্যে বিরাট কল্যাণকর ছিল। শত প্রতিকূলতার মাঝেও গণতন্ত্র, বাক স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা এবং জাতীয় ঐক্য-সংহতি ও ধর্মীয় মূল্যবোধ অক্ষুণ্ন রাখার লক্ষ্যে মরহুম চৌধুরী নির্ভীকভাবে কথা বলার যেই আদর্শ স্থাপন করে গেছেন, তাঁর এসব গুণ জাতির বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কর্ণধারদের জন্যে নিঃসন্দেহে বিরাট আদর্শ। বিচারপতি আবদুর রহমান চৌধুরীকে হারিয়ে বাংলাদেশ তার এক মহান যোগ্য দেশপ্রেমিক সন্তানকেই হারালো। আমরা এই মহান ব্যক্তিত্বের ইন্তেকালে গভীরভাবে শোকাহত। আমরা হৃদয়ের গভীর অনুভূতি দিয়ে তাঁর আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি জানাচ্ছি আন্তরিক সমবেদনা।

www.pathagar.com

দৈনিক সিলেট

বিচারপতি চৌধুরী আর নেই

সারাদেশে শোকের ছায়া

জাতীয়তাবাদী বলয়ের অভিভাবক ব্যক্তিত্ব বিচারপতি আবদুর রহমান চৌধুরী আর বেঁচে নেই। গত মঙ্গলবার বিকেলে সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে ৬৭ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়াইন্না ইলাইহে রাজেউন)। তাঁর এ মৃত্যুতে সারাদেশে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে। বিচারপতি চৌধুরীর এ মৃত্যু যদিও অনেকটা পরিণত বয়সের মৃত্যু, তবু অনেকের কাছেই এ মৃত্যু অনাকাংখিত ও আকস্মিক বেদনা এবং মর্মান্তিক শোকাবহ। কেননা, বয়সের কারণে তিনি মাঝে মাঝে অসুস্থ হয়ে পড়লেও ঐ অসুস্থতা তাকে মৃত্যুর চরমতম সত্যের প্রান্তে টেনে নিয়ে যাবে, এমন ধারণা কারও ছিল না। মাত্র একবছর আগেও তিনি ছিলেন সচল এক মহীয়ান ব্যক্তিত্ব। সভা-সমাবেশে-সেমিনারে-সাক্ষাৎকারে বিচারপতি চৌধুরী ছিলেন সোচ্চার, সাবলীল এবং কখনও কখনও মনে হয়েছে বিচারপতি চৌধুরী নিজে সচল বাংলাদেশের প্রতিকৃতি। বিচারপতি চৌধুরী তার কর্মকান্তে প্রমাণ করেছেন যে, তিনি একজন ব্যক্তিমাত্র নন, তিনি হচ্ছেন একটি ইনষ্টিটিউশন। বিশেষ করে জাতিসত্তার দিশারী হিসাবে তিনি সারাজীবন অতন্দ্র প্রহরীর মত জাতিকে দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। আর এ কারণেই বিচারপতি আবদুর রহমান চৌধুরীর মৃত্যুতে গোটা জাতি, বিশেষ করে যারা বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় অখন্ডত্ব ও সীমানায় বিশ্বাস করেন তারা গভীরভাবে মুহ্যমান, শোকাভিভূত। প্রেসিডেন্ট আবদুর রহমান বিশ্বাস তার শোকবাণীতে বলেছেন, বিচারপতি চৌধুরী

www.pathagar.com

ছিলেন একজন বিচক্ষণ বিচারক। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেছেন, জাতীয় ঐক্য গড়ে তুলতে তার ভূমিকা ছিল অনন্য। শুধু তাই নয়, জাতীয়তাবাদী শক্তির গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে তিনি সম্মিলন-সমন্বয়ের ঐক্যসূত্র হিসাবে সশ্রদ্ধ আসনে থেকে নিরলস নিঃস্বার্থ কাজ করেছেন। ফ্রীডম পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ এক শোক বিবৃতিতে বলেছেন, বিচারপতি চৌধুরীর মৃত্যুতে জাতি এক সুমহান সন্তানকে হারিয়েছে। দেশের অসংখ্য রাজনৈতিক দল, ব্যক্তিত্ব এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংস্থা বিচারপতি চৌধুরীর আকস্মিক মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন।

একজন আইনজীবী হিসেবে, একজন সমাজ সংস্কারক হিসেবে, একজন বাগ্মী হিসেবে, একজন অভিভাবক হিসেবে বিচারপতি চৌধুরী ছিলেন ক্ষুরধার ব্যক্তিত্বের প্রভায় উজ্জ্বল, আকর্ষণীয় এবং অনন্য সাধারণ। তিনটি কাল তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। বৃটিশ যুগ, পাকিস্তান যুগ এবং বাংলাদেশ যুগ। কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র থাকাকালে তিনি ১৯৪৬ সালের মুসলিম লীগের গণভোটের সংগঠক হিসেবে সক্রিয় কাজ করেছেন। পারিবারিক দিক দিয়ে দক্ষিণাঞ্চলের অন্যতম ধনাঢ্য-বনেদী-সংস্কৃতিমনা-সমাজসচেতন-উলানিয়ার জমিদার বাড়ীর সন্তান হিসেবে তিনি বেড়ে উঠলেও পারিপার্শ্বিকতাবোধ, সামাজিক দায়িত্ব এবং মানবিক অনুভূতি কখনও তার ব্যক্তিত্বের ভারিক্কিকে আচ্ছন্ন করে নি। সহজ-সরল, বুদ্ধিদীপ্ত, বাকচাতুর্যে তিনি সবাইকে সম্মোহিত করতে পারতেন। আমাদের সাংস্কৃতিক স্বকীয়তা নির্মাণ, রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার প্রতিটি ধারার সাথে বিচারপতি চৌধুরীর সংযোগ ছিল ঘনিষ্ঠতর। ভাষা আন্দোলনের প্রথম পর্বের পুরোধা ব্যক্তিত্ব আবদুর রহমান চৌধুরী যখন সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের কর্মকর্তা, তখন তারই উৎসাহে মওলানা ভাসানী ঢাকায় প্রথম মুসলিম লীগ সরকার বিরোধী রাজনৈতিক কর্মসূচী পালন করেন। অর্থাৎ বিরোধী রাজনীতি বিকাশে তদানীন্তন ছাত্রনেতা আবদুর রহমান চৌধুরীর ঐতিহাসিক ভূমিকা ছিল।

বিচারপতি হিসেবে আবদুর রহমান চৌধুরী ছিলেন তীক্ষ্ণ, দুঃসাহসী এবং আইনের শাসনের প্রতি গভীর নিষ্ঠাবান। মুজিবী দুঃশাসন এবং রক্ষীবাহিনীর দুর্যোগকালে বিচারপতি আবদুর রহমান চৌধুরীর ঐতিহাসিক রায় আজও স্মরণীয় হয়ে আছে। শেখ মুজিবের সমসাময়িক হয়েও মুজিবী চামচাদের তাড়নায় তাকে মুজিবের দহলিজে গিয়ে সাহসী বিচারকের বাণী উচ্চারণ করতে হয়েছে। বিশেষ ক্ষমতা আইন এবং রক্ষীবাহিনীর কার্যাক্রমকে বিচারপতি চৌধুরী তার সুচিন্তিত রায়ের মাধ্যমে মাধ্যমে এক প্রকার ভোঁতা করে দিয়েছিলেন। অন্যায়কে তিনি অন্যায়ের চোখেই দেখতেন। ১৯৮২ সালে এরশাদ সাহেব সামরিক শাসন জারির প্রাক্কালে বিচারপতি চৌধুরীর একটি বক্তব্যকে নিজের প্রয়োজনে সাফাই হিসেবে ব্যবহার করেন। এ কারণে তিনি বিএনপি সরকারের একটি মহল দ্বারা ভুল বোঝাবুঝির শিকার হয়েছেন। তবে এরশাদশাহীর স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে আপোষহীন লড়াকু সৈনিক বিচারপতি চৌধুরীকে শেষ পর্যন্ত এরশাদশাহীর রোষানলে পড়ে চাকুরি হারাতে হয়।

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষায়, মানবাধিকার আন্দোলনে বিচারপতি চৌধুরীর ভূমিকা ছিল পথিকৃতের। জাতীয়তাবাদী শক্তির ঐক্য নির্মাণ এবং জাতীয়তাবাদী শক্তির সঠিক ধারায় পরিচালনার জন্য তিনি সবিশেষ পরিশ্রম করেছেন। সত্যি কথা বলতে কি, বিএনপি সরকারের ভূমিকায় তিনি ছিলেন আশাহত, ক্ষুব্ধ। 'লিবার্টি ফোরামস্ব তারই বহিঃপ্রকাশ। নানা সীমাবদ্ধতায় এই ফোরাম তেমন কাজ করতে পারে নি। সরকার বাংলা একাডেমীর চেয়ারম্যান করে তাকে সান্ত্বনা পুরস্কার দিলেও ঐ ক্ষেত্রে তার কোন করণীয় ছিল না। তিনি ক্ষমতাহীন চেয়ারম্যান হয়ে দুঃখ পেয়েছেন, অক্ষমতার বেদনায় রুষ্ট হয়েছেন। অথচ বিচারপতি চৌধুরীকে আরও বৃহত্তর পরিসরে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের সুযোগ দেয়া উচিত ছিল। জাতির মহান পুরুষদের সম্মান করে কেউ নিজে অসম্মানিত হয় না।

বিচারপতি চৌধুরী ছিলেন, এখন নেই। মৃত্যুর স্বাভাবিক ধারায় তিনি আমাদের মধ্য থেকে চলে গেছেন। তিনি আর ফিরে আসবেন না। এখন তিনি আমাদের প্রশংসা ও নিন্দাবাদেরও উর্ধ্বে। তবে তার জীবনের সৎকর্মগুলো সদকায়ে জারিয়া হিসেবে তার মাগফেরাতে সহায়তা করবে। তার নামাজে জানাজায় বিপুল জনস্রোত দেখে বোঝা গেছে, তিনি শিকড়সন্ধানী মানুষের কত কাছের মানুষ ছিলেন। আল্লাহ তাকে বেহেশত নসীব করুন। তার শূন্যস্থান পূরণে সকলকে শক্তি দিন।

www.pathagar.com

BANGLADESH TIMES.

TRIBUTE TO A GREAT MAN

Mahbub Anam

A valiant fighter of the 1948-52 Language Movement is no more. The shock came at a time when the nation is preparing for February-94 proagrmmes. The news of death of Justice Abdur Rahman Chowdhury is a rude shock to the nation. Icy hands of death have struck again-so soon after fthe death of Abdul Jabbar Khan the pioneer of our film industry. Both Abdul Jabbar Khan and Justice Chowdhury were two luminaries in the firmament of our nationalist movement . Both dedicated their entire active lives to upholding the true spirit of Bangladeshi Nationalism. With the loss of two giants our indigenous culture will have no champions of their heights left to carry on with the leadership.

Justice Chowdhury was the voice of truth and fearless fighter of establishment of rights of the downtrodden. His contribution to the language movement, though downplayed by some of our left leaning intelligentia on political consideration, will be written in the annals in golden letters.

It is a stark reality that most of our intelligentia is wedded to allien literature and culture. They suffer from inferiority complex of a high magnitude and look down upon our idigenous culture and literature. Whatever is Bangladeshi must be inferior is their motto. Justice Chowdhury with a handful of dedicated followers waged a relentless war against this complex. With his powerful vocabulary he moved from one corner of the country to the other with the zeal of a missionary urging people to come out of this shameful inferiority complex.

www.pathagar.com

In the process he incurred displeasure of many and on many an occasion he was branded as a fundamentalist, reactionary even as a Razakar. The favourite terminology used liberally by a section of intellectuals for any one who does not see eye to eye with them. But he was undeterred by such unfair criticism and never lost sight of his onerous task.

I had the privilege of speaking from the same platform on many occasions. His extra ordinary power of ready wit amazed me. On most of the occasions he had to be the last speaker being either the President or the Chief Guest. But his witty remarks and excellent delivery made his speeches so attractive that the audience never thinned. They listened to him with rapt attention and respect.

The democratic government of Khaleda Zia made him the President of Bangla Academy which was a befitting tribute to a surving **Bhasa Sainik**. Some of the intelligentsia did not like the appointment again on political considerations. A genius, wherever he is and whatever his beliefs are, always a genius whether some one likes his philosopy or not. We may differ with a great man politically but his greatness remains irrespective of our agreeing with him. It is sheer meanness to condemn a great man simple because of his beliefs. Even by differing one may pay homage. Abdur Rahman Chowdhury is now above everything. Criticism or praise will not reach him anymore. But it certainly will reflect our own power of appreciation. With his demise forces in favour of Bangladeshi Nationalism will be poorer. In her condolence message the Prime Minister rightly reminded the nation the late leader's courageous and untiring role for forging unity amongst nationalist forces. He was only 67. It was no age for death of a great personality. He ought to have lived to complete his mission. But Almighty Allah decided otherwise.

His death no doubt will be mourned by millions of his countrymen for many years to come. Who will now give them guidance? Our cultural areena is orphaned by departure of two giants in quick succession. As a new nation we are still in a state of hypnotic trance and utter confusion as to our indentity. Some say we have a readymade guide and mentor in the other Bengal and others say the same about our religious heritage of fourteen hundred years. No one seems to be bothered that we have an entirely different indentity from both. That was the essence of Bangladeshi Nationalism which Justice Chowhdury understood and preached. Justice Chowdhury was also a jurist of international repute and also a champion of Human Rights. His absence will certainly create a vacuum. It will not be easy to find his subsititute as he has dwarfed others during his life time. Whether those dwarfs will ever come to age only history can tell. In the meantime we pay our homage to one of the best sons of the soil. May Allah rest his soul in peace. May Allah give his family members courage and fortitude to bear the shock.

We assure his family and millions of admirers that his mission will be carried forward come what may.

www.pathagar.com

সংবর্ধনা

www.pathagar.com

চট্টগ্রাম জিলা আইনজীবী সমিতি

Chittagong District Bar Association

AN ADDRESS OF WELCOME TO

HIS LORDSHIP MR JUSTICE ABDUR RAHMAN CHOWDHURY

Of the Supreme Court of Bangladesh.

Your Lordship,

The Chittagong District Bar Association has golden heritage accumulated through ages on this fairy hill of the grand part city-the Mighty Queen of the East. Your Lordship happens to be one of the outstanding dignitaries who have chosen to meet the members of this bar association in a get together. We do hereby extend our warm felicitations to Your Lordship.

Your Lordship.

The Judges symbolise the spirit of the administration of justice in any civilized country. For all progress made in this part of the world in respect of the instituions of law justice still remains an unrealised ideal. The conception of justice also has been undergoing changes. The notion abstruct justice being substituted by that of social justice. We believe a Judge of your standing and calibre will come forward to meet the challange of time.

www.pathagar.com

Your Lordship,

The Judges of the superior courts are the guardians of the constitution and interpretors of Law. They are to tame the forces against democracy and rule of law from a pedastal of purity. We believe your Lordship have been playing that glorious role with utmost honour, dignity and judicial courage.

Your Lordship,

We the members of black-coated calling, belong to one of the most ancient professions of the world which adapted itself to the changed circumstances in time and space. But for all the achivements of the bench and the bar unfortunately in this part of the world the cnfidence ot the public reposed in us is being gradually eroded for killing procastination in the matter of the dispensation of justice. Let us all be alive to the situation and prove that our courts can still deliver goods to the public despite all predicaments.

Your Lordship,

Lastly, we take the liberty of placing before your Lordship certains matters that call for your Lordships' benign attention:

❑ The costitution of the People's Republic of Bangladesh provides that the permanent seat of the Hon'ble Supreme Court shall be in the capital, but the sessions of the High Court Division may be held at such other place or places as the Chief Justice may with the approval of the President from time to time appoint. In keeping with the policy of the decentralisation of the administration of Justice the crying need of the time is that a Circuit Bench of the High Court Division of the Supreme Court oi Bangladesh be set up in Chittagong.

❑ The courts of Admiralty Jurisdiction and a labour appellate tribunal should be made to function in Chittagong considering the Maritime importance and industrial base of this great Port City.

❑ In view of the enormity of litigations and pending cases Chittagong needs many more judicial officers in the caders of Additional District Judges. Sub-Judges and Munsifs.

❑ Steps need to be taken for appointment District and Addi. District Judges from among the experienced Adocates practicing in the District Courts.

❑ For ensuring independence of judiciary, the services of the Metropolitan Magistrates and other Magistrates need to be placed at the disposal of and be regulated by the Supreme Court of Bangladesh, and not the Ministry of Home Affairs.

❑ Inspections should be held twice in a year of the District Courts by a High Court Judges and of the Monsif Courts by the District Judge for ensuring effective judicial admistration.

❑ For convenience of the bench and the bar the Civil Court vacation should be split up and at least a two week period of vacation be ear-marked as winter vacation covering last week of December and 1st week of January.

❑ The Chittagong Court Building can accommodate all the courts

www.pathagar.com

including the proposed Circuit Bench of the High Court if some of the executive offices not connected with judicial administration are removed from the said Court Bilding, which need to be done for proper accommodation of courts.

❑ Executive apathy towards revenue administration and judiciary has been creating mounting problems for the judges. The old conception of the difference between revenue expenditure and development expenditure should be given go by and the District Judge in each District should have a separate pool or providing transport facilities for judicial officers and a housing complex need to be set up for housing the judicial officers.

❑ Some of the age old values respecting the judicial ethics have to be preserved preventing the judical officers from becoming all too available in petty social functions to the chagrin of the litigant public. By raising the salary of judicial officers these posts must be made more attractive. They must not be retained at a station for more than 3 years for ensuring their respectable distance from the litigant public. Restrictions on Legal Practice upon Retired Supreme Court Judges also be extended in case of members of subordinate jujciary of their retirement or resignation.

❑ The release of Presidential fund for construction of the Chittagong District Bar Association Building having been delayed, we are facing overwhelming problems of price escalation in the matter of the construction of the said building. Effective measures should be taken for lifting us out of the said morass.

❑ The litigant public are not only suffering from the delay in the disposal of cases. but also they have been seething under the torture meted out by the offecials of Sheristas who seem to have been under no government whatsoever.

❑ Of late the Government have indulging in vesting the village court and Gram Sarkers with judical powers. The judicial functions are supposed to be performed by persons having no training and education for such work. These will entail multiplicity of proceedings and harassment of the innocent public. Anything and everything in the name of dcentralisation of administration of justice should not be allowed to be done merely for political considerations.

In fine, we wish your Lordship a long and happy life in the service of the nation.

Yours Admiringly

THE MEMBERS OF
THE CHITTAGONG DISTRICT BAR ASSOCIATION.

Dated, Chittagong.
The 31st December, 1980

www.pathagar.com

সাক্ষাৎকার

www.pathagar.com

৭৪ সালে রক্ষীবাহিনীর বিরুদ্ধে রায় প্রসঙ্গে

চাকরির শেষ দিনগুলোর স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তিনি বলেন, জেনারেল এরশাদ ৮২-র ২৪ মার্চ দেশে সামরিক শাসন জারির আগের একটি ঘটনার কথা আমার মনে পড়েছে। স্ব৮২-র ১৫ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে আমি প্রধান অতিথি হই। আমার ভাষণে সেই সময়ে দেশের পরিস্থিতির একটি চিত্র তুলে ধরি। ২৪ মার্চ জেনারেল এরশাদ তার ভাষণে আমার কিছু কথাকে উদ্ধৃত করেন। তিনি আমাকে বিভিন্ন ধরনের প্রলোভন দেখিয়ে তাকে সমর্থন করার কথা বলেন। আমি রাজি হইনি। এভাবে এরশাদের সঙ্গে আমার বিরোধ বেড়ে যায়। জুন মাসে এক সামরিক অধ্যাদেশের মাধ্যমে তিনি কয়েকটি জেলায় হাইকোর্ট বেঞ্চ গঠনের নির্দেশ দেন। এর বিরুদ্ধে আমি লিখিতভাবে জেনারেল এরশাদের কাছে প্রতিবাদ জানাই। জেনারেলের সঙ্গে আমার বিরোধের মাত্রা বেড়ে যায়। যশোরে হাইকোর্ট ওপেন করার জন্য আমি যশোর যাই, যশোর সেনানিবাসের জিওসি মেঃ জেনারেল ওয়াহিদ অনুষ্ঠানের সভাপতি হচ্ছেন জেনে ক্ষুব্ধ হই। বললাম একজন জেনারেলের উপস্থিতিতে যদি কোর্ট ওপেন করা হয় তবে সেই অনুষ্ঠান অবশ্যই আমি বর্জন করবো। আমার প্রতিবাদের প্রেক্ষিতে শেষ পর্যন্ত জেনারেল ওয়াহিদকে সভাপতির নাম থেকে বাদ দেয়া হয়। সিদ্ধান্ত হলো, মিঃ জেনারেল ওয়াহিদ কোর্ট এলাকায় যাবেন না। এরশাদের সঙ্গে আমার বিরোধ আরো চরমে পৌঁছে। এবং সিনিয়র হিসেবে আমাকে রেখে অন্য একজনকে তিনি সুপ্রীম কোর্ট আপীল বিভাগের জজ নিযুক্ত করেন। দ্রুতই আমি এক বছরের জন্য ছুটিতে চলে যাই। এক বছর ছুটিতে থাকাকালীন জেনারেল এরশাদ সামরিক অধ্যাদেশের মাধ্যমে আমাকে অবসর দেন। সামরিক অধ্যাদেশের মাধ্যমে প্রধান বিচারপতি কামালউদ্দিন হোসেন, বিচারপতি কে এম সোবহান এবং বিচারপতি সৈয়দ মুহম্মদ হোসেনকেও বাধ্যতামূলক অবসর দেয়া হয়। আমার কাছে অবাক মনে হলো যে, আমাদের ওপর অন্যায় আচরণের পর কোন সহকর্মী প্রতিবাদ করলেন না। আমাদের চাকরির মেয়াদ এখনো আছে। এজন্য আমার কোন হতাশা নেই। আমি অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে পেরেছি এটিই হলো আমার কাছে বড় কথা।

www.pathagar.com

১৯৭৪ সালে রক্ষীবাহিনীর বিরুদ্ধে একটি রায় ঘোষণা করি। এই মামলার রায়ে রক্ষীবাহিনীকে লম্ব লে বাহিনী হিসেবে আখ্যা দেই। ১৯৭৩ সালের ঘটনা। রক্ষীবাহিনী ৫টি মেয়েকে মাদারীপুরের কোন এক এলাকা থেকে ধরে আনে। দুম্ব সপ্তাহর ওপরে মেয়েগুলোকে ক্যাম্পে আটক রেখে নির্যাতন করা হয়। প্রায় ২০ দিন পরে মেয়েগুলোকে সর্বহারা পার্টির সদস্যা হিসেবে পুলিশের কাছে তুলে দেয়া হয়। মেয়েগুলোর বয়স ১৮ থেকে ২২ বছরের ভেতর ছিল।

মেয়েদের পক্ষ থেকে বাংলাদেশ সরকারের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়। এটির বিচারের দায়িত্ব শেষ পর্যন্ত আমাকে দেয়া হয়। কোর্টে আমি মেয়েগুলোকে উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ দেই। তাদের মুখ থেকেই আমি রক্ষীবাহিনীর নির্যাতনের বর্ণনা শুনি। নির্যাতনের বর্ণনায় আমি আঁতকে উঠি। বিচারকের ওপরেও আমি একজন মানুষ। এ কারণেই আমার সমস্ত অনুভূতি জেগে ওঠে। বর্ণনার সময় আমার মনে হয়েছিল একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানী এবং তার সহযোগীরা এভাবেই অসহায় বাঙালী মেয়েদের ওপর নির্যাতন করেছিল। মেয়েগুলোর বক্তব্যকে অবিশ্বাস করার মতো কারণ পেলাম না। ওই সময় এটর্নী জেনারেল ছিলেন ফকির সাহাবুদ্দীন। তার সামনেই আমি মেয়েগুলোর জবানবন্দী গ্রহণ করি। আদালতের রায়ে মেয়েগুলোর আটকাদেশকে আমি অবৈধ ঘোষণা করি। এবং রক্ষীবাহিনীকে দেশের আইনহীন বাহিনী বলে ঘোষণা দেই। আইন অনুসারে দেশের প্রতিটি বাহিনীরই একটি নিজস্ব রুলস ফোরাম থাকে। যার অধীনে সেই বাহিনীটিকে পরিচালনা করা হয়। কিন্তু রক্ষীবাহিনীর কোন নিয়ম-নীতি ছিল না। কিংবা কোন মন্ত্রণালয়ের অধীনেও এরা ছিল না। এ কারণেই রক্ষীবাহিনীকে আমি লম্ব লেস বাহিনী বলেছিলাম। মামলার রায় ঘোষণার পর টেলিফোনে আমি অনেক হুমকি পেয়েছি। কিন্তু কোন হুমকিই আমার নৈতিক শক্তিকে কমাতে পারেনি।

১৯৭৮ সালে আমি একটি মামলার রায় দেই। বাংলাদেশ সরকারের বিরুদ্ধে আমার এই রায় দেশে বিদেশে ব্যাপক সাড়া তুলেছিল। অসংখ্য বিদেশী লম্ব জার্নালে এই রায়টি প্রকাশিত হয়। এবং ভারতের অনেক কোর্ট পরবর্তী সময়ে আমার এই রায়টিকে ফলো করে। সত্তর দশকের মাঝামাঝি সময়ে প্রফেসর নূরুল ইসলাম এবং বাংলাদেশ সরকারের ভেতর মামলাটি অনুষ্ঠিত হয়। মামলার বিষয় থেকে জানা যায়, সরকার পক্ষ পিজির পরিচালকের পদ থেকে প্রফেসর নুরুল ইসলামকে অপসারণ করে। কিন্তু এই অপসারণের সঙ্গে সাংবিধানিক অনেক প্রশ্ন জড়িত ছিল। আদালতে মামলাটির শুনানী দীর্ঘ দিন ধরে চলতে থাকে। সাংবিধানিক কিছু বিষয়ের প্রেক্ষিতে আমি সরকারের বিপক্ষে রায় দেই এবং প্রফেসর নুরুল ইসলামকে তার পদে পুনরায় নিয়োগ করার নির্দেশ প্রদান করি। সংবিধানে মানুষের মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত বিষয়গুলোকে গভীরভাবে ব্যাখ্যা করি বলেই এটির রায় আমার কাছে স্মরণীয়।

মানুষ কখনো মানুষের বিচার করতে পারে না। বিচারক একজন মানুষের অপরাধের বিচার করতে পারেন। এক্ষেত্রে বিচারক সাক্ষ্য প্রমাণের ওপর নির্ভর করে বিচারকাজ সমাধান করেন। সাক্ষ্য প্রমাণ সব সময়ই যে বস্তুনিষ্ঠ এমন দাবি করা উচিত নয়। বিচারক জীবনে এ কারণেই আমি কোন আসামীকে ফাঁসির আদেশ দিতে পারিনি। বিচারক জীবনে অনেক ফাঁসির মামলা আমার কাছে এসেছে। কিন্তু কাউকে কোনদিন আমি ফাঁসি দিতে পারি নি। দুম্বটো ঘটনা আমাকে এ ব্যাপারে প্রচণ্ড প্রভাবিত করে। প্রথমতঃ বরিশাল শহরের কাছাকাছি কাশিপুর নামক একটি গ্রাম আছে। সেখানে রেডিমেড সাক্ষ্য পাওয়া যেতো। ১০ টাকা দিলেই তারা যেকোন মামলার সাক্ষী হিসেবে আদালতে উপস্থিত হতো। ১০ টাকায় কাশিপুরের সাক্ষী আমার বিচারক জীবনে বিশেষ প্রভাব ফেলেছিল। দ্বিতীয়তঃ বৃটেনের একটি ঘটনা দ্বারা আমি সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হই। যে ঘটনার প্রেক্ষিতে বিচারে আমি আসামীকে ফাঁসি দেয়ার কথা কখনোই ভাবতে পারি নি।

বৃটেনের একটি ঘটনা। খুনের মামলায় একজন লোককে আদালতে ফাঁসির আদেশ দেয়া হয়। সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে রায়ে বলা হলো, আসামী হত্যাকারী। আসামী খুন করে ওই ব্যক্তিকে গভীর সমুদ্রে ফেলে দেয়। এই অভিযোগ এনে লোকটিকে ফাঁসিতে ঝুলানো হয়। দীর্ঘ পনের বছর পর দেখা গেল হত্যার ঘটনাটি সত্য নয়। যাকে হত্যা করা হয়েছে বলা হয়েছিল ১৫ বছর পর সেই

www.pathagar.com

ব্যক্তি বৃটেনে ফিরে আসে। এবং সারা ইংল্যান্ডে ব্যাপক হৈ চৈ পড়ে যায়। একজন নিরপরাধ ব্যক্তিকে সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে ফাঁসি দেয়ায় বৃটিশ সরকার পরে দেশ থেকে ফাঁসি তুলে দেয়। বিচারক জীবনে ইংল্যান্ডের এই ঘটনা সব সময়ই আমার ভেতর ভেসে উঠতো।

আমার বিচারক জীবনের একটি ঘটনার কথা মনে পড়ছে। একজন লোক তার স্ত্রীকে নির্মমভাবে হত্যা করে। লোকটিকে কারাগারে পাঠানোর পর সে পাগলামীর ভান শুরু করে। আইনে আছে যতদিন সে স্বাভাবিক না হবে তার বিচারকার্য ততদিন বন্ধ থাকবে। আসলে পাগল কিনা তা যাচাইয়ের জন্য লোকটিকে ডাক্তারী পরীক্ষার জন্য পাঠানো হলো। সিভিল সার্জনের রিপোর্ট অনুযায়ী দেখা গেল লোকটি পাগল নয়। কঠোর বিচারকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্য সে পাগলামীর ভান করেছে। স্ত্রী হত্যার অভিযোগে লোকটিকে জর্জ ফাঁসির আদেশ দেন। এরপর মামলাটি হাইকোর্টে আসে। বিচারের দায়িত্ব আমার ওপর অর্পিত হয়। মামলাটি আমার কাছে ব্যতিক্রমী মনে হলো। কারণ লোকটি মানসিক রোগের শিকার। এক্ষেত্রে আমি কি ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবো সে ব্যাপারে চিন্তা করলাম। একজন মানুষের দুস্বধরনের ইনসেনিটি হতে পারে। আমিই প্রথম মেডিকেল এবং লিগেল ইনসেনিটি দুস্ব ধরনের বিষয়ের কথা বলি। এর ওপর আমি একটি থিসিসও পরে লিখি। এই দুস্বয়ের ভেতর একটি পার্থক্য আছে। থিসিসে সে বিষয়ের ওপর দীর্ঘ আলোচনা করেছিলাম। সবকিছু বিবেচনা করে মামলার রায় দেয়ার জন্য আমি প্রস্তুত হই। লোকটির দণ্ড কমিয়ে আমি তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের রায় দেই। এ মামলাটিও দেশ-বিদেশে ব্যাপক সাড়া জাগায়। উপমহাদেশের বেশ কস্বটি দেশের আদালত আমার এই মামলার রায় পরবর্তী সময়ে অনুসরণ করা শুরু করে।

বিচারে আমি মানবিক বিষয়গুলোকে বেশি বিবেচনা করি-এটি অনেকেই জানতেন। তাদের ধারণা ছিল একজন মানুষের সীমাবদ্ধতা এবং ত্রুটির স্বাভাবিক প্রবণতাকে আমি স্বীকার করি। আমার প্রতি মানুষের এই বিশ্বাসের একটি সত্য কাহিনীর কথা আমার স্মৃতিতে চিরদিন ভাস্বর হয়ে থাকবে। আমি তখন বিচারপতি। জেলখানা থেকে একদিন একটি চিঠি পাই। কস্বজন ফাঁসির আসামী আমাকে চিঠি লেখে- "স্যার, আপনি ফৌজদারী আদালত থেকে দেওয়ানীতে চলে যাচ্ছেন জানতে পেরে আমরা হতাশ হয়ে পড়েছি। নিবেদন- বদলী হওয়ার আগে আমাদের বিচারটি আপনি করে যাবেন। আপনার বিচারে যদি আমাদের ফাঁসির আদেশও হয় তাহলে হাসিমুখে সেই আদেশ মেনে নেবো। ফাঁসির মঞ্চে যেতে আমরা কোন আপত্তি করবো না।ঃ আমার বিচারক জীবনের এটি ছিল সবচেয়ে বড় পাওয়া। আসামী পক্ষের উকিল ছিলেন সেরাজুল হক। তাকে আমি এই চিঠি সম্পর্কে বিস্তারিত জানাই। কিন্তু মামলাটি আমি শুনে আসতে পারি নি। চিঠি পাওয়ার কস্বদিন পরই আমি দেওয়ানী আদালতে ট্রান্সফার হয়ে আসি। যতদিন আমি জীবিত থাকবো এই চিঠির স্মৃতি আমি কখনোই ভুলবো না।

(সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ১৯ এপ্রিল, ১৯৯১)

www.pathagar.com

আইনের শাসনই হচ্ছে গণতন্ত্রের একমাত্র রক্ষাকবচ

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে হলে আমাদের প্রথম কর্তব্য দেশে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠা। যার অপরিহার্য পূর্বশর্ত হচ্ছে পরমত সহিষ্ণুতা ও সহনশীলতা-যার অভাব আমরা প্রতিদিন পদে পদে অনুভব করছি।

গণতন্ত্রের মূলভিত্তি হচ্ছে বহুদল ও মতের সহঅবস্থান। দল ও মতের অভাব আমাদের দেশে নেই। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও এটা সত্য যে, আমরা একে অপরের মতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল নই। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে সহনশীলও নই। যার ফলশ্রুতিতে দেশে আজ মূল্যবোধের বদলে সন্ত্রাসই প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করতে যাচ্ছে। এ সম্পর্কে আমি বিশ্ববিখ্যাত ফরাসী মনীষী ভলটেয়ারের একটি অবিস্মরণীয় উক্তির উদ্ধৃতি দিতে চাই। তিনি বলেছিলেন, I disagree with you. but I shall sacrifice my life to uphold your rihgt to disagree with me" এটা হচ্ছে গণতন্ত্রের মূলমন্ত্র। অথচ দেশে আজ আমরা উদ্বেগের সাথে এ বৈপরিত্যই লক্ষ্য করছি। দেশে আজ অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে আমরা একটি গণতান্ত্রিক সরকার লাভ করেছি। এই সরকারের বয়স মাত্র কয়েক মাস। তা ছাড়া নয় বছরের স্বৈরাচারী শাসনের ফলশ্রুতিতে দেশ আজ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে একটি ধ্বংসস্তুপে দাঁড়িয়ে আছে। কাজেই রাতারাতি কোন ফল পাওয়া আশা করা অবাস্তব। কিন্তু তাই বলে কোনো কোনো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে এ সরকারও সঠিক দিক নির্দেশনা ও সিদ্ধান্ত দিতে পারেনি। ফলে জনগণের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে কিছুটা হতাশা ও নৈরাজ্যের সৃষ্টি হয়েছে। তবে এ কথাও সত্য যে, সরকারের জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সমাধানে আন্তরিক বা সদিচ্ছার কোনো অভাব নেই। স্বৈরাচারী সরকার ও গণতান্ত্রিক সরকারের মধ্যে একটা পার্থক্য হলো যে, এই গণতান্ত্রিক সরকার জবাবদিহিমূলক সরকার। প্রসঙ্গতঃ এটা বলা যায় যে, শিক্ষাঙ্গনে যে সন্ত্রাস আজ বিরাজমান-এই ভয়াবহ সমস্যা ক্রমে প্রকট থেকে প্রকটতর হচ্ছে, অথচ সরকারের সন্ত্রাস নির্মূল করার প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকার বার বার ঘোষিত হওয়া সত্ত্বেও আজো এই সন্ত্রাস নিরাময় হওয়া দূরে থাকুক, উপশম পর্যন্ত হয়নি। এ ব্যাপারে সরকারকে জাতীয় স্বার্থে দল ও মতের উর্ধ্বে উঠে কঠোর ব্যবস্থা অবিলম্বে নিতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে সামগ্রিক আইন-শৃঙখলা পরিস্থিতি দেশের মানুষকে শঙ্কিত করে তুলেছে। তার সঙ্গে বর্তমানে যোগ হয়েছে চাঁদাবাজ নামে আর একদল সন্ত্রাসী। এগুলো আমাদের সমাজ ও রাজনৈতিক জীবনে একটি মহামারী রূপে ক্রমশঃ আত্মপ্রকাশ করছে। এগুলো নির্মূল করে জনজীবনে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে না পারলে

www.pathagar.com

কোনোদিনই গণতন্ত্র অর্থবহ হতে পারে না। গণতন্ত্রের অর্থ যার যা খুশী করার অধিকার নয়। আইনের শাসন হচ্ছে গণতন্ত্রের একমাত্র রক্ষাকবচ। তেমনিভাবে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ছাড়া আইনের শাসন একটি প্রহসনে পরিণত হতে বাধ্য। সরকার প্রশাসনিক ক্ষেত্রে অনেক রদ-বদল করে প্রশাসনকে ঢেলে সাজাবার ব্যবস্থা করছেন বলে পত্র-পত্রিকা মারফতে জানতে পেরেছি। কিন্তু বিগত ৯ বছরের স্বৈরশাসনের ফলে শুধু প্রশাসনিক ক্ষেত্রে নয়, বিচার বিভাগেও অনেক অনিয়ম বিশৃঙখলা পুঞ্জিভূত হয়ে আছে। এ সব অনিয়ম ও বিশৃঙখলা দূর করে বিচার বিভাগকে ঢেলে সাজানো আশু প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। এজন্য প্রবীণ, সাবেক ও বর্তমান বিচারপতিদের সমন্বয়ে একটি 'ল কমিশনস্ব গঠন করা আশু প্রয়োজন বলে মনে করি। তাছাড়া আমাদের দেশের বেশিরভাগ আইন বৃটিশ আমলের। এ ছাড়াও পাকিস্তান আমল হতে এ পর্যন্ত বোধ হয় কয়েক হাজার আইন প্রণীত ও সংশোধিত হয়েছে। এর মধ্যে কিছু কিছু আইন আছে, যেগুলোর প্রয়োজনীয়তাও ফুরিয়ে গেছে। কাজেই সমস্ত আইন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এগুলোকে সময়োপযোগী ও প্রয়োজনীয় সংশোধনের জন্য প্রবীণ বিচারপতি ও আইনজীবীদের সমন্বয়ে আর একটি 'ল কমিশনস্ব গঠিত হওয়া আশু প্রয়োজন বলে আমি মনে করি।

যদিও গণতান্ত্রিক চর্চার সঙ্গে আমরা নতুনভাবে পরিচয় লাভ করিনি, তবুও এরশাদশাহীর পতনের পর এবারের গণতন্ত্রের স্বাদ একটু ভিন্নতর। এবং সে কারণে জাতির আশা ও প্রত্যাশা এ সরকারের কাছে অনেক। দেশের নাজুক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি জনজীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছে। অবশ্য এটা অনস্বীকার্য যে, বিগত ৯ বছরে এরশাদশাহীর দুর্নীতি, অপচয় ও শাহী বিলাসিতার ফলশ্রুতিতে আজকের অর্থনীতির এই নাজুক অবস্থা। কাজেই অর্থনীতির ক্ষেত্রে কঠোর ও বাস্তব পদক্ষেপ অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। অর্থাৎ প্রয়োজন জাতীয় ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে সর্বপ্রকার কৃচ্ছতা সাধন, অপচয় রোধ ও মাথাভারি প্রশাসনকে ঢেলে সাজানো, চোরাচালান নির্মূল করা, অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার জন্য বাস্তব দিক নির্দেশনা ও তার বাস্তবায়ন, এগুলো অন্যতম। এক কথায় রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে পারলে গণতন্ত্র সত্যিকার অর্থে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করতে পারবে। একটি গণতান্ত্রিক দেশে সরকারী দলের সঙ্গে বিরোধীদলের অবস্থান ও উপস্থিতি অপরিহার্য। বিরোধী দলের ভূমিকা গণতান্ত্রিক দেশে বিশেষ করে আমাদের মতো দেশে গণতন্ত্রে উত্তরণের প্রাথমিক পর্যায়ে কিছু ইতিবাচক হওয়া বাঞ্ছনীয়। জাতীয় সমস্যাকে মূল্যায়ন করে সরকার এবং বিরোধী দল উভয়কে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে জাতীয় ঐকমত্যে আসা অত্যন্ত প্রয়োজন। কিন্তু বাস্তবে আমরা এর বৈপরীত্যই লক্ষ্য করছি। জনগণের যেটা আশু প্রয়োজন-যেমন ভাত, কাপড় ও বাসস্থানের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। এক কথায় মানুষ হিসাবে বাঁচার জন্য যা যা দরকার তাকে আজ সর্বাধিক প্রাধান্য দিতে হবে। কিন্তু বিরোধী দলগুলো যে সব ইস্যু নিয়ে মাঠে নেমেছেন বা নামবার হুমকি দিচ্ছেন, সেগুলো যে কোনো সমস্যা নয় তা বলবো না, তবে এ সকল সমস্যার সমাধান জাতীয় সমস্যার অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে দ্বিতীয় স্থান পাওয়ার যোগ্য। পার্বত্য চট্টগ্রামে উপজাতীয় সমস্যা, ফারাক্কা, তিন বিঘা ও তালপট্টিসহ অনেক সমস্যা জর্জরিত আমাদের সার্বভৌমত্ব আজ হুমকির সম্মুখীন। তাছাড়া আমাদের সমুদ্রসীমাও আজ বিদেশীদের অবৈধ দখলে। সেখানে অবাধে বিদেশী ট্রলার আমাদের অমূল্য মৎস্য সম্পদ লুণ্ঠন করে নিয়ে যাচ্ছে। সর্বোপরি রয়েছে আমাদের মানুষ হিসাবে বেঁচে থাকার সমস্যা। এই সমস্যাগুলোর ব্যাপারে সরকার ও বিরোধী দলের সমঝোতার ভিত্তিতে জাতীয় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত না হলে তা দেশের জন্য বিপর্যয় ডেকে আনবে এবং আমাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হতে পারে। শুধু মাত্র ঐকমত্যের ভিত্তিতে সরকার পদ্ধতি পরিবর্তন যে দেশে দুধের নহর বইয়ে দেবে না-এ সাবধান বাণী আমি ৬ মাস আগে উচ্চারণ করেছি। আজ সেই কথাগুলো প্রমাণিত সত্য। তাই আজ দলমত নির্বিশেষে সরকার ও বিরোধী দলের নিকট আমাদের সনির্বন্ধ আবেদন যে, অগ্রাধিকার ভিত্তিতে জাতীয় সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে সেগুলো সমাধানের জন্য জাতীয় ঐকমত্য গঠনে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে আন্তরিকভাবে এগিয়ে আসুন-এটাই আমাদের আশা ও প্রত্যাশা।

সাপ্তাহিক পূর্ণিমা, নভেম্বর ১৯৯১

www.pathagar.com

ভাষা আন্দোলনের ঐতিহাসিক পটভূমি বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে যাচ্ছে

❑ প্রশ্নঃ একুশের চেতনা বলতে আপনি কি বুঝেন? একুশের চেতনা কতটুকু বাস্তবায়িত হয়েছে বলে আপনি মনে করেন?

❑❑ উত্তরঃ একুশে তথা ভাষা আন্দোলনের চেতনা বলতে আমি নিজেদের মৌলিক অধিকার, ন্যায় বিচার এবং আমাদের স্বকীয় মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করাকেই বুঝি। সেদিক থেকে বিচার করতে গেলে রাজনৈতিক অর্থে এখন আমরা একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম জাতি। পৃথিবীর অন্য যে কোন দেশের মত আমাদের সংবিধানেও মৌলিক অধিকার লিপিবদ্ধ আছে। বাস্তব ক্ষেত্রে তার প্রয়োগ কতদূর হচ্ছে সে সম্পর্কে দ্বিমতের অবকাশ আছে। যদিও আমি মনে করি, একটি শিশু গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে মৌলিক অধিকার বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আমাদের অগ্রগতি চমকপ্রদ না হলেও একেবারে হতাশাব্যঞ্জক নয়।

❑ প্রশ্নঃ বাংলা ভাষায় বা আমাদের সংস্কৃতিতে প্রতিবেশী দেশের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এটা কিভাবে রোধ করা সম্ভব?

❑❑ উত্তরঃ এক কথায় বলতে গেলে আমার ব্যক্তিগত মতে এর মূল কারণ হচ্ছে আমাদের হীনমন্যতা। আমাদের হীনমন্যতার কারণেই অপসংস্কৃতি আজ আগ্রাসনের রূপ নিয়ে বিরাট হুমকি হয়ে দেখা দিয়েছে। এই অপসংস্কৃতি যদি রোধ করা না যায়, তা হলে আমাদের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব হুমকির সম্মুখীন হতে পারে। এমন অশনি সংকেতও আমরা দেখছি। অপসংস্কৃতির আগ্রাসনকে আমি বিভিন্ন সময় জনসমক্ষে পৃথিবীর সবচেয়ে ভয়াবহ রোগ এইডসের সাথে তুলনা করেছি। এইডস কাউকে আক্রমণ করলে ভিতর থেকে সে যেমন নিঃশেষ হয়ে যায়, ঠিক তেমনি অপসংস্কৃতি আমাদেরকে নিঃশেষ করে দিচ্ছে। যার ফলে আমরা নিজেদের সংস্কৃতি ছেড়ে আমরা এখন মঙ্গল প্রদীপ জ্বালাই, মঙ্গল ঘন্টা বাজিয়ে অনুষ্ঠান শুরু করি। এগুলো কখনোই আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতি হতে পারে না। তাছাড়া যে হারে অবৈধ বই-ম্যাগাজিন, বিশেষ করে অশ্লীল পুস্তকগুলো প্রতিবেশী দেশ থেকে আসছে তাতে এ অপসংস্কৃতির প্রচার এবং প্রসার দুষ্টটোই একটা ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে।

❑ প্রশ্নঃ সরকার সম্প্রতি সংসদে সন্ত্রাস বিরোধী আইন পাশ করেছেন। এ আইনের সাংবিধানিক বৈধতা সম্পর্কে কিছু বলুন। দেশের প্রচলিত আইনে সন্ত্রাস বন্ধ করা কি সম্ভব ছিল না?

❑❑ উত্তরঃ সাংবিধানিকভাবে যদি এটা বৈধ না হয় তাহলে বিরোধীরা এখনো কেন এ আইনকে চ্যালেঞ্জ করছেনা? তারা নিশ্চয়ই পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখেছে এবং এটাকে সাংবিধানিকভাবে বৈধ মনে করেই বোধ হয় তারা কোর্টে যাননি। দেশের কোন আইনই ভাল বা মন্দ নয়। জনগণের এবং দেশের কল্যাণের জন্যই আইন প্রণয়ন করা হয়। কিন্তু এর সফলতা নির্ভর করে প্রয়োগবিধি ও প্রয়োগকর্তার উপর। দেশে প্রচলিত যে আইন আছে প্রয়োগকর্তারা যদি তা সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে প্রয়োগ করেন এবং আইনকে তার নিজস্ব গতিতে চলতে দেন তাহলে প্রচলিত আইন দ্বারাও সন্ত্রাস বন্ধ করা সম্ভব।

❑ প্রশ্নঃ সন্ত্রাস দমন আইন জারী করা সত্ত্বেও শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস কমছে না কেন?

www.pathagar.com

❑❑ উত্তরঃ আমি এটা বিশ্বাস করি, আমাদের সন্তান-সন্ততি, ছাত্র-ছাত্রীদের মুক্তবুদ্ধি চর্চার সুযোগ দেয়া দরকার। তাদেরকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হচ্ছে। তারা রাজনৈতিক দলের লেজুড়বৃত্তি করতে গিয়ে সন্ত্রাসে জড়িয়ে পড়ছে। ছাত্রদের আন্দোলনের কর্মসূচীতে শিক্ষার উন্নয়ন, সেসন জট নিরসন প্রভৃতি বিষয় তেমন স্থান পায় না, যতটা স্থান পায় রাজনৈতিক প্রস্তাব ও কর্মসূচী।

❑ প্রশ্নঃ ১৯৮২ সালে আপনি এক অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেছিলেন 'আমাদের দেশে ভাল লোকগুলি বড় অসহায়ন্ব বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষাপটে সেই মন্তব্যের পুনঃমূল্যায়ন করুন।

❑❑ উত্তরঃ যতদূর মনে পড়ে সেদিন আমি বলেছিলাম, সমাজে ভাল লোকের স্থান নেই, ভাল এবং সৎ লোকের কোন মূল্যায়ন হয় না বরং সমাজে যার যত ক্ষতি করার ক্ষমতা বেশী, তারই প্রতিপত্তি এবং প্রতিষ্ঠা এখন বেশী। এটাই আমাদের দুর্ভাগ্য। সেইন্ব ৮২ সালে যে কথাটি আমি বলেছিলাম আজকের প্রেক্ষাপটে আমার মনে সেই কথাটিই-এক হাজার গুণ বেশী সত্যভাবে প্রকট হয়ে আমাদের সামনে দেখা দিয়েছে।

❑ প্রশ্নঃ ভারতের সাথে বিদ্যমান দ্বি-পাক্ষিক সমস্যা কিভাবে সমাধান করা সম্ভব বলে আপনি মনে করেন?

❑❑ উত্তরঃ আমরা ধরতে গেলে তিন দিক দিয়েই এই বৃহৎ রাষ্ট্রটি দ্বারা পরিবেষ্টিত। ভৌগলিক ও অন্যান্য কারণেই সম্পর্ক বজায় রাখা প্রয়োজন। আমাদের আন্তরিকতা এবং সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আমরা ও ব্যাপারে খুব বেশী অগ্রসর হতে পারিনি। এর মূল কারণ হচ্ছে, আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রের বড় ভাই বা বড়দাসুলভ মনোভাব। ভারতের আঞ্চলিক পরাশক্তি হবার যে উচ্চাভিলাষ সেটারই শিকার এই উপমহাদেশের দেশগুলো। ওরা সিকিম গ্রাস করেছে, ভুটানকে কুক্ষিগত করেছে, নেপালকেও তারা আয়ত্ত্বে এনেছে। একমাত্র বাংলাদেশ ও পাকিস্তানকেই এখনো পর্যন্ত আয়ত্ত্বে আনতে পারেনি। কিছুটা হলেও স্বাধীন সার্বভৌম জাতি হিসেবে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য আমরা প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। ভারতীয় জনগণের বিরুদ্ধে আমাদের কোন বিদ্বেষ বা অবন্ধু সূলভ মনোভাব নেই। ভারতে যে সরকারই আসুক না কেন, তাদের মাঝেই বাংলাদেশকে একটি করদ রাজ্য মনে করার একটা প্রবণতা আমরা আগাগোড়া লক্ষ্য করে আসছি। আজকে যদি ভারত সদিচ্ছার পরিচয় দেয়, তাহলে দুন্বদেশের মাঝে বিদ্যমান সমস্যা সমাধান করা মোটেও দুঃসাধ্য নয়।

❑ প্রশ্ন সার্ক সম্মেলন স্থগিত হওয়ায় অনেকেই এ ফোরামের ভবিষ্যত সম্পর্কে শংকিত হয়ে পড়েছেন। সার্কের ভবিষ্যত সম্পর্কে কিছু বলুন?

❑❑ উত্তরঃ এই আশংকা একেবারে অমূলক তা আমি বলব না। দুন্ববার সম্মেলন স্থগিত হবার যে কারণ তা এখনো দূরীভূত হয়নি। বরং ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও মূসলমান হত্যা বেড়েই চলেছে। বিশেষ করে উগ্রপন্থী হিন্দু সংগঠনগুলো যেমন বিজেপি, শিবসেনা প্রভৃতি প্রকাশ্যেই বলে বেড়াচ্ছে, হিন্দুস্থানে থাকতে গেলে হিন্দু হয়েই থাকতে হবে। এক এক করে তারা মুসলিম ইতিহাসের নিদর্শন, ঐতিহ্য এবং স্থাপত্য সবগুলো মুছে ফেলার জন্য একটা বিরাট নীলনক্সা প্রণয়ন করেছে। একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য করার মত, তাহলো, যে রাম জন্মভূমির নাম করে ভারতে এত তুলকালাম কান্ড হয়ে গেল, সেই রামের সমাধিস্থল কোথায় তা কিন্তু কেউ বলছে না। আমরা সাধারণতঃ সমাধিস্থলকেই রক্ষণাবেক্ষণ করি। আমাদের ধর্মমতে আমরা কবরকেই জিয়ারত করি। রামের সমাধি কোথায় এর কোন উত্তর ভারতীয়দের নিকট থেকে পাওয়া যায়নি। আজকে যদি তারা বলে বসে, দিল্লীর জামে মসজিদের নিচেই রামের শবদাহ করা হয়েছিল অথবা আর একটু এগিয়ে এসে তারা যদি বলে বসে যে, বায়তুল মোকাররম মসজিদের নিচেই রামের সমাধি রয়েছে বলে ইতিহাসে পাওয়া যায়- তাহলে তারা এগুলোও ভাঙ্গতে আসবে। এগুলো তাদের নীলনক্সারই অংশ। কাজেই এটার যে কোথায় শেষ, তা আমরা কেউই জানি না। তাই সার্কের সম্মেলন সম্পর্কে আমার নিজের মনেও যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে।

www.pathagar.com

❑ প্রশ্নঃ বিচার বিভাগকে প্রশাসন বিভাগ থেকে পৃথক করার প্রয়োজনীয়তা কতটুকু?

❑❑ উত্তরঃ শুধু প্রয়োজন নয়, একটি গণতান্ত্রিক দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করার জন্য এই পৃথকীকরণ অপরিহার্য। স্বাধীন বিচার বিভাগ না থাকলে দেশে আইনের শাসন থাকে না। আর আইনের শাসন না থাকলে গণতন্ত্রও রক্ষা হয় না। কারণ গণতন্ত্রের একমাত্র রক্ষাকবচ হচ্ছে আইনের শাসন।

❑ প্রশ্নঃ কেউ কেউ বলে থাকেন জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিরপেক্ষ করার জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। এ সম্পর্কে কিছু বলুন।

❑❑ উত্তরঃ কোন গণতান্ত্রিক দেশেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ব্যবস্থা সংবিধানে আছে বলে আমার জানা নেই। নির্বাচন কমিশন যেটা গঠিত হয় তাকে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কাজ করার ক্ষমতা দেয়া হয়। আমাদের নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে এখনো কোন অভিযোগ আসেনি। কিন্তু যদি কারচুপির কথা বলা হয় তাহলে পরোক্ষভাবে এই নির্বাচন কমিশনকেই দোষী বা দায়ী করা হয়। এখানে বিরোধী দল থেকে একটি কথা বলা হয় যে, আমরা নির্বাচন কমিশন মানি, কিন্তু নির্বাচন মানিনা। এ দুটো তো এক সাথে চলতে পারে না। আইনের বিধান রয়েছে যদি নির্বাচনে কারচুপি হয় তাহলে তার বিরুদ্ধে বিচার চাওয়া যায়। ইতোপূর্বে ৪টি উপনির্বাচন হয়েছে যার মধ্যে ৩টিতেই বিরোধী দল জিতেছে। তখন কোন পক্ষ থেকেই কারচুপির অভিযোগ আসেনি। কিন্তু মীরপুরের নির্বাচনে দুর্ভাগ্যজনকভাবে কারচুপির অভিযোগ এসেছে। আমার মনে হয়, নির্বাচন কমিশন ফলাফল ঘোষণার পূর্বেই রেডিও টেলিভিশনে কোন বেসরকারী ফলাফল ঘোষিত হওয়া ঠিক হয়নি। এ কারণেই জনমনে কিছুটা সংশয় সৃষ্টি হয়। তবে নির্বাচন কমিশন যেহেতু পরিষ্কারভাবে ফলাফল ঘোষণা করেছেন, তাই আমি মনে করি, এ বিতর্কের অবসান হওয়া উচিৎ।

❑ প্রশ্নঃ আমরা রাজনৈতিক স্বাধীনতা পেলেও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এখনো অর্জন করতে পারিনি। কিন্তু কেন?

❑❑ উত্তরঃ আমরা এখনো অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করতে পারিনি এটা খুবই সত্য। তার কারণ গত ২০ বছর যাবৎ আমরা বৈদেশিক সাহায্যের উপর এমনভাবে জড়িয়ে ও নির্ভর হয়ে পড়েছি যে, এ থেকে মুক্তি পাওয়া খুবই দুরূহ হয়ে পড়েছে। তেমনি আমাদের শ্রমিক-কর্মচারীদের মাঝে বেতন বাড়ানোর প্রবণতা দেখা গেলেও উৎপাদন বৃদ্ধির প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায় না। ফলে প্রায় প্রতিটি মিল-কারখানাই লোকসান দিয়ে চলছে। এ অবস্থা কতদিন চলতে পারে, তা ভেবে দেখা প্রয়োজন।

সাক্ষাৎকার গ্রহণঃ এম, এ খালেক
পাক্ষিক পালাবদল, ফেব্রুয়ারী ১৯৯৩)

www.pathagar.com

পীর আউলিয়াই এদেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করেছেন

❑ মেঘনাঃ দেশের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে আপনার পর্যালোচনা কি?

❑❑ বিচারপতি চৌধুরীঃ এক কথায় দেশের সার্বিক অবস্থা বলতে গেলে বলা চলে, আমরা একটি ক্রান্তিলগ্ন পার হচ্ছি। একথা অনস্বীকার্য যে, দেশের জন্য বিগত ৬ মাস থেকে এক বছর পর্যন্ত একটা দুর্যোগপুর্ণ সময় বলে আখ্যায়িত করা চলে। সাম্প্রতিক প্রেক্ষাপটে ১৯০ -এর গণঅভ্যুত্থান, দেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অবাধ ও সুষ্ঠু জাতীয় নির্বাচন, গণতান্ত্রিক সরকার গঠনের মধ্য দিয়ে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার ধারা শুরু হয়। তার পরেই নেমে আসে ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ। তবুও সামগ্রিক অবস্থার প্রেক্ষিতে এটা বলা যায় যে, বর্তমানে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া যদি অব্যাহত থাকে তাহলে দেশে ক্রমে ক্রমে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, অর্থনৈতিক শৃংখলা ও আইন শৃংখলা পরিস্থিতির উন্নতি সংগত কারণেই আশা করতে পারি।

❑ মেঘনাঃ বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমেদ একই সঙ্গে দুটি পদে অধিষ্ঠিত। এ সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কি?

www.pathagar.com

❑❑ বিচারপতি চৌধুরীঃ আমাদের বর্তমান সংবিধানে ২২, ৫০ ও ৬৬ ধারা অনুযায়ী অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সাংবিধানিকভাবে রাষ্ট্রপতি এবং প্রধান বিচারপতি এ দুটো পদে একই সময়ে অধিষ্ঠিত থাকতে পারেন না। এ ব্যাপারে সাংবিধানিক ধারাগুলো অত্যন্ত সুস্পষ্ট। প্রসঙ্গত আমি উল্লেখ করতে চাই যে, বিচারপতি শাহাবুদ্দিন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির পদ গ্রহণ করার পর এক সপ্তাহের মধ্যেই বিজয় দিবস উপলক্ষে একটি অনুষ্ঠানে আমি সংবিধানের এই ধারাগুলো উল্লেখ করে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতিকে প্রধান বিচারপতির পদ থেকে পদত্যাগ করার আহবান জানাই। পরবর্তীকালে বিভিন্ন সেমিনার, সভা ও সাংবাদিক সম্মেলনে আমি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এই আহবান ও অনুরোধ পুনর্ব্যক্ত করেছি। বিচারপতি শাহাবুদ্দিন নিজেও এটা বোঝেন বলে আমি বিশ্বাস করি যে, বর্তমান সংবিধান অনুযায়ী একই ব্যক্তি রাষ্ট্রপতি এবং প্রধান বিচারপতি পদে থাকতে পারেন না। এবং এর প্রমাণ যে, তিনি বার বার সংবিধান সংশোধন করে তাকে তার পূর্বপদে ফিরে যাওয়ার ব্যবস্থা করার জন্য জাতীয় সংসদ ও রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি অনুরোধ জানাচ্ছেন। বিচারপতি শাহাবুদ্দিনের স্বপদে ফিরে যাওয়ার জন্য যখন সংবিধান সংশোধনীর প্রয়োজন বলে তিনি নিজেই স্বীকার করেন, তাতেই একথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, সাংবিধানিক বিধান মতে তিনি দুম্বটো পদে এক সময়ে অধিষ্ঠিত থাকতে পারেন না।

এছাড়া আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে যে, তাঁর রাষ্ট্রপতি হিসেবে বহাল থাকাকালীন যত আইন, আদেশ ও নির্দেশ তাঁর নামে জারী করা হয়েছে, সেগুলো পরবর্তীকালে যে কোন সময় সুপ্রীম কোর্টে চ্যালেঞ্জ হতে পারে। তিনি যদি তখন প্রধান বিচারপতি পদে অধিষ্ঠিত থাকেন, তাহলে সেসব মামলা তিনি তো শুনতেই পারবেন না। অধিকন্তু অন্যান্য বিচারপতিগণও একটা বিব্রতকর অবস্থান সম্মুখীন হতে পারেন। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো যে, তাকে স্বপদে ফিরিয়ে দেয়ার জন্য যে সংবিধান সংশোধনী বিল করা হচ্ছে, সেটা সংবিধানে পাকাপোক্তভাবে থেকে যাচ্ছে। পরবর্তীকালে যদি কোন উচ্চাভিলাষী রাষ্ট্রপতি এই দুম্বটো পদই নিজের আওতায় রাখতে চান, এই সংশোধনীর অনুবলে তখন দেশের অবস্থা কি দাঁড়াতে পারে? এসব দিক চিন্তা করে একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে আমি এই প্রশ্নগুলো সংসদ সদস্য ও জনগণের সামনে উপস্থাপন করেছি।

এছাড়া বিচারপতি শাহাবুদ্দিন এসডিও হিসেবে ৩৮ বছর পূর্বে তার চাকুরী জীবন শুরু করেন। একজন এসডিও থেকে দেশের সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী রাষ্ট্রপতি পদে আসীন হওয়ার পরে আর কোন কিছু চাওয়া-পাওয়ার থাকে বলে আমি মনে করি না। যদিও প্রধান বিচারপতি পদে তাঁর আরও ৩ বছর মেয়াদ আছে। তবুও আমি মনে করি দেশ, জাতি ও বিচার বিভাগের স্বার্থে তাঁর ঐ পদে ফিরে যাওয়ার বাসনা পরিত্যাগ করা উচিত। এবং সেই মর্মেই আমি প্রকাশ্যে এককালীন সহকর্মী হিসেবে বিনীত অনুরোধ জানিয়েছি।

❑ মেঘনাঃ পাক-বঙ্গ-ভারত উপমহাদেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠা এবং রাজনীতিতে পীর, আউলিয়াদের অবদান সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কি?

❑❑ বিচারপতি চৌধুরীঃ ইসলামের শত্রুরা এটা প্রচার করে থাকে যে, তরবারীর সাহায্যে এবং গায়ের জোরে এদেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। এই প্রচারণা যে কত জঘন্য মিথ্যা, তার বড় প্রমাণ হলো, মুসলিম শাসন আমলে দিল্লী যখন রাজধানী ছিল, সেই দিল্লী নগরী এবং তার আশপাশ সংলগ্ন এলাকায়ময় সারা ভারতবর্ষে আজকেও মুসলমানদের সংখ্যা ১০ থেকে ১৫ শতাংশের বেশী নয়। যদি তরবারী এবং গায়ের জোরেই ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা হতো তাহলে সারা ভারতবর্ষে আজকে মুসলমানদের মানবেতর জীবন যাপন করতে হতো না। সাম্প্রতিককালের কাশ্মীরের গণহত্যাই এর জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত । এদেশে ইসলাম নিয়ে আসেন এবং প্রতিষ্ঠিত করেন আমাদেরই শ্রদ্ধেয় পীর, আউলিয়া এবং অন্যান্য বুজুর্গগণ। তা না হলে মুসলিম শাসনের পতন হওয়ার প্রায় ৩০০ বছর পরেও ইসলাম এই উপমহাদেশ থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি। এবং ইসলাম ইনশাল্লাহ চিরদিন উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি নিয়ে বেঁচে থাকবে।

❑ মেঘনাঃ পীর প্রথা বা এলমে তাসাউফ সম্পর্কে আপনার দৃষ্টিভঙ্গী কি?

www.pathagar.com

❑❑ বিচারপতি চৌধুরীঃ আমি সব পীর আউলিয়া বুজুর্গকে শ্রদ্ধা করি। আমি নিজে পীর বংশে বিয়ে করেছি। বর্তমানে আটরশির পীর সাহেব হযরত শাহসুফী ফরিদপুরীর পীর হযরত শাহসুফী এনায়েতপুরীর দাদা হুজুর হযরত শাহসুফী ফতেহ আলী সাহেব। কোলকাতার মানিকতলায় তাঁর বিরাট মাজার আছে। তিনি ফুরফুরা শরীফের পীর সাহেবের পীর ছিলেন। তিনি এক সময়ে অযোধ্যার নবাবের উচ্চ পদস্থ কর্তা ছিলেন। তিনি ফার্সী ভাষায় একটি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন এবং তৎকালীন পাকিস্তান আমলে ইরানের শাহ তার রাজ্যের এক হাজার বছর পূর্তি অনুষ্ঠানে পাকিস্তান সরকারকে দাওয়াত পাঠালে পাকিস্তান সরকারের পক্ষ থেকে তখন শাহসুফী ফতেহ আলী সাহেবের এই বইটি শাহকে উপহার দেয়া হয়। শাহ অবাক হয়ে গিয়েছিলেন যে, একজন বাঙালী ফার্সী ভাষায় এমন কাব্যগ্রন্থ লিখতে পারেন। তাঁরই পুত্র মরহুম জানে আলমের মেয়েকে আমি বিয়ে করেছি। তবে আমি বা আমার স্ত্রী এখনো কারো মুরীদ হইনি।

❑ মেঘনাঃ আটরশির বিশ্ব জাকের মঞ্জিলের পীর সাহেব হুজুর সম্পর্ককে আপনার মূল্যায়ন কি?

❑❑ বিচারপতি চৌধুরীঃ আটরশির পীর সাহেব শাহসুফী ফরিদপুরীর সঙ্গে ব্যক্তিরগতভাবে পরিচিতি হওয়ার সুযোগ সৌভাগ্য আমার হয়নি। কিন্তু ইসলামের খেদমত ও প্রচারে তাঁর একনিষ্ঠ অবদানের জন্য ব্যক্তিগতভাবে তিনি আমার বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিত্ব। এবং তিনি জাতীয়তাবাদী শক্তির পক্ষে কাজ করছেন। তাছাড়া আমি যে পরিবারে বিয়ে করেছি, সেই হযরত শাহসুফী ফতেহ আলী মরহুম সাহেবের সঙ্গে আটরশির পীর সাহেব আধ্যাত্মিক সূত্রে জড়িত এবং ঘনিষ্ঠ।

❑ মেঘনাঃ বাজেট সম্পর্কে কিছু বলুন?

❑❑ বিচারপতি চৌধুরীঃ বাজেট ঘোষণার আগেই এক সাংবাদিক সম্মেলনে আমি বর্তমান সরকারকে যে অনুরোধ করেছিলাম তার মধ্যে দুইটি বিষয় প্রধান ছিল। একটি হচ্ছেঃ সর্ব প্রকার কৃচ্ছতা সাধন, মাথাভারী প্রশাসন থেকে দেশকে মুক্ত করা এবং নতুন কোন কর আরোপ থেকে বিরত থাকা। যদিও এই তিনটি অনুরোধের একটিও বর্তমান বাজেটে প্রতিফলিত হয়নি। তবুও দেশের বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে এটাকে তুলনামূলক মন্দের ভালো বাজেট হিসেবে আখ্যায়িত করা চলে।

❑ মেঘনা ঃ বাবরী মসজিদ ভেঙ্গে রাম মন্দির নির্মাণ করা নিয়ে বিজেপিম্বর ঘোষণা সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কি ?

❑❑ বিচারপতি চৌধুরী ঃ বাববরী মসজিদ সম্পর্কে ভারতীয় জনতা পার্টি যে ঘোষণা দিয়েছে তার মধ্যে সারা ভারতবর্ষে তাদের ঘোষিত রামরাজ্য প্রতিষ্ঠারই প্রথম পদক্ষেপ। এর ফলে শুধু ভারতবর্ষে নয়, এই সমগ্র উপমহাদেশ একটি ভয়াবহ পরিস্থিতি ও অস্থিতিশীলতার দিকে এগিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। বাল্মিকী রচিত রামায়ণ নামক মহাকাব্যে রাম ছিলেন মহানায়ক। এবং কাল্পনিক এক অবতার বা দেবতা। এই কাল্পনিক মহানায়কের কোন জন্মস্থান থাকতে পারে এটা যেমন হাস্যকর উদ্ভট যুক্তি তেমনি সেখানে একটি রামমন্দির নির্মাণের সংকল্পও ইসলাম এবং মুসলিম বিরোধী মনোবৃত্তিরই বহিঃপ্রকাশ। আমি এখনো আশা করবো যে, শুভবুদ্ধি সম্পন্ন ভারতীয় জনগণ তাদের নিজেদের স্বার্থে এই ভয়াবহ পরিণতি থেকে দেশকে রক্ষা করতে পারে।

সাক্ষাৎকার গ্রহণঃ শরাফুল ইসলাম
(সাপ্তাহিক মেঘনা, জুলাই ১৯৯১)

www.pathagar.com

ইনডেমনিটি বিল বাতিল হলেই সব সমস্যার সমাধান হবে না

❑ ঝানডাঃ ইনডেমনিটি এ্যাক্ট সম্পর্কে আপনার মতামত কি?

❑❑ আঃ রঃ চৌধুরীঃ নীতিগতভাবে এবং মানবিক দিক থেকে যে কোন হত্যাকান্ডের আমি ঘোর বিরোধী। কিন্তু বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন সময় এবং বিভিন্ন প্রেক্ষিতে দেশে-বিদেশে হত্যাকান্ড চলছে। ইনডেমনিটি যে বিলটি বর্তমানে বহুল আলোচিত এবং যেটা রহিত করার জন্য একটি বিলও সংসদে বিবেচনাধীন রয়েছে তা হচ্ছে ইনডেমনিটি বিল ১৯৭৫।

তবে অন্যান্য বিলের চেয়ে এ বিলের প্রেক্ষাপট একটু ভিন্নতর। কারণ একটি সফল অভ্যুত্থানের সঙ্গে এ বিলটি জড়িত। বিলটি যেহেতু সংবিধানের ৫ম সংশোধনীর অংশ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত, তাই বিলটিকে সাধারণ বিল হিসেবে গণ্য করা যাবে না এবং সে কারণেই এ ক্ষেত্রে সংবিধান সংশোধনীর যে বিধি ব্যবস্থা আছে অর্থাৎ দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় এটা সংসদে পাস করতে হবে। তবে আমার মতে, ৫ম সংশোধনীর অন্যান্য অংশ অক্ষুণ্ন রেখেও এ বিলটি আলাদাভাবে বিচার-বিবেচনায় আসতে পারে।

❑ ঝানডাঃ ইনডেমনিটি এ্যাক্ট সংবিধানের অংশ, এখন এটা বাতিল করতে হলে ৫ম সংশোধনী বাতিল করতে হয়, এ ব্যাপারে আপনার বিশ্লেষণ কি?

www.pathagar.com

❑❑ আঃ রঃ চৌধুরী ঃ সাবেক বিচারপতি কামাল উদ্দিন হোসেন সাহেব মরহুম শেখ মুজিবের স্মরণে আয়োজিত এক শোক সভায় গত সপ্তাহে মন্তব্য করেছেন যে, ইনডেনমিটি বিল রহিতকরণ হলে ৫ম সংশোধনীর কোন অস্তিত্ব থাকবে না। এ ব্যাপারে আমি আমার একজন প্রাক্তন সহকর্মীর সঙ্গে শ্রদ্ধার সাথে দ্বিমত পোষণ করি। কারণ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক অষ্টম সংশোধনীর একটি রায়ের প্রেক্ষিতে হাইকোর্টের বিভক্তিকরণ অবৈধ, অসাংবিধানিক বলে ঘোষণা করাহয় তার ফলে ৮ম সংশোধনীর অন্যান্য অংশ যেমন যে অংশে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা করা হয়েছে সে অংশসহ ৮ম সংশোধনীর বাকি সব অংশ বহাল এবং অক্ষুন্ন আছে। কাজেই ইনডেমনিটি বিল রহিত করা হলেই সঙ্গে সঙ্গে ৫ম সংশোধনী সম্পূর্ণটাই রহিত হয়ে যাবে একথা আইনগতভাবে সঠিক নয়। যদিও বিচারপতি কামাল উদ্দিনের বক্তব্যের আলোকে মনে হয় যে, ইনডেমনিটি বিল রহিতকরণই এদের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। তাদের উদ্দেশ্য আরো সুদূরপ্রসারী।
অর্থাৎ ৫ম সংশোধনী দ্বারা সংবিধানে "বিসমিল্লাহঃ সংযোজন করা হয়েছিল এবং "আল্লাহর সার্বভৌমত্বঃ স্বীকার করা হয়েছে সেটাকে উড়িয়ে দেয়া। তাই তারা ধাপে ধাপে অগ্রসর হচ্ছে বলে আমার মনে হয়। কারণ তারা এদেশে বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতা প্রতিষ্ঠা করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ।

❑ ঝানডাঃ একটি সফল সামরিক অভ্যুত্থানকে কেন্দ্র করে এ ইনডেমনিটি এ্যাক্ট জারি করা হয় – সেক্ষেত্রে এ এ্যাক্ট বাতিল করা কতটা যৌক্তিক?

❑❑ আঃ রঃ চৌধুরীঃ বিগত জাতীয় সংসদ অধিবেশনে আইনমন্ত্রী জনাব মীর্জা গোলাম হাফিজ স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে,এই আইনটি অত্যন্ত জটিলতাপূর্ণ এবং এটা পাস করতে গেলে বহু জট খুলতে হয় এবং সেই কারণেই বর্তমানে বিলটি বিচার বিবেচনার জন্য সংসদের একটি সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানো হয়েছে।
এখানে উল্লেখ্য যে, এ বিলটি পাস হয়ে গেলে অর্থাৎ ইনডেমনিটি বিল রহিত হয়ে গেলে সব সমস্যা বা জটিলতার সমাধান হয়ে যাবে না। কারণ যারা এ সকল অভ্যুত্থানের নায়ক ছিলেন, তারা তদানীন্তন মন্ত্রীসভা যেটা খন্দকার মোশতাকের নেতৃত্বে সম্পূর্ণ আওয়ামী লীগের মন্ত্রীসভা ছিল- এই বিলটি তারা পাস করেন। সেই মন্ত্রীসভার সকল সদস্যসহ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যারা অভ্যুত্থানের সহযোগী ছিলেন তাদের ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত নিষ্ক্রিয়তার জন্য তারাও এর দায়িত্ব এড়াতে পারেন না।
যেমন বর্তমানে আঃ লীগের একজন শীর্ষস্থানীয় নেতা এবং শেখ মুজিবের রাজনৈতিক সচিব জনাব তোফায়েল আহমদ রক্ষী বাহিনীর সামগ্রিক তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। কারণ রক্ষী বাহিনী তখন স্বরাষ্ট্র বা প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে ছিল না এবং মরহুম শেখ মুজিব ছাড়া কারো নিকট জবাবদিহি করার দায়-দায়িত্ব ছিল না। সত্যিকার অর্থে বলতে গেলে এটা তার ব্যক্তিগত রক্ষী বাহিনী ছিল। আমাদের জানা মতে তখন ঢাকা শহরে ৩ হাজার রক্ষী বাহিনী মরহুম শেখ মুজিবের নিরাপত্তার জন্য নিয়োজিত ছিল। কাজেই স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগে এরা কোথায় ছিল এবং তাদের নেতাই বা কোথায় ছিল?
প্রখ্যাত সাংবাদিক এ,এল, খতিব রচিত, Who killed Mujib গ্রন্থে লেখক স্পষ্ট ভাষায় লিখেছেন যে, 'তোফায়েল আহমদ রক্ষী বাহিনীকে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেননি, কারণ তিনি ভেঙ্গে পড়েছিলেন ।স্ব অধ্যাপক আবু সাইদ রচিত "ফ্যাক্টস এন্ড ডকুমেন্টস ঃ মুজিব হত্যাকান্ডঃ গ্রন্থে রক্ষী বাহিনীর তদানীন্তন একজন লিডার সুকুমার বিশ্বাসের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন, তোফায়েল আহমদ পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ না দেয়ায় আমরা কিছু করতে পারিনি। একই গ্রন্থে উল্লেখ আছে, ছাত্রলীগের তদানীন্তন সেক্রেটারী আবদুর রশিদের সাথে টেলিফোনে তোফায়েল আহমদ বলেন, "যা হবার হয়েছে, কি আর করার আছেঃ?॥এ ধরণের নির্মম ও মর্মান্তিক দায়িত্বহীনতা এ অভ্যুত্থানে কতটুকু সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল সেটা জাতির জানার অধিকার আছে।

❑ ঝানডা ঃ আঃ লীগ বিগত সরকারগুলোর সময় এটা উত্থাপন করেনি। হঠাৎ এখন এটা উত্থাপন করার অর্থ কি?

www.pathagar.com

❑❑ আঃ রঃ চৌধুরীঃ এটা অনস্বীকার্য যে, আঃ লীগ বিগত ১৯৭৯ ও ৯৮৬ সালে সংসদে প্রধান বিরোধী দল ছিল। ১৯৭৯ সালে তাদের উপস্থিতিতে ৫ম সংশোধনী পাস হয় কিন্তু তারা বিপক্ষে ভোট দেয়ার পরিবর্তে ওয়াক আউট করে। একই পদ্ধতিতে যখন স্বৈরাচারী এরশাদ তার সব অবৈধ কর্মকান্ড ৭ম সংশোধনীর মাধ্যমে বৈধ করেন তখনও আঃ লীগ বিরুদ্ধে ভোট না দিয়ে একটা প্রতীক ওয়াক আউট করেছিল। এদুষটো সংসদে তাদের এই ইনডেমনিটি বিল রহিতকরণের বিল আনার সুযোগ ছিল। কিন্তু অজ্ঞাত কারণে তারা সে সময় এ বিল আনার কোন চেষ্টাও করেনি। কারণ তারা জানে এ বিল রহিত করা হলে তাদের অনেক রুই কাতলাদের জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না।

তাছাড়া আরেকটি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হচ্ছে এই, ইনডেমনিটি বিলে কোথাও ৩রা নভেম্বর জেল হত্যার বিচার বা তদন্ত করা হয়নি। কিন্তু বিগত ১৬ বছরে আঃ লীগ এ ব্যাপারে কি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে আমাদের জানা নেই। এমনকি একটি এজাহারও তারা দিয়েছেন কিনা তাও আমাদের জানা নেই। প্রায়শঃই –তারা "জেল হত্যার বিচার চাইঃ – বলে প্রকাশ্যে সোচ্চার। কিন্তু কি অজ্ঞাত কারণে এবং কেন তারা অদ্যাবধি কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি তা দেশবাসীর জানার অধিকার আছে। এখানে একটি বিষয় আরো তাৎপর্যপূর্ণ যে, ৩ নভেম্বর জেল হত্যার পরপরই ১৯৭৫ম্বর ৬ নভেম্বর তদানীন্তন প্রধান বিচারপতি আবু সাদত মোহাম্মদ সায়েম রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন এবং এর দুষএকদিনের মধ্যেই ৩ নভেম্বর জেল হত্যা তদন্তের জন্য উচ্চ পর্যায়ের একটি তদন্ত কমিশন গঠন করেন। যে কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন বিচারপতি আ, ফ, ম, আহসান উদ্দিন চৌধুরী (যিনি পরবর্তীতে এরশাদের অধীনে প্রেসিডেন্ট ছিলেন)। এর সদস্য ছিল বিচারপতি কে, এম, সোবহান এবং বিচারপতি মরহুম সৈয়দ মোহাম্মদ হোসেন। এর মধ্যে বিচারপতি কে, এম, সোবহান আঃ লীগের সাথে সক্রিয় ওতপ্রোতভাবে জড়িত। মরহুম বিচারপতি সৈয়দ মোহাম্মদ হোসেন মৃত্যু অবধি আওয়ামী রাজনীতির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। কিন্তু কি এক অজ্ঞাত কারণে তাঁরা এ তদন্ত কমিশনকে নিষ্ক্রিয় করে রেখেছিলেন তা আমাদের জানা নেই। আমার জানা মতে, এ তিনজনের একজনও তদন্ত কমিশন থেকে পদত্যাগ করেননি। বর্তমানে এ বিলটি সিলেক্ট কমিটিতে বিবেচনাধীন আছে-এ মনে রেখেই আমি বলব যে, যদি সংসদ এই বিলটি রহিতকরণের পক্ষে রায়ও দেয় তাহলে আমার মতে, দেশের তৎকালীন সার্বিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে একটি উচ্চ পর্যায়ের বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন গঠন করা অত্যন্ত জরুরী। কারণ একটা দুষটো মামলার দ্বারা সামগ্রিক ঘটনাবলী আমাদের সামনে আনার অবকাশ নেই এবং এই তদন্ত কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ীই আইনগত ব্যবস্থা নেয়া উচিৎ।

❑ ঝানডাঃ যদি ইনডেমনিটি বিল বাতিল হয় তবে বিএনপি সরকার এ হত্যাকান্ডের সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে অভিযুক্ত হবেন বলে অনেকে মনে করেন, এ ব্যাপারে আপনার অভিমত কি?

❑❑ আঃ রঃ চৌধুরীঃ পূর্বেই একটি তদন্ত কমিশনের সুপারিশ করেছি সেখানে এটার সত্যতা তারাই যাচাই করে দেখার উপযুক্ত।

❑ ঝানডাঃ ইনডেমনিটি বিল বাতিল হলে খন্দকার মোশতাক, কর্ণেল ফারুক-রশীদসহ অনেকে বিচারের সম্মুখীন হবেন- আপনার বিশ্লেষণ কি?

❑❑ আঃ রঃ চৌধুরীঃ যেটা আমি এ সাক্ষাৎকারের আগেও বলেছি, প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে যারা জড়িত ছিলেন অর্থাৎ শেখ মুজিবের নিরাপত্তা রক্ষার্থে নিয়োজিতদের নিষ্ক্রিয়তার দ্বারা যারা চরম দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়েছে তারাও পরোক্ষভাবে এই হত্যাকান্ডের সহযোগী ছিলেন বলে আমি মনে করি এবং তদন্ত কমিশন দ্বারা সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে সত্যিকার ঘটনা উদঘাটন এবং দোষী ব্যক্তিদের সংশ্লিষ্টতা প্রমাণ জনগণ জানতে পারবে।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ : নবীরুল ইসলাম, ফয়সল-বিন- হাবিব
(সাপ্তাহিক ঝানডা, আগস্ট ১৯৯১)

www.pathagar.com

ভাষণ

www.pathagar.com

BARISAL DISTRICT BAR ASSOCIATION
CENTENARY CELEBRATION (1880-1980)
SEPTEMBER 30, 1980
BAR ASSOCIATION BUILDING, BARISAL,

SPEECH DELIVERED BY THE HON'BLE CHIEF GUEST MR. JUSTICE ABDUR RAHMAN CHOWDHURY.

Mr. President. distinguished Members of the Bar, the Bench and Gentlemen present.

I am indeed deeply grateful for the honour you have done to me by your kind invitation to be the Chief Guest on this great and happy occasion. Many eminent jurists and legal luminaries in the past had graced and spoken in this hall and I was wondering why your choice this time should have fallen on this humble self with no special distinction to his credit except your love and affection which has deeply touched me. The people of Barisal have been well konwn throughout the history for their valiant role in the strugle for national independence, generous hospitality and rich traditions.

I am grateful for the kind words spoken about me in the address of welcome. I do not know that I am endowed with so many qualities. I do not know how far I have been able to acquit myself as a judge but my judgements are there to speak for themselves. I can assume for that in upholding the rights and liberty of the citizens, your judges have never failed or faltered. If ever any occasion arises when I cannot dispense justice in accordance with oath I have taken, I will only ask you to pray for me so that God may give me the courage to resign from this high office.

The centenary of any institution as in the case of the nation is a memorable event in the life those who are fortunate enough to live to see this great day. It is not only an occasion of great happiness and rejoicing for us but this is also an occasion for self-asessment and evaluation of our ownselves and in retrospect. The Barisal Bar has produced legal luminaries and eminent political leaders in the past. Let us today ask ourselves whether we are worthy of the great legacy that they left behind.

Mr. President.

We all cherish the democratic way of life but democracy cannot survive without the rule of law which again cannot be sustained without an independent judiciary. Without the rule of law democercy would degenerate into mobocracy. There is undoubtedly a vast majority of people who believe in freedom. democrcy and basic human rights but they constitute a silent majority.There are time in a nation's history when in action and silence can be a culpable wrong. Despite all its shortcomings democracy is the least unsatisfactory of

www.pathagar.com

all forms of Government. What are the alternatives to democracy? Monerchy, Oligrachy or Dictatorship? History has proved that the alternatives are so horrifying that we should count our blessings in a democracy rather than be frustrated by its dark side. If freedom and democracy is to survive, it is essential that the people must have a sense of discipline and we must have the spirit of tolerance and learn to have respect for the view of others. We must all remember that state exists for the citizen and not the citizen for the state.

Our Supreme Court is charged with the duty of safeguarding the fundamental right of citizens and preventing violation of law by any authority of state. The court decide the controversy which otherwise would have been determined by force. In this connection we must also remember the dictum that 'Justice delayed is Justice denied'. Unless the disposal of the case are expedited I apprehend that the confidence of the people in the judicial system and the Courts are bound to be seriously undermined. The stories of mass beating that appear in all the newspaper almost daily are alarming symptoms of a deeper melody which if not arrested might result in utter chaos and anarchy in the country. This shows that the people have started loosing their faith in the law enforcing agencies and the judicial system in the country. This is indeed an alarming trend.

In one of my recent judgments reported in August. 1980 issue of the Dacca Law Reports, I had occasion to observe as follows:

Courts are the last hope of the people in their hour of need and it is to the Courts that they look for justice against injustice and protection of their rights and liberty. It is, therefore, the sacred duty of the judges to dispense justice and to conduct themselves in such manner as to inspire confidence of the people in them and through them in the Courts they preside over,"

If we fail to come up to the expectation of the people in dispensing justice expeditiously, people's confidence in the rule of law is bound to be undermined. No law or legal system is good or bad by itself. Its efficacy and benefit depends on how it is implemented and on the person who enforces or administers it. It is, therefore, essential that we should have an efficient and effective judicial system to answer to the increasing needs of the people and to that end conditions must be created for attracting the best talents of the country in the judiciary. The Courts serve as an effective check on the arbitrary actions and excess of the executive and against inroads into the rights and liberty of the people. The Courts, in fact, serve as safety bulb and maintain the equilibrium of the society but for which there would be chaos and confusion in the society.

It is only through the proper and effective functioning of the judicial system and the Courts that the people's confidence in the rule of law can be sustained. This is a task to which we must urgently address ourselves and I would particularly take this opportunity of appealing with all the sincerity and emphasis at my command to you all to help in the quick dispensation of justice.

The lawyers are the natural leaders of the society. It is to them that the people look for help and guidance in their hour of need. The bar has

www.pathagar.com

given lead to the country in all the issues affecting the rights and liberty of the citizens. The duty that had devolved on them also makes it obligatory that they should conduct themselves in their professional and pulic life in such manner as to inspire confidence of the people. There is no denying the fact that the legal profession has lost much of its prestige and glory which once earned for this profession the enviable reputation as the noblest profession. It is no use trying to fight shy away from the realities and the lawyers must have the courage to face the realities squarely. Then again, the highest standard of decorum is legitimately expected of the members of the Bar. A lawyer at all times is expected to maintain the dignity of the Court regardless of the shortcoming of the individual judge because it is not the personal dignity of the Judge but the dignity of his office which has to be respected and safeguarded in public interest, otherwise, it will tend to undermine public confidence in the administration of justice.

The Courts are blamed for arrear of cases now pending all over the country, but I do not know if the critics are aware of the large number of statutes, ordinances and the amendments enacted since 1972, besides the number of rules framed and notifications issued. Then again, the judicial cader and the number of Courts have not been increased at all since 1947 although the number of cases have multiplied ten times, if not more. To blame the Courts and the legal profession alone for the crush of the pending cases, to my mind no more rational than to blame a person for contacting cholera when epidemic is raging all around.

There is perhaps no other country in the world where there are so many laws and so much are meekly suffered by the people who have no means to seek redress in the Court of law. For each case of injury or injustice which is taken to the court at least 100 of similar cases never see the light of the day. It is here that I would like to draw the attention of the learned members of the Bar to the urgent need of having a legal aid cell within the framework of the Bar Association to render help and assistance to those who cannot afford or do not have the means to protect their rights and liberty against oppression and injustice. What the form, shape and the nature of the legal aid cell would be I will leave it to the learned members of the Bar for their cinsideration and decision.

Before I conclude, I feel it is my duty to draw the attention of the learned members of the Bar to the crisis of the values and great erosion in moral and ethical values all around us to-day in our social and national life of the country. Sense of values which we cherished as part of our lives are gradually receding, if not vanishing all together. To-day, the importance of a man in the society is no longer judged by his sincerity and honesty but by the mischief and harm which he is capable of doing. The problem of juvenile delinquency has assumed such alarming proportion that there is hardly any home which is unaffected and unless some constructive measures are taken to bring the wayward youth back to the society as useful members and

www.pathagar.com

their energy, vitality and youth are chanelised for constructive purposes our future is indeed very dark. The youths are the back-bone of the society and once they are lost, the damage to the nation would be irreparable.

Mr. President,

The Bar Association have a very significant role in our cherished goal to establish the rule of law in the country which is *sine qua non* for the success and stability of a democratic state. Bar and the Bench are two inseparable arms in the administration of justice and it is only in the co-operation of each other that the success depends. It is not only imperative that the highest degree of professional standard and ethics must be maintained by the Bar. It is also necessary for the Bar in their own professional interest to address themselves to the question as to how adequate are the training of the lawyer and the control of their professional standard and conduct. Mushroom growth of law colleges in remote corners of the country and the lack of effective control at the point of entry into the legal profession have already done considerable damage to the fair name of the profession and lowered its standard to a considerable extent. Much has been said here about corruption in the country. It has pained me to hear about corruption in the judiciary. I do not say that the members of the judiciary are all angels. There are black sheeps in every country, class or society. But have we considered that it takes two hands to clap. Dishonesty is a two way taffic. Let us search our own hearts and we shall get the answer.

The profession of law is learned art and must be based on ideals of services and practised in that spirit. Where freedom, justice and human rights do not exist, the Bar Association cannot live. It should therefore, be our earnest endevour to further the cause of justice through and in accordance with law. There is no better example in the whole country nay, in the world of such wonderful example of peaceful and purposeful co-existence of persons of different faith, beliefs and ideals than the Bar Association. One of the essential purpose of the constitution is to ensure freedom of the individual and the dignity of man and guarantee basic human rights. The constitution also guarantees rights of equality before law and equal protection of the law. But all said and done, liberty lies in the hearts of men and women when it dies. there is no constitution, no law and no court can save it.

Let us, therefore, dedicate ourselves to the establishment of rule of law and justice and secure the blessings of liberty to ourselves and our posterity.

I thank you once again for the kind and generouse hospitality and wish you all god-speed and the best of luck.

With these words, I salute the learned members of the Barisal Bar Association and extend to them my heartiest congratulations and best wishes on this great and happy occasions.

KHODA HAFIZ.

www.pathagar.com

বাংলাদেশ দর্শন সমিতির সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণ

বিশিষ্ট বিদ্বৎসমাজ ও বুদ্ধিজীবীদের এই সমাবেশে কিছু কথা বলার সুযোগ পেয়ে আমি প্রকৃত অর্থেই সম্মানিত বোধ করছি। আপনাদের সানুগ্রহ আমন্ত্রণে সাড়া দেবার সময় আমি ইতস্ততঃ বোধ করেছি, কারণ আমি আমার সীমাবদ্ধতা ও ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিফহাল। বুদ্ধিজীবী কথাটির সাধারণ অর্থে আমি বিদ্বজ্জন নই পন্ডিতও নই। তা সত্ত্বেও আমি কিছুটা সাহস সঞ্চয় করলাম যাতে আপনাদের মতো বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীদের সাহচর্যে আমি নিজের জ্ঞান ও শিক্ষা বৃদ্ধি করতে পারি। আপনাদের এই সানুগ্রহ আমন্ত্রণের জন্য জানাই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

আপনারা জানেন, পেশাগতভাবে আমি একেবারে ভিন্নজগতের মানুষ। আইন সর্বদাই এবং এখনও আমার একমাত্র প্রিয় বিষয়। আমার বন্ধু বিদ্যার্থীদের কাছে কিছু বলার আগে (আমি আপনাদের বিদ্যার্থী বলছি এই কারণে যে, আমার এই পরিণত বয়সেও আমি বিদ্যাচর্চা থেকে নিবৃত্ত হইনি) আমি এখানে উপস্থিত ও অনুপস্থিত সব শিক্ষক ও অধ্যাপককে আমার সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানাতে চাই। কারণ তাঁরাই এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মের জ্ঞানের দীপশিখার ঔজ্জ্বল্যকে বহন করে নিয়ে চলেছেন। তাঁরা প্রচারণা- নিরপেক্ষভাবে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ কাজে নিজেদের ব্যাপৃত রেখেছেন। এঁদের কয়েকজন আবার একাগ্রচিত্তে ও এককভাবে গবেষণার কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁদের এই

উৎসর্গীকৃত কর্ম মানবিক বোধে নিঃস্বার্থ চরিত্রকেই প্রতিফলিত করে। প্রাচীনকালে সম্রাট ও রাজন্যবর্গ জ্ঞানী ব্যক্তির চরণতলে উপনিবেশনকে এক মর্যাদাপূর্ণ অধিকার বলে গণ্য করতেন। জ্ঞানী ও পন্ডিতব্যক্তিদের জন্য সমাজের সর্বোচ্চ স্থান নির্দিষ্ট ছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে আজ আমরা বুদ্ধিজীবী কথাটিকে নিচু স্তরে নামিয়ে এনেছি এবং ঐ বিশেষ শব্দটির অবমূল্যায়নও ঘটেছে। আজ বুদ্ধিজীবী কথাটির অর্থ হল সেই ব্যক্তি যে জানে রুটির কোন্ পিঠে মাখন লাগানো আছে। আমার

www.pathagar.com

বিচারে শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হল দু'টিঃ আমাদের বোধশক্তি বৃদ্ধি করবে এবং আমাদের চারিত্রিক উৎকর্ষ সাধন করবে। সত্যি বলতে কি, ছেলে বেলায়, এমনকি ছাত্রাবস্থায় দার্শনিক বললে আমার চোখে এমন একটি মানুষের ছবি ভেসে উঠত যিনি আপনভোলা, নিজের পোষাক-পরিচ্ছদ সম্পর্কে চরম উদাসীন, পার্থিব সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি নির্লিপ্ত, তিনি এমন একজন পন্ডিত ব্যক্তি যাঁকে দেখলে অজান্তেই ভয় ও শ্রদ্ধা দুটোই মনে আসে, নিজের অজ্ঞতা ও সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন হতে হয়। আজকের এই মনোজ্ঞ সমাবেশে বিশিষ্ট দার্শনিকদের সহৃদয় সাহচর্যে এসে ও এই গুণী জ্ঞানীদের ব্যক্তিগতভাবে জানার সুযোগ পেয়ে আমার শ্রদ্ধা অনেক বেড়েছে কিন্তু ভয় সম্পূর্ণ কেটে গেছে। আপনাদের সামনে দর্শন বিষয়ে আমার তাত্ত্বিক কথা বলা ধৃষ্টতা বলে আমি মনে করি। আমার কাছে দর্শন মানে হল মানুষের নিমিত্ত এক শাস্ত্র। কারণ দর্শন অবশ্যই জনগণের স্বার্থের ও কল্যাণের সঙ্গে যুক্ত। প্রকৃতিগতভাবেই মানুষ সামাজিক জীব। অন্যান্য মানুষের সৌহার্দ্য ও সেবা নিয়েই একজন মানুষ বেঁচে থাকে। সে একটি সমাজেই জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু শুধু বেঁচে থেকেই মানুষ তুষ্ট থাকতে পারে না। কাঙ্ক্ষিত জীবন হল সৎ ও অর্থবহ। আমার মতে দার্শনিকের কাজ হল এ ধরনের অর্থবহ জীবন যাপনে মানুষকে সহায়তা করা। এ কারণে দর্শনশাস্ত্র ও চিকিৎসা বিজ্ঞানকে আমার সহোদর মনে হয়। যখন শরীর অসুস্থ হয় তখন তাকে সুস্থ করে তোলার জন্য চিকিৎসার প্রয়োজন হয়। সমাজে মানুষ যাতে সুন্দর ও সৎ জীবন যাপন করতে পারে তা নিদের্শনা দেয় দার্শনিক। তিনি কোন কিছু প্রস্তুত করতে নিমগ্ন নন। তিনি সঠিক কর্মের প্রেরণা সৃষ্টি করবেন। এ হলো মানুষে অন্তঃস্থ সদগুণ ও সৃজনশীল শক্তিকে মুক্তি দেবার ও অশুভকে সংযত করার শক্তি। তাই দর্শনশাস্ত্র কোন প্রযুক্তি নয়, দর্শন হল নৈতিক অনুপ্রেরণার আধার।

রাষ্ট্রের কর্তব্য হল মানুষের মধ্যে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা, মানুষের নৈতিক উন্নতি সাধন, ন্যায়ের সপক্ষে তার যোগ্যতাকে পরিবর্ধিত করা এবং অন্যায় ও অশুভ প্রভাব থেকে নিবৃত্ত করা। দার্শনিকেরা একটি সম্পূর্ণ সামাজিক ব্যবস্থা গড়ে তুলবেন ততটা দাবী করব না, কিন্তু মানুষকে তাঁরা ঔচিত্যবোধের সমীপবর্তী করে তুলবেন, এটা নিশ্চয়ই আশা করব।

গণতন্ত্র থেকে স্বৈরতন্ত্রে অভিস্থাপনকে প্লেটো বলেছেন, 'a process of both individual and social disintegration. স্বৈরাচারী ও স্বৈরতন্ত্রী রাষ্ট্র হল অব্যাহত নৈতিক অবমূল্যায়নের ফল এবং তা ঘটে যখন যুক্তির শাসন উচ্চাভিলাষ দ্বারা পরাস্ত হয়। সর্বগ্রাসী একনায়কত্ব প্রকৃতপক্ষে কোন শাসন ব্যবস্থা নয়, তা উলঙ্গ ক্ষমতার প্রকাশ মাত্র। এই শাসন যুক্তি ও সুবিচারের পরিপন্থী। সম্মতিবোধ ও যুক্তিবোধ প্রতি পদক্ষেপেই ব্যাহত হয়। স্বৈরাচারী ইচ্ছাই সর্বশেষ আদালত বলে গণ্য হয় এবং স্বেচ্ছাচারই প্রাধান্য পায়। শুধুমাত্র তাঁর আদেশই যথেষ্ট এবং সেই আদেশের যথার্থতা সম্পর্কে কোন বিতর্কের অবকাশ নেই। গণতান্ত্রিক সরকারের একটি স্বীকৃত ও বিশিষ্ট আদর্শকে জন লকঁ এভাবে বর্ণনা করেছেন- "সংখ্যাগরিষ্ঠের অধিকারকে স্বীকার করতে হবে।" যখনই জনগণের অভিমত অধিক মাত্রায় সহমতের পর্যায়ে পড়ে, তখনই কোন কাজ বা নীতি সম্পর্কে সম্মতির মাত্রাও বৃদ্ধি পায়। তা হলে সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন বলতে আমরা কি বুঝব যে, সংখ্যাগরিষ্ঠের অভিমতই সার্বভৌম ও নিরঙ্কুশ? সরকারী নীতির যথার্থ ও প্রজ্ঞা কি আমরা শুধু ভোট গণনা করেই বুঝব? সংখ্যাগরিষ্টের শাসন বলতে কি পরিমাপগত দিককেই গুণগত মাপের উর্দ্ধে স্থাপন করব? আমি তা মনে করি না এবং এরকম মনে করলে তা বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াতে পারে বলে আমার ধারণা। সেক্ষেত্রে তা প্রায় স্বৈরতন্ত্রের সমীপবর্তী হবে এবং আমাদের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসনও কখনও কোন অংশেই কম নিষ্ঠুর নয়। অনেক ক্ষেত্রেই তা নিষ্ঠুরতর হয়ে দাঁড়াতেও পারে। তাহলে আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন বলতে কি বুঝব? গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থায় সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছার অনুমোদনই শুধু কাম্য নয়, সংখ্যাগরিষ্ঠ অভিমতের যুক্তিবাদী বৈশিষ্ট্যকেই গ্রহণ করতে হয়। আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠের অভিমত মানতে প্রবৃত্ত হব এজন্য নয় যে, তা অধিক সংখ্যক ব্যক্তির মত, বরং তা আমরা মানবো সমাজের শ্রেষ্ঠ অভিমতের প্রতিফলন হিসেবে। সংখ্যালঘুর চেয়ে সংখ্যাগুরু অভিমতের মূল্য এই জন্যই যে, অধিক সংখ্যক ব্যক্তির অভিমত উৎকৃষ্ট হবার সম্ভাবনাই অধিক। যেমন এ্যারিস্টটল বলেছিলেনঃ For the many

www.pathagar.com

when they meet together may very likely be better than the few good. Hence the many are better judges than a single man for some understand one part, some another and among them they understand the whole"

গণতন্ত্র ও সংখ্যাগুরু শাসনের সপক্ষে মূল কথা হল সর্বোচ্চ সংখ্যক ব্যক্তির অংশগ্রহণ ও আলোচনার মধ্য দিয়ে অনুসৃত নীতি প্রায়শই স্বল্পসংখ্যক ব্যক্তির সিদ্ধান্ত অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হয়ে থাকে। তাই সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে গৃহীত সিদ্ধান্ত শুধুমাত্র সমাজের সেই অংশের নয়, প্রকৃত কথায় তা সমগ্র সমাজেরই প্রতিনিধিত্ব করে। তাছাড়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আলোচনা ও বির্তকের অবকাশ সর্বদাই থাকে, আর তাই আজ যাঁরা সংখ্যালঘু তাঁরাই প্রণোদনা পদ্ধতিতে আগামী কাল সংখ্যাগুরু বিবেচিত হতে পারেন এবং এই ব্যবস্থায় কোন সিদ্ধান্তই অনড় ও অপরিবর্তনযোগ্য নয়। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে জনসাধারণের আলোচনা ও সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে সর্বজনীন হিতকরী ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভবপর। আইনের শাসন দ্বারাই গণতন্ত্রকে বাঁচিয়ে রাখা যায়, আইনের অনুশাসনই গণতন্ত্রের একমাত্র রক্ষাকবচ, আইনের শাসনের অভাবে Democracy নেমে আসবে Mobocracy-এর পর্যায়ে। অন্যান্য ত্রুটি সত্ত্বেও গণতন্ত্র অতীতে ও বর্তমানে উইনস্টন চার্চিলের চার্চিরে ভাষায় "অন্যান্য সকল সরকার ব্যবস্থার তুলনায় কম অসন্তোষজনক।" গণতন্ত্রের বিকল্প কি? রাজতন্ত্র, গোষ্ঠীতন্ত্র, একনায়কত্ব? ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় এবং কথাটি আমাদের দেশে ক্ষেত্রেও অত্যন্ত প্রযোজ্য যে, অন্য বিকল্পগুলি এতই ভয়াবহ যে, আমাদের গণতন্ত্রে অন্ধকার দিক দেখে হতাশ হওয়ার চাইতে তার কল্যাণকর দিকটাই আমাদের বেশী করে গ্রহণ করা উচিত। এই পরিপ্রেক্ষিত মনে রেখে আমি আমাদের নিজেদের সম্পর্কে কিছু কথা বলতে চাই। প্রায় বিগত পাঁচ বছর ধরে আমাদের রাজনৈতিক, মৌলিক ও ন্যূনতম মানবিক অধিকার ছিল অপহৃত। আমরা জানি প্রত্যেক স্বাধীন নাগরিকের এগুলি জন্মগত অধিকার। অধিকার সভ্যসমাজের জন্যও মৌলিকভাবে প্রয়োজন। এসব মৌলিক মানবিক অধিকার মানুষের অন্তরে গ্রথিত থাকে এবং সেজন্যই এগুলি সংবিধানে মৌলিক অধিকার হিসেবে লিপিবদ্ধ থাকে।

স্বাধীনতা রাষ্ট্রকর্তৃক জনগণকে প্রদত্ত কোন উপহার নয়, বরং তা হল একটি স্বাধীন দেশে জনগণের অবিচ্ছেদ্য অধিকার। নাগরিকদের জন্যই রাষ্ট্রের অস্তিত্ব, রাষ্ট্রের জন্য নাগরিক নয়। এই অধিকারসমূহ যে অপহরণ করা যায় না তা জাতিসংঘ সনদেই স্বীকৃত ও গৃহীত এবং বাংলাদেশও এই সনদ ও বিভিন্ন ঘোষণায় একটি স্বাক্ষরদাতা দেশ। মানবাধিকার বিষয়ে প্রধান ঐতিহাসিক ও তাৎপর্যপূর্ণ দলিলগুলি হলঃ

(ক) ১৯৪৫ সালের ২৬ জুন স্বাক্ষরিত জাতিসংঘ সনদ (United Nations Charter)এতে মৌলিক মানবাধিকার এবং মর্যাদা গুণ সম্পর্কে শ্রদ্ধাবোধ পুনরুল্লিখিত হয়েছে। জাতিসংঘ সনদের ৫৫নং ধারায় বলা হয়েছে এই সংস্থা " সকলের জন্য মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা রক্ষায় সর্বজনীন শ্রদ্ধাবোধ" বৃদ্ধি করতে সচেষ্ট হবে। আবার ৫৬ নং ধারায় বলা হয়েছে সকল সদস্য রাষ্ট্র যৌথভাবে ও এককভাবে প্রচেষ্টা নেবে যাতে ৫৫ নং ধারায় উল্লিখিত লক্ষ্য অর্জন করা যায়।

(খ) অতঃপর গৃহীত হয় মানবাধিকার সম্পর্কে আন্তর্জাতিক ঘোষণা (Universal Declaration of Human Rights) যা জাতিসংঘে গৃহীত হয় ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর। বর্তমানে এই দলিল মানবজাতির ম্যাগনা কার্টা বলে পরিচিত। এই ঘোষণায় বলা হয়েছে, এমন এক পৃথিবী সৃষ্টি করা হবে সেখানে সকল মানুষ বাক্ ও বিশ্বাসের স্বাধীনতা ভোগ করবে, ভীতি এবং অভাব থেকে মুক্তি ও মৌলিক মানবাধিকারের নিশ্চয়তা বিধান করা যাবে। স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে সকল মানুষের মর্যাদা ও গুণের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা যাবে। ঐ ঘোষণার ২১ নং ধারায় সুস্পষ্ট ও অদ্ব্যর্থবোধক ভাষায় বলা হয়েছেঃ

(অ) "প্রত্যক্ষভাবে অথবা অবাধে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে নিজ দেশের সরকারে অংশগ্রহণের অধিকার প্রত্যেকেরই রয়েছে।"

www.pathagar.com

(আ) "জনগণের ইচ্ছাই সরকারের ক্ষমতার ভিত্তি হবে; এই ইচ্ছা সর্বজনীন ও সমান ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নৈমিত্তিকভাবে এবং প্রকৃত নির্বাচন দ্বারা ব্যক্ত হবে, গোপন ব্যালট অথবা অনুরূপ অবাধ ভোটদান পদ্ধতিতে এরূপ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।"

আমি আপনাদের মনে করিয়ে দিতে চাই যে, মানবাধিকারের সুমহান আর্দশ সমুন্নত রাখার প্রতিশ্রুতিতে গৃহীত জাতিসংঘ সনদ ও মানবাধিকার ঘোষণায় স্বাক্ষদাতা দেশের মধ্যে বাংলাদেশও একটি। আমরা কি এ বিশ্ব সংস্থা তথা সারা বিশ্বের কাছে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছি? সুতরাং পৃথিবীর কাছে জাতি হিসেবে আমাদের মর্যাদা আজ কোথায়? আপনারাই তা বিবেচনা করুন। মানবাধিকার ঘোষণা গৃহীত হবার পর আটত্রিশ বছর পার হয়ে গেছে। একটি বিষয় লক্ষণীয় যে,দিনের পর দিন মানবাধিকারের এক ধরনের রাজনৈতিক অপব্যাখ্যা দেয়া হচ্ছে ও উদ্দেশ্যমূলকভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। যদি রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করা যায় তাহলেই মানবাধিকার লঙঘনের বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়, তা না হলে যতো নিষ্ঠুর বা ভয়াবহ লঙঘনই হোক তা চেপে যাওয়া হয়। কোন কোন বিষয়ে আতিশয্যমূলক মনোযোগ দেয়া হয়, অন্যগুলি নীরবে দৃষ্টির বাইরে থেকে যায়। প্যালেস্টাইনের জনগণ তাদের নিজে জন্মভূমিতেই উদ্বাস্তু ও গৃহহীন হয়ে আছে, তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের দাবী বার বার উপেক্ষা করা হচ্ছে। এর চেয়ে মারাত্মক মানবাধিকার লঙঘনের কথা ভাবা যায় কি? যাঁরা গণতন্ত্র ও স্বাধীনতায় বিশ্বাস করেন তাঁরা বিস্ময় বিমূঢ় হয়ে দেখছেন যে, একটি পরাশক্তি দিনের পর দিন জাতিসংঘে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠের বহু সংখ্যক সিদ্ধান্তকে ভেটো দিয়ে নাকচ করে দিচ্ছে। অথচ সমগ্র পৃথিবীর জনমত হচ্ছে প্যালেস্টাইন জনগণের মাতৃভূমিতে স্বাধীনতা ভোগ করার সপক্ষে। আমাদের আফগান জনগণের জন্যও এক দুঃখজনক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। সেখানেও তারা নিজেদের সত্তা ও স্বাধীনতার জন্য অপর এক পরাশক্তির বিরুদ্ধে মরণপণ যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। যখন লক্ষ লক্ষ লোক ক্ষুধায় মারা যাচ্ছে তখন কোটি কোটি ডলার ব্যয়িত হচ্ছে অস্ত্রসজ্জায়। আমাদের মনে রাখতে হবে অস্ত্র নয়, মানুষের দ্বারাই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। আজকের পৃথিবীতে সুযোগ ও স্বার্থের জন্য আমরা অনেক মূল্যবান নীতিবোধকে কি বিসর্জন দিই নি? আজ যা একান্ত প্রয়োজন তা হল সাহস, বুদ্ধিবৃত্তিজাত সততা ও মূল্যবোধ দ্বারা গঠিত নৈতিক নেতৃত্ব। আজ সামাজিক মূল্যবোধ সম্পূর্ণতঃ ভুলুণ্ঠিত। তাই আজ সমাজে একজন মানুষ কতটা ভাল কতে পারে তা দিয়ে তার মূল্য নির্ধারিত হয় না, যার যত ক্ষতি করার ক্ষমতা তার প্রভাব প্রতিপত্তি তত-বেশী। এ জন্যই সৎ ও সজ্জন ব্যক্তিরা সমষ্টিগত জীবন থেকে নিজেদের সরিয়ে নিচ্ছেন। কিন্তু কিশোর অপরাধ সবকিছুকে ছাড়িয়ে গেছে। আজকের সমাজের শতকরা ৭৫ ভাগ অপরাধের সঙ্গে তরুণরা জড়িত। অনেক ক্ষেত্রেই তারা কিশোর। তরুণরাই দেশের মেরুদণ্ড, আর তারা যদি বিপথগামী হয় তা হলে আমাদের এই পঞ্চ-বার্ষিক বা দশমবার্ষিক পরিকল্পনার কি আর মূল্য রইল? বর্তমান পরিস্থিতি এমনই যে,আইন হল তাদের জন্যই যাঁরা তা মানতে চান, অথবা যাঁরা এতোই দুর্বল যে, আইন ভাঙতে পারেন না। আমাদের মনে রাখতে হবে, কেউ অপরাধী হিসেবে জন্মগ্রহণ করে না,সমাজই তাঁদের অপরাধী করে তোলে। সামাজিক ব্যবস্থাই এর জন্য দায়ী। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের শিক্ষাঙ্গনগুলিতে ছাত্র অসন্তোষ বিষয়ে আলোকপাত করতে চাই। শিক্ষাঙ্গনে যা ঘটেছে বা ঘটছে তার জন্য ছাত্রদের এককভাবে দায়ী করা সঠিক হবে না। ক্যাম্পাসে আজ যে অস্থিরতা,দলীয় কোন্দল এবং অস্ত্রের ঝনঝনানি দেখা যাচ্ছে তা আমাদের দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা, ভয়াবহ অর্থনৈতিক সংকট ও মূল্যবোধের অবক্ষয়ের প্রতিফলন। কারণ শিক্ষাঙ্গন এ সমাজেরই প্রতিচ্ছবি এবং সমাজের অংশ। আমরা কখনই ভুলতে পারি না আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে ছাত্রদের বীরত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা, তাঁদের আত্মবলিদানের কথা। আদর্শ ও বিশ্বাসের জন্য তাঁদের অপরিসীম আত্মত্যাগ আমাদের শ্রদ্ধা অর্জন করবেই। আমাদের মতো অনুন্নত দেশে যেখানে মৌলিক ও রাজনৈতিক অধিকার নেই সেখানে ছাত্ররা রাজনৈতিকভাবে সচেতন হয়ে উঠবে এবং জাতীয় সমস্যাসমূহে অংশগ্রহণ করবে এটাই তো স্বাভাবিক। কিন্তু তারা যেন কুচক্রী রাজনীতিকদের দ্বারা ব্যবহৃত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। বাইরের প্রভাবমুক্ত হয়ে তাঁরা যেন স্বাধীনভাবে তাদের চিন্তা, আদর্শ ও সংগঠন গড়ে তুতে পারে। আমরা ছাত্রদেরকে দেশের আশা ও ভবিষ্যৎ হিসেবে দেখতে চাই, কিন্তু আমরা কি তাদের কল্যাণ ও বুদ্ধিবৃত্তিজাত

www.pathagar.com

সমৃদ্ধির অনুকূল আচরণ করছি? আমি তাই একজন পিতা ও অভিভাবক হিসেবে রাজনৈতিক দলগুলির প্রতি আবেদন জানাচ্ছি যে, তারা যেন স্বেচ্ছায় তাদের অঙ্গদলীয় ছাত্র সংগঠনগুলির বিলোপ সাধন করেন, যাতে ছাত্ররা নিজেদের সংগঠন নিজেরাই গড়ে তুলতে পারে। আমি মনে করি ও বিশ্বাস করি যে ভবিষ্যৎ সংকট থেকে ছাত্রদের বাঁচানোর এটাই একমাত্র পথ। তারপর রয়েছে আমাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে সর্বব্যাপী দুর্নীতি। দুর্নীতি যেন আমাদের সমাজে নব্য আবিষ্কৃত 'এইডস' রোগের মত যা আমাদের জীবনের মূল ভিত্তিকে শুধু নয়, এমন কি আমাদের সমাজজীবনের প্রতিরোধ ক্ষমতাকেও নিঃশেষ করে ফেলছে। বর্তমান 'সামরিক' সরকার দুর্নীতির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে ক্ষমতায় এসেছিলো কিন্তু আজ দুর্নীতি সেই জেহাদকেই গ্রাস করেছে এবং দুর্নীতিই আজকের দিনের একমাত্র জাতীয় নীতি। প্রশাসন ও বিচার ব্যবস্থা বিকেন্দ্রীকরণের নামে আমরা প্রকৃতপক্ষে দুর্নীতিকেই বিকেন্দ্রীকৃত করেছি এবং বিচার ব্যবস্থার মর্যাদা ও ভাবমূর্তিকেই নস্যাৎ করেছি।

একই ভাবে যে কোন কাজে দায়িত্ব ব্যাখ্যা বা জবাবদিহির (accountability) দায় না থাকায় দেশ এক সংকট থেকে আর এক সংকটে নিপতিত হচ্ছে। যাঁরা দেশ শাসন করছেন তাঁরা কোন কাজের জন্যই কারো কাছে দায়ী নন। কর ধার্য করা হচ্ছে, বাড়তি মাসুল ধার্য হচ্ছে, কিন্তু যারা কর দেবে অথবা মাসুল দেবে, তারা তা দিতে পারবে কি না সে ভাবনা কারো নেই। এর ফল হচ্ছে সর্বব্যাপী মুদ্রাস্ফীতি এবং জীবনযাত্রা ব্যয়ের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি। আমরা বোঝাটানা অসহায় পশুর মত বেঁচে থাকি এবং আমাদের বেদনার কথাও কাউকে বলতে পারি না। জাতীয় বাজেটের প্রণেতারাই একমাত্র লাভ ভোগ করছেন। সামগ্রিক অবস্থা দেখলে মনে হয় সরকারী কর্মচারীদের ভোগাবিলাসের জন্যই রাষ্ট্রের অস্তিত্ব, রাষ্টের প্রয়োজনে সরকারী কর্মচারীরা নয়। গত এক বছরে নাকি আমাদের মুদ্রা ডলারের তুলনায় দশবার অবমূল্যায়ন (Devalue) করা হয়েছে। ১৯৭১ সালে এক ডলারের মূল্য ছিল চার টাকা পঞ্চাশ পয়সা আর আজ খোলা বাজারে এক ডলারের মূল্য প্রায় পঁয়ত্রিশ টাকা। প্রতিটি নিত্য প্রয়োজনীয় ও নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যের মূল্য সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে। সাধারণ জীবন যাত্রার ব্যয় বিগত এই পাঁচ বছরে প্রায় তিনগুণ বেড়ে গেছে। অথচ সেই তুলনায় আমাদের গড়পরতা আয় কিছুই বাড়ে নাই। তবুও আমরা প্রত্যেক দিনই কাগজ, রেডিও টেলিভিশনের মাধ্যমে শুনি দেশে আজ উৎপাদন ও উন্নয়নের রাজনীতি চলছে এবং অতি শীঘ্রই আমরা উন্নতির উচ্চ শিখরে পৌছে যাচ্ছি। মাথাভারী প্রশাসন, সরকারী শাহী বিলাসিতা, জনগণের অর্থের অপচয়, অপব্যয় ও দুর্নীতিতে আজ জনজীবন বিপর্যস্ত। আর আমরা অসহায়ের মত তাকিয়ে দেখছি, না হয় দুর্নীতির জোয়ারে গা ভাসিয়ে দিচ্ছি। এর চেয়ে বড় মর্মান্তিক আর কি হতে পারে? তাই আমি ১৯৮২ সালের ১৫ই মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্চ থেকে যে আহবান জানিয়েছিলাম আজও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্চ থেকে পুনরায় সেই একই আবেদন জানাচ্ছি। আসুন, আমরা সবাই মিলে দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ ও বয়কট গড়ে তুলি। আজ আমাদের জীবনে নিরাপত্তা নেই, সম্মান ও মর্যাদা এমন কি স্বাভাবিক মৃত্যুর নিশ্চয়তা পর্যন্ত নেই। আমাদের অনেক বেশী নিয়ন্ত্রণ আছে, বিপরীতে আছে অত্যন্ত সামান্য প্রশাসন; বহুসংখ্যক সরকারী সেবক, তবে নিত্যন্ত কিঞ্চিত পরিমাণ জনসেবা। আইন আছে প্রচুর কিন্তু নেই আইনের শাসন।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল গণতন্ত্র এবং মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা যা একটি স্বাধীন জাতির জন্য অপরিহার্য্য।

আমাদের স্বাধীনতার পর এই পনের বছরের মধ্যে আমরা প্রায় দশ বছর একভাবে বা অন্যভাবে সামরিক শাসনের অধীনে বাস করেছি। জরুরী প্রয়োজনের যুক্তিতে তা আমাদের ওপর চেপে বসে এবং পরে তা এক ধরনের দীর্ঘস্থায়ী রূপ পরিগ্রহ করে। এই ব্যবস্থা যা কিছু সাংবিধানিক, আইনানুগ, নৈতিক,-তার পরিপন্থী। এই পরিপ্রেক্ষিতে একটি গুরুত্বপুর্ণ প্রশ্ন মনে জাগে– সংবিধান কি ব্যর্থ হয়েছে? আমি এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ যে, সংবিধানের ভিত্তি যে নড়ে উঠেছে তার কারণ, মানুষের ঔদাসীন্য, রাজনীতিকদের ব্যাপক দুর্নীতি এবং বুদ্ধিজীবীদের অবহেলা ও নিষ্ক্রিয়তা। বর্তমান দুর্ভাগ্যজনক অবস্থার জন্য আমরা সকলেই কোন না কোনভাবে দায়ী; কেউ কেউ আমাদের কাজের

www.pathagar.com

জন্য, কেউ কেউ আমাদের কর্তব্যের আহবানে সাড়া না দেবার জন্য। একটি জাতির জীবনে এমন সময় আসে যখন নীরবতা ও নিষ্ক্রিয়তা অত্যন্ত ভয়ানক অপরাধ বলে বিবেচিত হয়। আমাদের জনসংখ্যার বিপুল অংশ এখনও নৈতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধে বিশ্বাসী। কিন্তু তারা নির্বাক নিরব সংখ্যাগরিষ্ঠ। আমি নির্দ্বিধায় বলতে চাই, সংবিধান ব্যর্থ হয়নি, কিন্তু আমাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই সংবিধানের ব্যর্থতার জন্য দায়ী, তাঁরাই জনগণকে বাঞ্ছিত লক্ষ্যে নিয়ে যেতে ব্যর্থ হয়েছেন। এই সূত্রে বিশ্ববিখ্যাত আইন বিশেষজ্ঞ জোসেফ স্টোরির স্মরণীয় একটি উক্তি উদ্ধৃত করছিঃ

"The structure has been created by architects of consumate skill and fideity; its foundations are solid, its arrangements are full of wisdom and order, its defences are impregnable. It has been reared for immortality. It may, nevertheless, perish in an hour by the folly or corruption or negligence of its only keepers- The people. They fall when the wise are banished from public conacils because they are to be honest and the profligate are rewarded because they flatter the people in order to betray them আমাদের জাতীয় ইতিহাসের প্রেক্ষিতে এই কথাগুলি কি নিদারুণভাবে সত্য প্রমাণিত হয়েছে।

আমাদের সবচেয়ে দুর্ভাগ্যের বিষয় হল আমাদের দেশে কখনই গণতন্ত্রকে সচল থাকতে দেয়া হয়নি। পাকিস্তানী শাসনামলে ১৯৫৮ থেকে ১৯৭১ সাল অবধি আমরা সামরিক জান্তার শাসনের অধীন ছিলাম। স্বাধীনতার পর পনের বছরে এক বা অন্যভাবে আমরা প্রায় দশ বছর সামরিক শাসনাধীন রয়েছি। পৃথিবীর অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশেও গণতন্ত্র পরীক্ষা- নিরীক্ষা ও ভুল ভ্রান্তির মধ্য দিয়েই শক্তি অর্জন করেছে। তৃতীয় বিশ্বের দুই-তৃতীয়াংশ ও সারা বিশ্বের অর্ধেক জনসংখ্যা অধ্যুষিত সত্তরটি দেশে আজও সামরিক স্বৈরাচারী শাসন চলছে। এঁরা নূন্যতম মানবাধিকারবিহীন মানবেতর জীবন যাপন করছে। অথচ ভৌগলিক ও রাজনৈতিক অর্থে এরাও আমাদের মত এক একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের নাগরিক। আদর্শবিহীন সামরিক শাসনের মূলচালিকা শক্তি হচ্ছে- অর্থ ও অস্ত্র। এ দুটোকেই মানুষের মনুষ্যত্ব ধ্বংসের উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা হয়, তা না হলে অবৈধ সামরিক শাসন টিকে থাকতে পারে না। যে কোন দেশে সামরিক শাসন এটা প্রমাণ করে যে সে দেশের জনগণ তাদের নিজের রাষ্ট্র পরিচালনায় অযোগ্য ও অনুপযুক্ত। কাজেই সেই দেশ বিশ্বের দরবারে আত্মমর্যাদাশীল জাতি হিসেবে মাথা উচু করে দাঁড়াতে পারে না। তাই আজ আমাদের সমবেত কণ্ঠে দাবী জানাতে হবে যে যারা বিশ্বে সামরিক শাসনকে অবৈধ ঘোষণা করে বিশ্বের কোটি কোটি নির্যাতিত মানুষকে এই অভিশাপ থেকে মুক্ত করতে হবে এবং জাতিসংঘ সনদ ও মানবাধিকার লংঘনের অপরাধে এদেরকে জাতিসংঘ থেকে বহিষ্কার করতে হবে।

পনের শত বছর আগে ইসলামই প্রথম পৃথিবীতে ঐক্য, ভ্রাতৃত্ব ও সাম্যের বাণী উচ্চারণ করে। পরে মার্কিন স্বাধীনতার ঘোষণা ও ফরাসী মানবাধিকার ঘোষণায় স্বাধীনতা ও সাম্য মানুষের মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত হয়েছেন্ব। এইসব মৌলিক অধিকারের নিজস্ব শক্তি আছে এবং কোন সরকারই এই শক্তিকে ধ্বংস করতে পারে না। সব কিছু বলার পরেও যা থাকে তা হল স্বাধীনতা ও অন্যান্য অধিকারের মত মানুষের অন্তরে বেঁচে থাকে এবং সেখানে যখন ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, কোন সংবিধান, কোন আইন বা আদালত তা বাঁচাতে পারে না।

আমি জানি সম্মেলনের মূল সুর থেকে আমি সরে এসেছি। আমি সচেতন ভাবেই তা করেছি কারণ এ ধরনের বিশিষ্ট ও জ্ঞানী গুণীজনের সমাবেশে কথা বলার সুযোগ ও ভাগ্য সব সময় হয় না। আমি মনে করি আলোচিত সমস্যাগুলি পরস্পর সংঘবদ্ধ এবং বিচ্ছিন্নভাবে সেগুলি বিচার বিবেচনা করা যায় না। আমি যে-সব সমস্যা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি সেগুলি বাস্তব রূঢ় সত্য। এর সঙ্গে কেউ কেউ দ্বিমত পোষণ করতে পারেন কিন্তু এই বাস্তব সত্যকে কেউ অস্বীকার করতে পারবেন বলে আমার মনে হয় না। এই সমস্যাগুলি অত্যন্ত গভীরভাবে আমাদের জাতীয়, রাজনৈতিক ও

www.pathagar.com

সামাজিক জীবনকে ক্ষয় করে চলেছে ও এই দুষ্ট ক্ষত সমস্বমাজদেহে ক্রমে ক্রমে ক্যানসারের ভয়াবহ রূপ নিচ্ছে। এ কারণেই আমি এগুলির প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণকে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও জরুরী বলে মনে করেছি। আপনারা দেশের জ্ঞানী গুণী চিন্তাবিদ। দর্শন বাস্তবতা বিবর্জিত কোন শাস্ত্র নয়। মানুষকে নিয়ে ও তার কল্যাণের জন্যই এই দর্শনশাস্ত্র। এই প্রসঙ্গে আমি আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই প্লেটোর অবিস্মরণীয় একটি মূল্যবান উক্তি –"রাষ্ট্রনায়ক হবে দার্শনিক ৎ- এই উক্তির মধ্যেই রয়েছে আদর্শ রাষ্ট্রের নির্দেশনা । অর্থাৎ রাষ্ট্রনায়ককে হতে হবে সৎ সজ্জন, প্রজ্ঞাবান ও সকল প্রকার অন্যায় ও অনাচারের উর্ধ্বে। জ্ঞানের সঙ্গে পূণ্যের সংযোগই হবে রাষ্ট্রনীতির আদর্শ। দেশ আজ তলাবিহীন ঝুড়ির সাথে পরিণত হয়েছে হাল বিহীন এক নৌকায়। সব সমস্যার সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ মুল্যায়ন ও বিচার বিবেচনা একান্ত ও জরুরী প্রয়োজন। রাজনীতিবিদরা নিজ স্বার্থ নিয়ে এতই ব্যস্ত যে এসব সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাবার তাদের সময় কোথায়? অর্থনীতিবিদরা তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ দ্বারাই দেশের অর্থনৈতিক সংকটের সমাধান করতে চান। বুদ্ধিজীবীরাও সমস্যার প্রচন্ডতায় ও জটিলতায় বিমূঢ় ও নির্বাক হয়ে গেছেন বলে মনে হয়। আজ নিরুপায় ও অসহায় জাতির একমাত্র আশা ও ভরসা আল্লাহর রহমত। কিন্তু আল্লাহই বলেছেন যে জাতি নিজের ভাগ্য পরিবর্তনের চেষ্টা করে না আমি তাকে সাহায্য করি না। তাই জাতি আজ এই ক্রান্তিলগ্নে ঐকান্তিকভাবে কামনা করে সঠিক নির্দেশনা। আমাদের ভবিষ্যত বংশধরদের জন্য কি আমরা শুধু এই আদর্শ ও মূল্যবোধহীন কলঙ্কিত বর্তমানকেই ঐতিহ্য হিসেবে রেখে যাব?

পরাধীনতার আমলেও যে মূল্যবোধকে আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে সযত্নে জীবনের অংশ হিসেবে লালন ও পালন করেছি ,সেই মূল্যবোধ আজ লুপ্ত প্রায়। ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবন থেকে আমরা এসব মূল্যবোধকে বিসর্জন দিয়ে যতই স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের বুলি আওড়াইনা কেন তা নিছক প্রহসন ও আত্মপ্রবঞ্চনারই সামিল হবে। সব কিছু দেখেও আমরা দেখছি না। প্রত্যেকেই হতাশায় ভুগছি। আর কিছু করার নেই– এ জাতীয় একটা নৈরাজ্যবোধ সকলকে গ্রাস করেছে। তাই আজ আপনাদের কাছে আন্তরিক আবেদন, আপনারা আমাদের শ্রদ্ধেয় জ্ঞানী-গুণী চিন্তাবিদ। আপনারা এগিয়ে এসে জাতি ও সমাজকে এই নৈরাজ্য,হতাশা ও অবক্ষয় থেকে রক্ষা করুন , সঠিক সেই জীবনদর্শনের রূপরেখা দিন যে সমাজ ব্যবস্থায় মানুষের প্রকৃত মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটবে, মূল্যবোধের অবক্ষয়ের পথ বন্ধ হবে ও মানুষ সত্যিকার অর্থে অল্লাহর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হিসেবে মাথা উচুঁ করে দাঁড়াতে পারবে। আমি আমার বক্তব্য আর দীর্ঘায়িত করে আপনাদের মূল্যবান সময় নষ্ট করতে চাই না। আপনাদের ধৈর্য ও সহনশীলতার জন্য আমি কৃতজ্ঞ । যদি এই গুণী-জ্ঞানীদের সমাবেশে একজনের মনেও আমি কিঞ্চিত সাড়া জাগাতে পেরে থাকি তাহলে আমি আমার শ্রম ও প্রচেষ্টাকে সার্থক মনে করব। এই মহতি সম্মেলনে আমাকে শরীক হওয়ার সুযোগ দানের জন্য আমি এই সম্মেলনের কর্মকর্তা বিশেষ করে সম্মেলনের মূল সভাপতি অধ্যাপক আমিনুল ইসলাম ও সুযোগ্য সম্পাদক অধ্যাপক কাজি নুরুল ইসলাম সহ সবাইকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ। সম্মেলনের সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করে আমি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।

'খোদা হাফেজ'

(১৯৮৬ সালে চট্টগ্রামে বাংলাদেশ দর্শন সমিতির সপ্তম সাধারণ সম্মেলনে প্রধান অতিথি বিচারপতি আবদুর রহমান চৌধুরীর ভাষণ)

www.pathagar.com

INTERNATIONAL CONFERENCE ON KASHMIR

KEY-NOTE SPEECH

BY

JUSTICE ABDUR RAHMAN CHOWDHURY

- GUEST OF HONOUR

The plight of our Kashmir brethren is not only too tragic for words but is also too deep for tears. For about half a century now we have been witnessing in Kashmir not only the flagrant violation of all international norms and democratic values but also the trampling down of all basic Human Rights and moral values. The tragic history

www.pathagar.com

of Kashmir is too wellknown to be repeated. At the time of the partition of the Indian Subcontinent, Jammu and Kashmir had 77% Muslime population which is now more than 80%. The British government sold the state of Jammu Kashmir along with people to the Hindu Dogra Moharaja for a paltry sum of Tk.70 lacs for the loyal services randered to the British Raj. The invasion and subsequent annexation of major part of Jammu and Kashmir by India in 1947 despite the standstill agreement signed by the Moharaja of Jammu and Kashmir of 15th August, 1947 being inforçe, the Indian aggression is comparable only to the Nazi aggression and occupation of Europe by Hitler and at the present time the aggressions & occupation of Kuwait by Iraq. It may be recalled that it was India which first approched the United Nations Security Council with a complaint against allaged aggression by Pakistan. By resolution dated 21st April, 1948. The United Nations Security Council held that the occupation & annexation of Kashmir by India was illegal and ingalid and secondly, all foreign forces must be withdrown from the soil of Kashmir and a plebiscite must be held under the auspices and supervision of United Nations to determine the future of Kashmir. As a follow-up to the said resolution United Nations Commission on Kashmir was established to implement and supervise the ceasesfire between India and Pakistan in Kashmir.

The so-called Instrument of Accession which the Moharaja of Jammu & Kashmir was forced to sign on 26th October, 1947 was a document of gross betrayal and an act of perfidy by India committed on the people of Kashmir. But it is partinent to recall the even while accapting the Instrument of Accession India added a written condition and pledge that the final decision on the fate & status of Kashmir shall be decided by the people of Kashmir. The successive United Nations mediators Admiral Nimitz, Owen Dixon and Dr. Graham reported failure because of India's unreasonable intransigence in complying with and implement the United Nations resolution on Kashmir to which both India and Pakistan along with the rest of the world had pledged their support and affirmance.

Allow me to recall the preamble of the United Nations Charter adopted in 1945 to which one hundred and sixty nations of the world are to day signatories and pledge bound to honour, observe and implement. The preamble reads as follows:

CHARTER OF THE UNITED NATIONS

We the peoples of the United Nations determined

"to save succeeding generations from the scourge of war, which twich in our lifetime has brought untold sorrow to mankind, and to reaffirm faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person, in the equal rights of men and women and of nations large and small, and

to establish conditions under which Justice and respect for the obligations arising from treaties and other source of international law can be maintained, and

to promote social progress and better standards of life in larger freedom";

www.pathagar.com

ARTICLE 3 OF THE UN CHARTER READS AS FOLLOWS:

" To achieve international co-operation in solving international problems of an economic, social, cultural or humanitarian character and in promoting and encouraging respect for human rights and for fundamental freedoms for all in all without distinction as to race, sex, language or religion";

THE UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS

adopted unanimously by the United Nations of 10th December, 1948 catagorically and unacquiable declares:

PREAMBLE

"Whereas recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, Justice and peace in the world.

Whereas disregard and conteimpt for human rights have resulted in barbarous acts which have outraged the conscience of mankind and the advent of a world in which human beings shall enjoy freedom of speech and belief and freedom from fear and want has been proclaimed as the highest aspiration of the common people.

Whereas it is essential, if man is not be compelled to have recourse as a last resort, to rebellion against tyranny and oppression, that human rights should be protected by the rule of law".

Since India has deliberately and persistantly violated the unanimous United Nations resolutions for a plebiscite in Kashmir, it is now high time to invoke Articles 40,41,42,43 of the United Nations Charter which provide for punitive measures including application of economic sanctions and finally, the use of armed forces for the compliance and implementation of UN resolution.

Article 52 the United Nations Charter empowers regional organisations like OIC, ASEAN and SAARC also to deal with matters relating to the maintainance of peace & of security as are appropriate for regional action and not contrary to the purposes and principles of the United Nations.

THE UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS categorically and unequivocally lays down as follows:

ARTICLE -3

" Everyone has the right to life, liberty and security of person".

ARTICLE -5

" No one shall be subjected to torture or to cruel, in-human or degrading treatment or punishment;"

ARTICLE -8

"Everyone has the right to an effective remedy by the competent national tribunals for acts violating the fundamental rights granted him by the constitution or by law."

ARTICLE -9

" No one shall be subjected to arbitrary arrest, detention or exile".

ARTICLE -10

"Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an

www.pathagar.com

independent and impartial tribunal, in the determination of his rights and obligations and of any criminal charge against him."

ARTICLE -11

" (1) Everyone charged with a penal offence has the right to do presumed innocent until proved guilty according to law in a public trial at which he has had all the guarantees necessary for his defence (2) Now one shall be held guilty of any penal offence on account of any act or omission which did not constitute a penal offence, under national or international law, at the time when it was committed. Now shall a heavier penalty be imposed than the one that was applicable at the time the penal offence was committed."

ARTICLE-12

"Now one shall be subjected to arbitrary interfence with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon him honour and reputation everyone has the right to the protection of the law against such intefeorence or attacks."

ARTICLE-21

"(3) The will of the people shall be the basis of the authority of government, this will shall be expressed in periodic and genuine elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret vote or by equivalent free voting procedures."

When findly India decided to annex the state of Jammu and Kashmir by convening a so-called constituents assembly with the help and assistance of the late Sk. Abdullah, Pakistan formally drew the attetion of the Security Council which led to the adoption of a unanimous resolution by the Security Council on 30th March, 1951 which categorically declared as follows.

"Affirming that the convening of constituent assembly recommended by the General Council of the all Jammu and Kashmir National Conference and any action that assembly might attempt to take to determine the future shape and affiliation of the entire state or any part thereof would not constitute a disposition of the state in accordance with the principles contained in unanimous U.N. resolutions dated 13th August. 1948 and 5th January, 1949." The aforesaid resolution was reaffairmed by the security council by another unanimous resolution adopted of 24th January, 1957 which was as follows:

"The security council reafforms the affirmation in its resolution of March 30, 1951 and declares that the comenting of a Constitutent Assembly as recommended by the General Council of the All Jammu and Kashmir National Conference and any action that Assembly may have taken or might attempt of take to determine the future shape and allidiation of the entire state of any part there for action by the parties concerned in support of any such action by the Assembly would not constitute a disposition of the state in accordence with the above principles."

on16th May, 1964 the then President of the Security Council categorically stated:

www.pathagar.com

"The people of Jammu and Kashmir laid down their arms and stopped their struggle for liberation because the United Nations, the Government of India and Pakistan assured them that the object which they were crusading and battling for, was undoubtedly their right and they would have their right through the peaceful means of a plebiscite,"

It is also partinent to recall in this connection that on 27th October, 1947 the late Pandit Jawaharlal Nehru, the then Prime Minister of India in similar messages to the Prime Ministers of Britain & Pakistan stated in categorical terms as follows:

" our view which we have repeatedly made public is that the question of accession in any disputed territory or state must be decided in accordence with wishes of the people and we adhere to this" (Telegram No. 402 Primin 2227 dated 27th October, 1947)

In a second telegram to the Prime Minister of Pakistan on 28th October, 1947 pandit Nehru reterated that :

" In regard to accession it has been made clear that this is subject to reference to people of state and their decision "(telegram No. 413 dated 28th October, 1947)

On 31st October 1947 in another telegram to the Prime Minister of Pakistan Pandit Nehru reaffirmed that :

"The people of Kashmir would decide the question of accession, it is open to them to accede to either dominion" (telegram No. 255 dated 31st October, 1947)

Even the Simpal Agreement between India & Pakistan signed on 2nd July, 1972 clearly stated:

" (i) that the principles and purposes of the Charter of the United Nations shall gvern the relations between the two countries".

(ii) That the two countries are resolved to settle their difference peaceful means though bilatteral negotiations or by any other peaceful means mutually agreed upon between them."

All those International agreement obligations and norms have been thrown to the winds by India, the self proclaimed champion of freedom, democracy and fuman Rights India today brazen facedly claims kashmir to be an integral part of India which Kashmir had never been nor shall it over be. When the Kashmiris have finally regained their souls they have rison in an unprecedented revolt which India is now trying to suppress by mass killing, rape, arson and looting, In one word, a reign of terror have been let loose which has put even the carnages of Chengis Khan and Halaku than to shame.

Against these back-drop I must admit that there are still some sane, sober and conscientious presons still living in India who have in answar to the call of their conscience have given out some home truths.

An eminent Indian Mr. Santosh Bharatiya after a recent extensive tour of the Kashmir vallay wrote an illumaniting article in the Illustrated Weekly of India on April 22, 1990. He candidly said:

www.pathagar.com

"All of them talk of independence. They desire that the promises made to them by Jawaharlal Nehru to hold a plebiscite there, he fulfilled now,..... The rulers behaved as if they were dealing with their, salves and it was as a result of all these that the demand for independence grew.....The average Kashmiri is not pro-Pakistan, only those who want to instil the fear of Pakistan in the rest of the country, to continue unbridled exploitation in Kashmir are pro-Pakistan. We have to accept in all earnestnes & honesty the injustices that were meted out to Kashmir.

The Human Rights Committee of India after an extensive on the spot Inquiry in Kashmir had catergorically addmitted that in the name of fighting 'terrorism', the Indian military and para- military forces are in fact, in dulging in indiscriminate killing & untold barbarism on the innocent people of Kashmir. The committee has also narrated the various acts of killing, repression and rape in details date wise. I don't think any further comment is called for on these statements from the responsible & eminent Indians.

The entire Islamic 'Ummah' is today engaged in a life and death struggle for its very survival, The invasion & occupation of Kuwait by Saddam Hossain has in fact, achieved for Israel and the enemies of Islam what they could not have done for at least next hundred years. There are reasons and some justifiable reasons also to be passimistic about what we see all around us today. But every cloud has a silver lining and it is said that out of the evil cometh good. there is also the great saying, "Islam zinda hota hai har karbala ke bad." So let us not loose heart, let us not desnair. After all with unflinching faith in our righteous cause and Islam, victory inshallah shall be ours. Kashmir in and shall always remain an integral independent & sovereign part of our great Islami Ummah.

Let us. therefore, rededicate ourselves to the ideals, values and the spirit which earned us a place in the comity of nations as a free and sovereign nation The spirit of liberty will always remain the eternal flame. Liberty, like rights. lives in the hearts of men and women and when It dies there, no constitution. no law and no court can save it.

9th September, 1990

Wembly Hall

London.

www.pathagar.com

বাংলাদেশ-বসনিয়া সলিডারিটি ফ্রন্ট

(সাংবাদিক সম্মেলন)

ফ্রন্টের চেয়ারম্যান

বিচারপতি আবদুর রহমান চৌধুরীর বক্তব্য

সম্মানিত সাংবাদিক বন্ধুগণ,

আস্‌সালামু আলাইকুম।

সাংবাদিক সম্মেলনের শুরুতেই আপনাদের জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও মোবারকবাদ। আজ আমরা দুনিয়ার এক নির্যাতিত জনপদ বসনিয়া-হার্জেগোভিনার বাসিন্দাদের অবিরাম ধ্বংসযজ্ঞ ও অসহনীয় দুর্দশার ব্যাপারে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

প্রকৃতপক্ষে যেদিন থেকে ইউরোপের সদ্য স্বাধীন এ ক্ষুদ্র মুসলিম জনগোষ্ঠীর উপর নির্যাতন শুরু হয়েছে সেদিন থেকেই সমগ্র মুসলিম জাতি ও গণতান্ত্রিক বিশ্বকে এ ব্যাপারে সোচ্চার ও প্রতিবাদমুখর হওয়া উচিত ছিল। বিশ্বের ২য় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র বাংলাদেশের জনগণের পক্ষ থেকে আমাদের আজকের এ উদ্যোগ সেই বিলম্বিত প্রচেষ্টারই একটি সম্পূরক আয়োজন।

সাংবাদিক ভাইয়েরা,

www.pathagar.com

বসনিয়া-হার্জেগোভিনায় সার্বরা আজ দীর্ঘদিন যাবত অমানবিক লোমহর্ষক ও মানবেতিহাসের এক জঘন্যতম হত্যাকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে। যার চূড়ান্ত উদ্দেশ্য ইউরোপের বুক থেকে সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ের বিলুপ্তি এবং সেখান থেকে ইসলামকে চিরতরে বিদায় দেয়া। সার্বদের নির্যাতনের যে সব কাহিনী নিষেধাজ্ঞা ও ষড়যন্ত্রের বেড়া ডিঙ্গিয়ে পত্র-পত্রিকা ও অন্যান্য প্রচার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে তা হিটলারের নাজী বাহিনী, ইরানের শাহ এর সাভাক আর রাশিয়ার কেজিবিস্বর নির্যাতনের সীমাকেও ছাড়িয়ে গিয়েছে। এসব নির্যাতনের কথা কল্পনা করলেও বিবেকবান মানুষ অস্থির হয়ে পড়ার কথা। বিশেষ করে যেভাবে তারা মুসলিম তরুণদের হত্যা করেছে, তরুণী ও শিশুদের উপর পাশবিক নির্যাতন ও হত্যাযজ্ঞ চালাচ্ছে তা দেখে পাষণ্ডও ভীত না হয়ে পারে না। তাদের এ হিংস্রতা ও অমানবিকতা সকল মানবতাকে হত্যা করার শামিল।

দীর্ঘদিন বসনিয়ার মুসলমানগণ সরকারের সাথে সকল প্রকার সহযোগিতা প্রদান করে সাবেক যুগোশ্লোভিয়ায় বসবার করে আসছিল। সমাজতন্ত্রের পতনের পর পরই বসনিয়া-হার্জেগোভিনাসহ অন্যান্য রাষ্ট্রসমূহ স্বাধীনভাবে আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু খৃষ্টান রাষ্ট্রসমূহকে অগ্রসর হতে দেয়া হলেও পাশ্চাত্যের ধুরন্ধররা সুকৌশলে মুসলিম অধ্যুষিত বসনিয়াকে টুকরা টুকরা করে এটিকে কেবল একটি মৃতভূমিতে পরিণত করার ষড়যন্ত্র শুরু করে। এ ষড়যন্ত্রের ধারাবাহিকতাতেই সেখানে বর্তমানে অমানবিক নির্যাতন পরিচালিত হচ্ছে। বিশ্ববাসী আজ হতবাক হয়ে লক্ষ্য করছে যে, ইউরোপ তার অতীত ক্রুশেডের কায়দায় আবারও নতুন করে বসনিয়ার মুসলমানদের ধ্বংসের তাণ্ডব নৃত্যে মতোয়ারা হয়ে উঠেছে।

বন্ধুগণ,

বসনিয়ার মানুষের এর দুর্ভোগ ও ধ্বংস প্রক্রিয়া যখন চলছে তখনও পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার নামে জাতিসংঘসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা বিদ্যমান। বসনিয়ায় জাতিসংঘের তথাকথিত শান্তি আলোচনার দোহাই দিয়ে দিয়ে এ নির্যাতনকে প্রলম্বিত করা হচ্ছে। বসনিয়ার মুসলমানদের উপর অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে রেখে জাতিসংঘ সার্বীয়দের মুসলিম নিধন প্রোগ্রামে নীরব সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে। বিশ্বের ১নং শক্তি আমেরিকা বসনীয়দের ব্যাপারে করণীয় নির্ধারণে দীর্ঘ কালক্ষেপন শেষে ইউরোপীয় গোষ্ঠীর দোহাই দিয়ে চুপ হয়ে আছে। সবকিছু মিলিয়ে বিশ্ব সংস্থা ও মানবাধিকারের ব্যাপারে সোচ্চার শক্তিসমূহ এই একটি বিষয়ে নির্বিকার ভূমিকা পালন করে কার্যতঃ সার্বীয়দের হত্যাজ্ঞকে সহজতর ও বৈধ করে দিয়েছে।

অথচ আমরা লক্ষ্য করছি সোমালিয়ায় জাতিসংঘ বাহিনী কথায় কথায় সোমালিয়ানদের বাড়ি ঘর ধ্বংস করছে এবং সামান্য অজুহাতেই সেখানে গোলাগুলী অব্যাহত রেখেছে। জাতিসংঘ চাইলে সার্বীয়দের ব্যাপারেও একই ভূমিকা পালন করে এ পাশবিক গণহত্যা বন্ধ করতে পারত।

আমরা মনে করি, বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার দায়িত্বে নিয়োজিত জাতিসংঘ এবং গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের ধ্বজাধারী আমেরিকা ও ইউরোপ এই নৃশংসতা বন্ধ করতে চাইলে অতি সহজেই তা পারে। এক্ষেত্রে তাদের আন্তরিকতা আজ এক বিরাট প্রশ্নের সম্মুখীন। মূলতঃ দুনিয়ায় ইসলামের উত্থানের ভয়ে ভীত পাশ্চাত্যের শক্তিসমূহ যেখানেই পারছে সেখানেই মৌলবাদ আতংক ছড়িয়ে মুসলিম নিধন ও বিলুপ্তির এক অঘোষিত ক্রুসেড শুরু করে দিয়েছে।

অপর দিকে আমাদের মুসলিম ভাইয়েরাও গভীর নিদ্রায় অচেতন হয়ে পড়ে আছেন। বিশ্বের ১২৫ কোটি মুসলমান যাদের হাতে পৃথিবীর ৪১% ভাগ সম্পদ রয়েছে তারা আজ নির্যাতিত নিগৃহীত হচ্ছে কেন? কেন বসনিয়া-হার্জেগোভিনায় এই নির্যাতন মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ ও সোচ্চার করতে পারলো না? কেন আজ পর্যন্ত একটি বৃহৎ ও ধনী মুসলিম দেশও তৈলাস্ত্র প্রয়োগে এগিয়ে আসতে পারলো না? -আজ এগুলোই ভাববার বিষয়।

ওআইসিস্বর মত একটি বৃহৎ ফোরাম থাকতে মুসলমানরা পৃথিবীর দিকে দিকে যখন নির্যাতিত হচ্ছে, তখন তার ভূমিকা পর্যালোচনা করে দেখা দরকার। এক কথায় আজ বলতে গেলে স্বীকার করতে হয় যে, বসনিয়া টেষ্টে ওআইসি ও মুসলিম বিশ্ব পরাজিত হয়েছে। রিলিফ বিতরণ ও খাদ্য

www.pathagar.com

আজ বসনিয়ার প্রধান সমস্যা নয়। সমস্যা সেখানকার মুসলমানদের বাঁচা মরার। একটি স্বাধীন জাতি হিসাবে ওরা পৃথিবীতে মাথা উঁচু করে বাঁচতে চায়। আর সার্বীয় বাহিনী এবং তাদের সহযোগী পাশ্চাত্য শক্তিসমূহ চায় তাদের অস্তিত্ব তিলে তিলে বিলুপ্ত করে দিতে।

এমতাবস্থায় মুসলমান রাষ্ট্র ও ফোরামসমূহের যে সাহসী ভূমিকা থাকা দরকার ছিল কেউই তা দেখাতে পারে নি। বিশ্বের ৬৫ টি মুসলিম দেশ একযোগে এ পরাজয়ের গ্লানি বহন করছে। আমরা মনে করি, এখনই মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার সময়। মুসলমানদের অগ্রগতি ও টিকে থাকার লক্ষ্যে আজ কার্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। তা না হলে শীঘ্রই মুসলমানদের একমাত্র সম্বল হবে চোখের পানি যা কেবলমাত্র ধ্বংস লীলারই সাক্ষ্য বহণ করবে।

বন্ধুগণ,

আজ বসনিয়ার পাশাপাশি বাংলাদেশের বিষয়ে দুয়একটি কথা বলতে হয়। আমাদের অবস্থাও ভবিষ্যতে বসনিয়ার মত হয়ে গেলে তাতে আশ্চর্য্য হওয়ার কিছু থাকবে বলে মনে হয় না। মুসলিম বিশ্ব থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন, তিন দিক থেকে একটি বিশাল সম্প্রসারণবাদী সাম্প্রদায়িক দেশ পরিবেষ্টিত বাংলাদেশের মুসলমানরাও যে বসনিয়ার মুসলমানদের পরিণতি ভোগ করবে না তা জোর দিয়ে বলা কঠিন। বাবরী মসজিদ ধ্বংসের পর আমাদের বৃহৎ প্রতিবেশী ক্রমাগত সেই হীন ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নের দিকেই এগিয়ে যাচ্ছে।

পূর্বের বাফার স্টেট-বার্মাও এখন আগের অবস্থায় নেই। রোহিঙ্গা মুসলমানদের বিতারণ ও তৎপরবর্তীকালে বার্মা দিন দিন মুসলিম বিদ্বেষী হয়ে চলছে। এ অবস্থায় বাংলাদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব ও মুসলিম জনগোষ্ঠীর অস্তিত্বের স্বার্থে জাতীয় ঐক্যই একমাত্র সম্বল বলে আমরা মনে করি। বাংলাদেশীদের আজ বসনিয়ার অবস্থার দিকে ধাবিত হওয়ার আগেই ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। এক্ষেত্রে সকল প্রকার দলগত পার্থক্য ও হীনমন্যতা পরিহার করে এগিয়ে আসতে হবে।

বন্ধুগণ,

বসনিয়া-হার্জেগোভিনার মুসলমানদের আর্ত চিৎকার ও তাদের উপর পরিচালিত নির্যাতনের এক বিচ্ছিন্ন ও ক্ষুদ্র অংশই আজ দুনিয়াবাসী জানতে পারছে। আন্তর্জাতিক তথ্যপ্রবাহের একমাত্র নিয়ন্ত্রক শক্তিসমূহ ইসলামের বিরুদ্ধে। সার্বীয়দের পক্ষে। মানবিকতা পুরাপুরি শেষ হয়ে যায় নি বলেই ষড়যন্ত্রের পরও কিছু কিছু তথ্য দুনিয়ার কাছে বেরিয়ে আসছে। বসনিয়ার মুসলমান মা বোনেরা আমাদেরই মা, বোন। তাদের সন্তানেরা আমাদেরই সন্তান। বসনিয়ান মুসলমানদের ইজ্জত আব্রু আমাদেরই ইজ্জত আব্রু। আজ তারা যেমন বিপন্ন, নীরব দর্শকের মত পড়ে থাকলে আমাদেরকেও তেমনি বিপন্ন হতে হবে। জাতিসংঘ, আমেরিকা আর ইউরোপের অনুগ্রহের আপেক্ষায় থাকলে এক নীরব ক্রুসেডের শিকার হয়ে মুসলিম দুনিয়াকেও আস্তে আস্তে নিজ অস্তিত্ব হারাতে হবে। তাই আমরা সমগ্র পৃথিবীর মুসলমানদের দলমতসহ সকল প্রকার পার্থক্য ভুলে গিয়ে এক কাতারে দাঁড়িয়ে বসনিয়ায় চলমান জুলুম ও গণহত্যার বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার আহবান জানাই।

আমরা মুসলিম রাষ্ট্র প্রধানগণ নিজ নিজ সামর্থ অনুসারে ভূমিক রাখা এবং ওআইসি, আরব লীগ, জি সি সি, একোসহ মুসলিম সংস্থাসমূহকে হটকারিতা ও পরাজিত মানসিকতা পরিহার করে বসনিয়ার মুলসমানদের ব্যাপারে কার্যকর ভূমিকা পালনের উদাত্ত আহবান জানাচ্ছি।

আমরা দাবী জানাচ্ছি যে বসনিয়া-হার্জেগোভিনা সমস্যার স্থায়ী সমাধান খুঁজে বের করার পূর্বে-

১। অবিলম্বে বসনীয় সরকার ও জনগণের ওপর থেকে অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে তাদেরকে আত্মরক্ষার মৌলিক মানবীয় অধিকারের স্বীকৃতি দিতে হবে।

২। সার্বিয়া ও ক্রোয়েশিয়ানদের বন্দী শিবিরে অন্যায়ভাবে আটকে রাখা লাখ লাখ মুসলিম নরনারীর পৈচাশিক জুলুম ও আহার, নিদ্রাহীন অবস্থায় ধুকে ধুরে মরার হাত থেকে অবিলম্বে মুক্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

www.pathagar.com

৩। বসনিয়ার মুসলিম বাসিন্দাদের অবিলম্বে নিজ নিজ বাড়ীঘরে নিরাপদে ফিরে যাওয়ার বন্দোবস্ত করতে হবে। এবং সকল অধিকৃত ভূখণ্ড মুসলিম বাসিন্দাদের ফেরৎ দিতে হবে।

৪। বাইরের সকল প্রকার চাপ ও হুমকী পরিহার করে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বসনিয়ার জনগণকে তাদের রাজনৈতিক ভাগ্য নির্ধারণের সুযোগ অব্যাহত রেখে এ অঞ্চলের লোকদের মৌলিক মানবীয় অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।

৫। বসনিয়ায় কর্মরত জাতিসংঘ বাহিনীতে ওআইসিভুক্ত মুসলিম দেশসমুহের সামরিক অফিসারদের গরিষ্ঠতা নিশ্চিত করে পুণর্গঠন করতে হবে। মুসলিম বিদ্বেষী, লম্পট ও চরিত্রহীন এবং রাশিয়া ও গ্রীসসহ যে সমস্ত দেশের সেনাবাহিনী সার্বিয়দের সাথে মিলে বসনিয়ান মুসলিম নিধনযজ্ঞে অংশীদার রয়েছে সে সমস্ত দেশের কোন সৈন্য বসনিয়ায় জাতিসংঘ শান্তি রক্ষা বাহিনীতে থাকতে পারবে না।

আমরা বিশ্বাস করি, বসনিয়ায় মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার পক্ষে উপরোক্ত শর্তাবলী অবিলম্বে বাস্তবায়ন করা দরকার। অন্যথায় ২১ শত শতাব্দীর এ বিশ্ব শান্তিকামী ও সভ্য মানুষের বসবাসের উপযোগী না থেকে শুধুমাত্র রক্ত পিপাসু দানবদের বিচরণ ক্ষেত্রে পরিণত হবে।

এ উদ্দেশ্যে বিশ্ব জনমত গড়ে তোলার প্রচেষ্টায় আমরা ওআইসি, আরব লীগ, জিসিসি, মাগরেব ইউনিয়ন, আসিয়ান, ইকো ও রাবেতাসহ মুসলিম বিশ্বের সরকার, জনগণ ও সকল সরকারী ও বেসকারী সংস্থা ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব সমূহকেঃ

১। জুন মাসের শেষ সপ্তাহকে (৪-১০ মহরম) "বসনিয়ান মুসলিম সলিডারিটি সপ্তাহঃ পালনের আহবান জানাচ্ছি।

২। এ সপ্তাহের কর্মসূচীতে জুমার খুতবায় বসনিয়ান মুসলমানদের অবস্থা বর্ণনা, জুমা, ফজর ও এশার জামাতে "কুনুতে নাজেলাঃ পাঠ এবং বিশেষ দোয়ার ব্যবস্থা, পোষ্টার লিফলেট ও পুস্তিকা বিতরণ, জুলুমের আলোক চিত্র ভিডিও প্রদর্শনীসহ ব্যাপক গণসংযোগ, সেমিনার/সিম্পোজিয়াম ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠান, জনসভা র‍্যালী ও বিক্ষোভ প্রদর্শনসহ জনমত সৃষ্টির জন্য নিজ নিজ অবস্থা অনুযায়ী সকল প্রকার প্রচেষ্টা চালানোর অনুরোধ করছি।

উপসংহারে আমরা আরজ করতে চাই যে, যেহেতু বসনিয়া-হারজেগোভিনার নিপীড়িত মুসলমানদের আজ প্রয়োজন তাদের বেঁচে থাকার সংগ্রামে জনশক্তি, সামরিক উপকরণ ও প্রয়োজনীয় অর্থ সরবরাহ। ইতিমধ্যে যে সকল মুসলিম রাষ্ট্র তাদের প্রতি সাহায্যের হস্ত প্রসারিত করেছে, তাদের প্রতি আমরা ধন্যবাদ জানাই। সরকারসহ অন্যান্য মুসলিম দেশসমূহ যারা এ পর্যন্ত জাতিসংঘ শান্তি বাহিনীতে সৈন্য প্রেরণ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন তাদের এ পদক্ষেপের প্রতিও আমরা মোবারকবাদ জানাচ্ছি।

তবে আমরা মনে করি যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে নিশ্চিত ধ্বংসের মুখোমুখী অবস্থিত একটি জনগোষ্ঠীকে বাঁচানোর জন্য উপরোল্লিখিত সাহায্য ও অংগীকার যথেষ্ট নয়। আমরা দাবী করছি মুসলিম বিশেষ করে দুনিয়ার ২য় বৃহত্তম মুসলিম দেশ হিসাবে বাংলাদেশের পক্ষ হতে বসনিয়ান মুসলিম ভাই বোনদের বিপদ ও দুর্দশায় সরাসরি শরীক হওয়ার জন্য ন্যূনপক্ষে ১০ লাখ ভলান্টিয়ার প্রেরণের আশু আয়োজন করা প্রয়োজন। এ সকল ভলান্টিয়ালদের ভরণ-পোষণ, যাতায়াত ও প্রশিক্ষণসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামরিক সরঞ্জাম সরবরাহের উদ্দেশ্যে বিশ্বের সম্পদশালী দেশ সমুহের সাহায্যের জন্য উদ্বুদ্ধ কতে হবে। এ পথে আমাদের গণতান্ত্রিক সরকারের পক্ষ থেকে এ জনপ্রিয় দাবী মেনে তড়িৎ ব্যবস্থা গ্রহণে জন্য অমা উদাত্ত আহবান জানাচ্ছি।

সাংবাদিক বন্ধুগণ,

বাংলাদেশের জন্য গৃহীত প্রোগ্রাম আমরা আলাদা আলাদাভাবে পেশ করছি।

আমাদের আহবানে কষ্ট স্বীকার করে আপনাদের উপস্থিত হওয়ার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের আলোচনা প্রথম অংশ শেষ করছি।

খোদা হাফেজ

বাংলাদেশ-জিন্দাবাদ

www.pathagar.com

বিচারপতি চৌধুরীর কয়েকটি বক্তৃতার উদ্ধৃতি

(১৯৭৩ থেকে ১৯৯৩ সালের মধ্যে প্রদত্ত)

"স্বাধীনতা রাষ্ট্র কর্তৃক জনগণকে প্রদত্ত কোন উপহার নয়, বরং তা হল একটি স্বাধীন দেশের জনগণের অবিচ্ছেদ্য অধিকার। নাগরিকদের জন্যই রাষ্ট্রের অস্তিত্ব, রাষ্ট্রের জন্য নাগরিক নয়। এই অধিকারসমূহ যে অপহরণ করা যায় না তা জাতিসংঘ সনদেই স্বীকৃত ও গৃহীত এবং বাংলাদেশও এই সনদ ও বিভিন্ন ঘোষণায় একটি স্বাক্ষরদাতা দেশ।"

"শিক্ষাঙ্গণে যা ঘটেছে বা ঘটছে তার জন্য ছাত্রদের এককভাবে দায়ী করা সঠিক হবে না। ক্যাম্পাসে আজ যে অস্থিরতা, দলীয় কোন্দল এবং অস্ত্রের ঝনঝনানী দেখা যাচ্ছে, তা আমাদের দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা, ভয়াবহ অর্থনৈতিক সংকট ও মূল্যবোধের অবক্ষয়ের প্রতিফলন। কারণ শিক্ষাঙ্গণ এ সমাজেরই প্রতিচ্ছবি এবং সমাজের অংশ। আমরা কখনই ভুলতে পারি না আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে ছাত্রদের বীরত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা, তাদের আত্মবলিদানের কথা। আদর্শ ও বিশ্বাসের জন্য তাঁদের অপরিসীম আত্মত্যাগ আমাদের শ্রদ্ধা অর্জন করবেই। আমাদের মতো অনুন্নত দেশে যেখানে মৌলিক ও রাজনৈতিক অধিকার নেই, সেখানে ছাত্ররা রাজনৈতিকভাবে সচেতন হয়ে উঠবে এবং জাতীয় সমস্যাসমূহে অংশগ্রহণ করবে এটাই তো স্বাভাবিক। কিন্তু তারা যেন কুচক্রী রাজনীতিকদের দ্বারা ব্যবহৃত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। বাইরের প্রভাবমুক্ত হয়ে তাঁরা যেন স্বাধীনভাবে তাদের চিন্তা, আর্দশ ও সংগঠন গড়ে তুলতে পারে। আমরা ছাত্রদেরকে দেশের আশা ও ভবিষ্যৎ হিসেবে দেখতে চাই, কিন্তু আমরা কি তাদের কল্যাণ ও বুদ্ধিবৃত্তিজাতে সমৃদ্ধির অনুকূল আচরণ করছি? আমি তাই একজন পিতা ও অভিভাবক হিসেবে রাজনৈতিক দলগুলির প্রতি আবেদন জানাচ্ছি যে, তারা যেন স্বেচ্ছায় তাদের অঙ্গদলীয় ছাত্র সংগঠনগুলির বিলোপ সাধন করেন, যাতে ছাত্ররা নিজেদের সংগঠন নিজেরাই গড়ে তুলতে পারে। আমি মনে করি ও বিশ্বাস করি যে ভবিষ্যৎ সংকট থেকে ছাত্রদের বাঁচানোর এটাই একমাত্র পথ।"

"বিশ্বে সামরিক শাসনকে অবৈধ ঘোষণা করে বিশ্বের কোটি কোটি নির্যাতিত মানুষকে এই অভিশাপ থেকে মুক্ত করতে হবে ও জাতিসংঘ সনদ ও মানবাধিকার লংঘনের অপরাধে এদেরকে জাতিসংঘ থেকে বহিষ্কার করতে হবে।"

"দেশ আজ তলাবিহীন ঝুড়িতে পরিণত হয়েছে; হাল বিহীন এক নৌকায়। সব সমস্যার রাতারাতি সমাধান হয়ে যাবে এমন দুরাশা আমি করি না। তবে এই সব সমস্যার সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ মূল্যায়ন ও বিচার বিবেচনা একান্ত ও জরুরী প্রয়োজন। রাজনীতিবিদরা নিজ নিজ স্বার্থ নিয়ে এতই ব্যস্ত যে এইসব সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাবার তাদের সময় কোথায়? অর্থনীতিবিদরা তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ দ্বারাই দেশের অর্থনৈতিক সংকটের সমাধান করতে চান। বুদ্ধিজীবিরাও সমস্যার প্রচন্ডতায় ও জটিলতায় বিমূঢ় ও নির্বাক হয়ে গেছেন বলে মনে হয়। আজ এই নিরুপায় ও অসহায় জাতির একমাত্র আশা ও ভরসা আল্লাহর রহমত। কিন্তু আল্লাহই বলেছেন 'যে জাতি নিজের ভাগ্য পরিবর্তনের চেষ্টা করে না আমি তাকে সাহায্য করি না।' তাই আজ জাতি এই ক্রান্তিলগ্নে ঐকান্তিকভাবে কামনা করে সঠিক দিক নির্দেশনা। আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য কি আমরা শুধু এই আদর্শ ও মূল্যবোধবিহীন কলঙ্কিত বর্তমানকেই ঐতিহ্য হিসেবে রেখে যাব"?

"প্রতিটি নিত্য প্রয়োজনীয় ও নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যের মূল্য সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে। সাধারণ জীবনযাত্রার ব্যয় বিগত এই পাঁচ বছরে প্রায় তিনগুণ বেড়ে গেছে। অথচ সেই তুলনায় আমাদের গড়পরতা আয় কিছুই বাড়ে নাই। তবুও আমরা প্রত্যেক দিনই কাগজে, রেডিও-টেলিভিশনের মাধ্যমে শুনি দেশে উৎপাদন ও উন্নয়নের রাজনীতি চলছে এবং অতি শীঘ্রই আমরা উন্নতির উচ্চশিখরে পৌঁছে যাচ্ছি। মাথাভারী প্রশাসন, সরকারী শাহী বিলাসিতা, জনগণের অর্থের অপচয়, অপব্যয় ও দুর্নীতিতে আজ জনজীবন বিপর্যস্ত। আর আমরা অসহায়ের মত তাকিয়ে দেখছি, না হয় দুর্নীতির জোয়ারে গা ভাসিয়ে দিচ্ছি। এর চেয়ে বড় মর্মান্তিক আর কি হতে পারে। তাই আমি ১৯৮২ সালের ১৫ই মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্চ থেকে যে আহবান জানিয়েছিলাম, আজও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্চ থেকে পুনরায় একই আবেদন জানাচ্ছি। আসুন, আমরা সবাই মিলে দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ ও বয়কট গড়ে তুলি।"

"আজ দলমত নির্বিশেষে সকলের নিকট বিশেষ করে রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে আমাদের

www.pathagar.com

আবেদন, তারা যেন দেশে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার সহায়ক শক্তি হিসেবে একে অপরের মতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, সহনশীল থেকে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নজীর সৃষ্টি করতে পারেন, যাতে করে আমাদের দেশ বিশ্বের বুকে একটি আত্মমর্যাদাশীল স্বাধীন জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।"

"আজ আমাদের জীবনের নিরাপত্তা নেই; সম্মান ও মর্যাদা নেই, এমনকি স্বাভাবিক মৃত্যুর নিশ্চয়তা পর্যন্ত নেই। আমাদের অনেক বেশী নিয়ন্ত্রণ আছে, বিপরীতে আছে অত্যন্ত সামান্য প্রশাসন, বহুসংখ্যক সরকারী সেবক, তবে নিতান্ত কিঞ্চিত পরিমাণ জনসেবা। আইন আছে প্রচুর, কিন্তু নেই আইনের শাসন।"

বাঙ্গালিত্বের মঙ্গল প্রদীপওয়ালাদের রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রশ্নাতীত নয়

বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী ও ভাষা সৈনিক বিচারপতি আবদুর রহমান চৌধুরী বলেন, আমাদের তাহজীব-তমদ্দুন ধ্বংস করার জন্য সুকৌশলে চক্রান্ত চালানো হচ্ছে। এ সাংস্কৃতিক আগ্রাসান প্রতিরোধ করা না গেলে আমাদের স্বতন্ত্র পরিচয় বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং জাতীয় সংহতি বিপন্ন হবে।

তিনি গত ১২ আগস্ট জেলা পরিষদ মিলনায়তনে তমদ্দুন মজলিস চট্টগ্রাম শাখার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত 'সাংস্কৃতিক আগ্রাসন' শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির ভাষণ দিতে গিয়ে একথা বলেন। এডভোকেট শামসুদ্দিন আহমদ মির্জার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন অধ্যাপক কাযী আযিযউদ্দিন আহমদ।

বিচারপতি চৌধুরী আরো বলেন, দেশের সংবিধানের মুলনীতিতে আল্লাহর উপর বিশ্বাস ও বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের কথা রয়েছে। যাঁরা বাঙ্গালিত্বের নাম দিয়ে মঙ্গল প্রদীপ ও শঙখঘন্টার মাধ্যমে অনুষ্ঠান করতে চান তাঁরা সংবিধানের মূলনীতিতে বিশ্বাসী নন। তাই রাষ্ট্রের প্রতি তাঁদের আনুগত্য প্রশ্নাতীত নয়। বাঙ্গলিত্বের দ্বারাই চাকমা সমস্যার সৃষ্টি করা হয়েছে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

তিনি বলেন, বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ ও ইসলামী মূল্যবোধের জন্যই বিএনপি সরকার সমঝাতার নাম দিয়ে বিপরীত আদর্শের কাছে আত্মসমর্পণ করে যাচ্ছে। এ ধরনের আচরণ দল বা দেশ-কোনোটার জন্যই শুভ নয়। অন্যের ম্যানিফেস্টো বাস্তবায়নের জন্য জনগণ কাউকে ভোট দেয় না।

অধ্যাপক আযিয তাঁর নিবন্ধে বলেন, সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের সংস্কৃতিই এদেশের মূল সংস্কৃতি। ইসলামী সংস্কৃতি সব সময় আপন স্বাতন্ত্র্য নিয়েই অন্য সংস্কৃতির সাথে শান্তিতে সহাবস্থান করতে চায়।

ডঃ মোহাম্মদ মাহবুবু উল্লাহ বাংলাদেশী জাতীয়তা ও সংস্কৃতি সমুন্নত রাখার জন্য বর্তমান সরকারের প্রতি আহবান জানিয়ে বলেন, বাংলাদেশী জাতিসত্তার মূলশক্তি যে মুসলিম সংস্কৃতি তা এদেশের ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে প্রমাণিত হয়ে গেছে।

এডভোকেট বদিউল আলম অপসংস্কৃতির অনুপ্রবেশ সম্পর্কে জনগণকে সতর্ক থাকার আহবান জানান।

সভাপতির ভাষণে এডভোকেট মির্জা শান্তি স্বার্থে দেশের সব সম্প্রদায়ের সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য অক্ষুন্ন রেখে সহাবস্থানের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

সভা পরিচালনা করেন এডভোকেট মুহাম্মদ শামসুজ্জোহা ও পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করেন মাওলানা কাজী মহীউদ্দিন আহমদ।

দৈনিক ইনকিলাবে ২১ আগস্ট, ১৯৯২ তারিখে প্রকাশিত ভাষণাংশ ঃ

www.pathagar.com

সংকলন

www.pathagar.com

ঐতিহাসিক রাষ্ট্রভাষা দিবস স্মরণে

ভাষা আন্দোলনের সূচনা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা হওয়ার কয়েক মাসের মধ্যেই। ১৯৪৭ সনের ১৪ই আগষ্ট পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকে তদানীন্তন পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর শাসন ও শোষণের প্রকৃত রূপ ক্রমশঃ প্রকাশ পেতে থাকে। তার ফলে ভাষা আন্দোলনের গতিও ক্রমশঃ তীব্রতর হতে থাকে। আমরা ক্রমশঃ উপলব্ধি করতে থাকি যে আমাদেরকে তদানীন্তন পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী অক্টোপাসের মতো চতুর্দিক থেকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে ঘিরে পঙ্গু করে ফেলছে। এর চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ আমরা পেলাম যখন ১৯৪৭ এর জানুয়ারী মাসে পাকিস্তান গণ পরিষদের স্পীকার বাংলায় বক্তৃতা করতে অনুমতি দিতে অস্বীকার করলেন। এই খবরে সারা পূর্ব বাংলায় বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রমহলে ক্ষোভ ও বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। ১১ই মার্চ, ১৯৪৮ 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদস্থ সারাদেশব্যাপী হরতাল, বিক্ষোভ ও ছাত্র জনতাকে আহবান জানায়। সেই ডাকে সারাদেশে বিক্ষোভ, ধর্মঘট, মিছিল, পিকেটিং ও সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং শত শত ছাত্র গ্রেফতার বরণ করেন। ১১ই মার্চ ও ১৫ই মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে যে ঐতিহাসিক ছাত্র-জনসভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল তাতে সভাপতিত্ব করার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার। বস্তুতঃ ১১ই মার্চ থেকে পূর্ব বাংলার জনগণের এই প্রাণের দাবী আন্দোলনে রূপ নেয় এবং লাগাতার বিক্ষোভ, মিছিল, সভা, পিকেটিং ইত্যাদির মাধ্যমে ১৫ই মার্চ ঐতিহাসিক ভাষা চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে ভাষা আন্দোলনের চূড়ান্ত সাফল্য অর্জিত হয়। পূর্ব বাংলার তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন ও রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের মধ্যে ১৫ই মার্চের ঐতিহাসিক চুক্তির ফলে প্রথমবারের মত বাংলাভাষা পূর্ব বংগের সরকারী ভাষা এবং শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে ও বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে গ্রহণ করার জন্য তদানীন্তন পাকিস্তান সরকারের নিকট দাবী জানিয়ে পূর্ববংগে প্রাদেশিক আইন পরিষদ সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গ্রহণ করে। এর পরবর্তী অধ্যায়

www.pathagar.com

দুঃখজনক ও লজ্জাকর। ১৯৫২ সালের ২৬ জানুয়ারী পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে সেই খাজা নাজিমুদ্দিনই ঢাকার এক জনসভায় ঐতিহাসিক ১৫ই মার্চের ভাষা চুক্তির সংগে চরম বিশ্বাসঘাতকতা করে ঘোষণা করেন যে, পাকিস্তানে এক রাষ্ট্রভাষা হবে এবং সেটা হবে উর্দূ যারই ফলশ্রুতিতে ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারী ঘটেছিল ঢাকার বুকে অভূতপূর্ব ছাত্র ও গণঅভ্যুত্থান এবং বিস্ফোরণ। তাই এটা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, ১১ই মার্চের আন্দোলন ও ১৫ই মার্চের ঐতিহাসিক চুক্তি ও পরবর্তীকালে এই ভাষাচুক্তির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা বা ২১ শে ফেব্রুয়ারী সেই বিস্ফোরণ ঘটতো না। কাজেই পরবর্তীকালের ১৯৫২ সালের গৌরবোজ্জ্বল ভাষা আন্দোলন ও ১৯৫৯সালে পাকিস্তানের প্রথম সংবিধানে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃতি ও মর্যাদা লাভের সংগ্রামে ১৯৪৮ এর ১৫ই মার্চে সেই ঐতিহাসিক ভাষা চুক্তি ছিল প্রথম সফল পদক্ষেপ। দেশের প্রথম ভাষা আন্দোলনের একজন সাধারণ কর্মী হিসাবে অংশগ্রহণ করতে পেরে আমি গর্বিত। এটাই ভাষা আন্দোলনের ঐতিহাসিক পটভূমি ও ঐতিহাসিক সত্য। অথচ এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক যে, আজ এই ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ পটভূমি বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে যাচ্ছে বা ইচ্ছাকৃতভাবে এই ঐতিহাসিক সত্যকে মুছে ফেলার চেষ্টা করে সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপ দেয়ার অপচেষ্টা চলছে যা জাতি ও দেশের জন্য দুর্ভাগ্যজনক। কোন জাতি তার সঠিক অতীত ইতিহাস না জানলে ভবিষ্যতে সঠিক দিক নির্দেশনা পেতে পারে না। তাই আজ বিস্মৃত বিলুপ্তপ্রায় ঐতিহাসিক এই অধ্যায়কে আপনাদের ও বিশেষ করে আমাদের নতুন প্রজন্মের সামনে তুলে ধরার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা।

ভাষা আন্দোলন কি শুধু ভাষা আন্দোলনেই সীমাবদ্ধ ছিল? কি আদর্শ ও চেতনা চল্লিশ বৎসর আগে আমাদের উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করেছিল?এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে, আমরা তখন সদ্য ঔপনিবেশিক শৃঙ্খলামুক্ত একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে নবজন্ম লাভ করেছি। কাজেই আমরা, ছাত্র সমাজ তখন স্বাভাবিকভাবেই রাজনৈতিক সচেতন ছিলাম ও আমাদের মধ্যে অনেকেই পাকিস্তান আন্দোলনের সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মী ছিলেন। সেই রাজনৈতিক সচেতনতার প্রত্যক্ষ প্রমাণ শুধু ভাষা আন্দোলনই নয়, ১৯৪৮ সালের ২৭ শে নভেম্বর পাকিস্তানের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রছাত্রীদের পক্ষ থেকে যে ঐতিহাসিক স্মারকলিপি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত ছাত্রসভায় দেওয়া হয়েছিল সেটা সলিমুল্লাহ হলের সহ-সভাপতি হিসাবে লিখবার দায়িত্ব আমার উপর দেওয়া হয়েছিল। সেই স্মারকলিপিতে আমরা যে দাবী করেছিলাম সেটা ছিল সমগ্র পূর্ব বাংলার জাতীয় দাবী। আমরা সেই স্মারকলিপিতে শতকরা ৬০ ভাগ জনসংখ্যা হারে পাকিস্তানের সশস্ত্র বাহিনী ও কেন্দ্রীয় সিভিল সার্ভিসে আমাদের পূর্ব বাংলার প্রতিনিধিত্ব দাবী করেছিলাম। আরো দাবী করেছিলাম যে, পূর্ব বাংলায় সামরিক, নৌ এবং বিমান বাহিনীর প্রশিক্ষণ একাডেমী প্রতিষ্ঠা করতে হবে। নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠায় পূর্ব বাংলাকে জনসংখ্যার ভিত্তিতে শতকরা ষাট ভাগ অগ্রাধিকার দিতে হবে। বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ ও ভূমিহীনদের খাস জমি বন্টনসহ সমবায় কৃষি খামার প্রতিষ্ঠা সর্বোপরি বাংলাকে রাষ্ট্রভাষায় স্বীকৃতি ও মর্যাদা দানসহ পূর্ব বাংলায় স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে। এইসব দাবী ১৯৪৮ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সমাজেই তুলে ধরতে হয়েছিল। কারণ তখন একমাত্র ক্ষমতাসীন সরকারী মুসলিম লীগ ছাড়া আর কোন রাজনৈতিক দল পূর্ববাংলায় ছিল না। সেজন্য একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, ৯৪৮ -এর ভাষা আন্দোলন যেমন স্বাধীকার ও পরে স্বাধীনতা আন্দোলনের পথিকৃৎ ও সূচক তেমনি এই ঐতিহাসিক ২৭ শে নভেম্বরের স্মারকলিপিটিও স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম স্থপতি ও ঐতিহাসিক দলিল। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মাত্র এক বৎসরের মধ্যেই যে সাহসিকতা ও দূরদর্শিতা নিয়ে ১৯৪৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজ এই সব দাবী ও আওয়াজ তুলেছিল সেদিনের প্রেক্ষাপটে তা সত্যই অচিন্তনীয় ও অভাবনীয় ছিল।

'৪৮-এর ভাষা আন্দোলনের মতোই ১৯৪৮-এর ঐতিহাসিক স্মারকলিপিটিও বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে গিয়েছিল যার একটি মাত্র কপিই বোধ হয় আমার নিকট বর্তমান আছে। জনাব মোস্তফা কামালের সম্পাদিক 'ভাষা আন্দোলন-৪৮ থেকে ৫২' শীর্ষক বইতে সেই মূল কপিটি প্রকাশ করা হয়েছে।

www.pathagar.com

আজ তাই ৪০ বৎসর আগের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বার বার একটি কথাই মনে পড়ছে যে, আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে আমরা সেই সময় যে দেশ, জাতি ও সমাজের স্বপ্ন দেখেছিলাম আজকের বাংলাদেশ কি সেই দেশ? আমরা কি সেই আদর্শ জাতি ও সমাজ গড়ে তুলতে পেরেছি? একটা কথা এখানে আপনাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে, সেই ১৯৪৮ সনে সরকারী মুসলিম লীগ ছাড়া কোন রাজনৈতিক দল ছিল না। তখন ছাত্রদের একক প্রচেষ্টা ও নেতৃত্বে এই ভাষা আন্দোলনের মতো সফল আন্দোলন সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু আজকের ছাত্রসমাজ আমাদের সেই দিনের তুলনায় অনেক বেশী রাজনৈতিক সচেতন, শিক্ষিত ও সংখ্যাগরিষ্ঠ। সংগে সংগে তারা বহু দল ও মতাদর্শে বিভক্ত। গণতান্ত্রিক আন্দোলন, স্বাধীনতা আন্দোলন, সত্যি বলতে কি জাতীয় জাগরণে ও সংগ্রামে এদেশের ছাত্রসমাজ যে মহান ভূমিকা পালন করেছে, সেই ঐতিহাসিক ভূমিকার কথা স্মরণ করে তাদের প্রতি জানাই আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা। সেই সংগে এটাও আমাদের মনে রাখতে হবে যে, আজকের ছাত্রসমাজ দেশ-জাতির আগামী দিনের আশা ও ভরসা। আজ যদি তরুণ সমাজকে আমরা এই মূল্যবোধে নিদারুণ অবক্ষয়ের পথ থেকে ফিরিয়ে আনতে না পারি তাহলে আমাদের ভবিষ্যত কোথায়? এই বিপর্যয়ের হাত থেকে ছাত্রসমাজকে বাঁচাতে হবে। ছাত্ররা রাজনীতিতে শিক্ষা লাভ করুক ও রাজনীতি সচেতন হউক- এটা আমাদের সবার কাম্য। কারণ তারা শুধু স্বাধীন রাষ্ট্রের নাগরিক নয় তারা ভবিষ্যতের রাষ্ট্র পরিচালক। কিন্তু একই সংগে তাদেরকে সেই স্বার্থান্বেষী মহলের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে যারা শিক্ষাঙ্গনে ছাত্রদেরকে বিভ্রান্ত করে অপকর্মে লিপ্ত করছেন ও শিক্ষার পবিত্র অংগনকে কলুষিত করছেন। তাই আজ একজন পিতা ও অভিভাবক হিসাবে দেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের কাছে আমার আন্তরিক আবেদন যে, দেশের এই ক্রান্তিলগ্নে আপনারা ছাত্রসমাজ তথা দেশের ভবিষ্যতের কথা ভেবে তাদের দায়িত্ব পালনে ও মুক্তবুদ্ধির চর্চায় সহায়তা করুন যাতে ছাত্ররা দেশের সচেতন, সৎ ও আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে পারে। চল্লিশ বৎসর পূর্বে তদানীন্তন ছাত্রসমাজ যদি তাদের একক প্রচেষ্টা, সৎ আন্তরিকতা ও আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে একক নেতৃত্বে ভাষা আন্দোলনকে তার চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনে সাফল্য লাভ করতে পারে তবে আজ কেন ছাত্রসমাজ তেমনি আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে গণতন্ত্র, আইনের আদর্শ ও ন্যায়বিচার পুনরুদ্ধার ও প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে এগিয়ে যেতে পারবে না। এটা আমার আন্তরিক বিশ্বাস যে, আমাদের ছাত্রসমাজ যদি ঐক্যবদ্ধ হয়ে আমাদের জাতির অস্তিত্ব রক্ষার সর্বাত্মক সংগ্রামে এগিয়ে আসে তবে আমি সেই সংগ্রামে এই প্রবীণ বয়সে একজন সাধারণ সৈনিকের ভূমিকায় তাদের নেতৃত্বে এগিয়ে যেতে প্রস্তুত। অধিকারবিহীন জাতি এক মৃত জাতি। আজ আমাদের স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসাবে বেঁচে থাকতে হলে গণতন্ত্র, মৌলিক অধিকার ও আইনের শাসনের পুনঃ প্রতিষ্ঠাই হবে ভাষা সৈনিকদের প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা নিবেদন।

(ঐতিহ্য সংসদ, ১৯৯০)

www.pathagar.com

JUDICIAL ACCOUNTABILITY

No institution can operate without being answerable to socicty. The judiciary must also be accountable. Judicial independence connot be maintained without judicial accountability for failure, errors of misconduct. There are many forms of judicial accountability.These can be classified into a number of categories.

1. **Legal accountability-** The first category includes the disciplinary supervision over Judges. Appellate review of their decisions and their civil and criminal liability.
2. **Public accountability-** The second category, public accountability, includes the controls over Judges exercised by parliament or the legislative body existing in each society, the executive, the general press and pressure groups.

www.pathagar.com

3. **Informal and social controls**-The third category includes the social and professional controls exercised and often in private, away from the public gaze. Such informal controls and professional pressures are exerted on Judges by their judicial brethern and superiors and by their professional colleagues.

Public accountability of the courts and judges is a necessary derivative of the value of public confidence in the court. The courts can perform their function as an institution to resolve disputes in society only if the process of resolving the dispute is fair, efficient , expedient and not unreasonably costly. Public confidence in the court is enhanced by nemerous principles and practices, such as the principle that court proceedings must be conducted in open court, and the practice of stating reasons for the decision. The importance of public confidence in the court is well reflected in the of quoted slogan that "Justice must not only be done, but must also be seen to be done."it is also reflected in the rather strict tests applied for selfdisqualification for bias. The test does not require that bias has actually influenced the judge, but rather that it is likely that it will influence the judge. The traditions of the Bench go even further to the extent of strict requirement of the law of self-disqualification.

The press serves a significant role in maintaining public confidence in courts and judges, by reporting what is going on in the courts. Courts and judges should not be immune to fair criticism so long as it is done in good faith and in good taste. Judges should very sparingly use the extreme measure of contempt of court, where is exists, to suppress criticism of the courts. The test should be strict as laid down by the European Court of Human Rights in the Sunday Times Case concerning the Thalidomine action.

The scope and nature and press reporting and critical comment on judges and judicial decisions varies from one country to the other. Among groups of nations it is more widespread and outspoken in the Western countries than in the Third World countries or the Communist Block.

It is important to be aware of the dangers which lie in undue popular pressures on judges. If every intempreate statement that a judge has made is transformed into a heated public controversy; if every isolated incident of foolish or unwise conduct of a judge is made a subject of an inquiry so as to soothe popular pressures, the position of the judge will be undermined. Excessive popular pressure and irresponsible journalism, hungry for sensational places, might put the judges in an undearable position and is likely to threaten the independence of the judges who very often have to act against popular wishes and to protect dissenters and members of minority groups.

Evidently, there is a continuous tension between judicial independence and public accountability of judges in a democracy. This tension should be reconciled by the exercise of wisdom and good judgement so that the proper balance between these very important principles be maintained.

www.pathagar.com

The judiciary as an institution, and individual judges in many countries, have been subjected to increased public criticism in recent years. The increasing popular pressure on judges creats continuous tension between judicial independence and impartiality and public accountability of judges in a democracy. Excessive popular pressure on judges like too facile procedures and too malleable standards for judicial removal and discipline, might have a chilling effect on judicial independence. The tension between public accountability and judicial independence should be resolved by a careful exercise of judgement in order that the proper balance between these very important values be maintained.

It must be emphasized that is not only journalistic pressure and criticism which can endanger judicial independence. Accountability to political pressure of the modern state may at times bring judges to the centre of political controversy. Political criticism of judges is usually voiced in connection with cases harving political overtones.

Political leaders, academic critics and press writers should be aware of the dangers which excessive public pressure pose to judicial independence and impartiality. Moreover, awareness should mainly lead to restrained style, but not to interfere with the effectiveness of public scrutiny of judges and courts. Public criticism should be directed at all aspects of the administration of justice, including judicial decision-making, judicial conduct, judicial appointments, court procedure and court management.

The public criticism of courts is part of the general trend of increased public pressure on all social and governmental institutions in an open society. Still, the public has more confidence in the courts than in other government institutions. This is illustrated, inter alia, by the resort to courts to solve social problems which other institutions have failed or refused to solve. The increasing resourse to the law has given rise to some concern due to the delay and congestion in the courts. However, from the point of view of public confidence in the courts, this recourse to the law for resolving important questions in indicative of the high degree of confidence that the courts enjoy in society. This observation is true in most countries. Judicial independence is a dynamic, complex concept. It involves many issues and requires the resolution of conflicts between fundamental competing values.

In conclusion, it is important to emphasize the emerging jurispurdence on the subject of judicial independence. The increasing attention of the United Nations and other international organizations to this subject reflects the realization that the independence and impartiality of the mechanisms which enforce human rights are no less, and perhaps, even more, important than the definition of the rights. Since, in the absence of independent courts which enforce those rights, they will remain unfulfilled pious wishes and noble objectives in the national statute books or in the international treaties.

www.pathagar.com

THE LANGUAGE MOVEMENT IN RETROSPECT : 1947-1952

The movement for recognition of Bengali to its rightful place as the State Language of Pakistan started within a couple of months after the birth of Pakistan in August, 1947. The people of the then East Bengal (as it was called then) soon started realizing that the then Pakistani rulers were trying to strangulate the Bengalis like an Octopus not only linguistically but also politically and economically. The matter reached the climax when in January, 1948 the Speaker of the Pakistan Constituent Assembly refused to allow a Member from East Bengal to speak in Bengali on the floor of the house. The news of this refusal created serious resentment among the people of East Bengal and particularly the students of the Dhaka University. The all Parties State Language Committee of Action which was already formed earlier gave a call for general strike and hartal all over the country on 11th of March, 1948. In response to the said call there was hartal, processions, picketing and meetings all over East Bengal. Hundreds of students were injured in police action and several hundred students and youth were arrested. The hartal and boycott of classes by students continued unabated till the 15th of March, 1948 when Khawaja Nazimuddin, the then Chief Minister of East Bengal was compelled to sign the historic Agreement on 15 March, 1948 with the All Party State Language Committee of Action. The agreement for the first time recognized Bengali as the official language and medium of instruction in East Bengal and recommended to the government of Pakistan by a unanimous resolution of the East Bengal Legislative Assembly to recognize Bengali as a State Language of Pakistan. The 8 point Language Agreement of 15th March, 1948 were as follows:

1. The Provincial Assembly in its currfent session shall pass a bill adopting and recognizing Bengali as the official language and medium of instruction in East Bengal;
2. The Provincial Assembly shall by a resolution recommend to the Central Government of Pakistan to accept and recognize Bengali as a State Language;
3. All political prisoners arrested during the language movement shall be released unconditionally;
4. The ban on all Newspapers supporting the language movement shall be withdrawn;
5. A high powered enquiry committee be formed to inquire into the allegations of brutal repression against the police and other officers of the law enforcing agencies;
6. All warrants of arrest against the participants of the language movement shall be withdrawn and no further action shall be taken against them;
7. It shall be officially announced through a Press Note and by broadcast by the Chief Minister himself that the language movement was inspired by deep sense of patriotism and love for the country;

www.pathagar.com

8. The Chief Minister himself is now convinced after discussion and meetings with the State Language Committee of Action that the language movement was not inspired by the enemies of the State

The nation heaved the sign of relief that one of the burning issues have been resolved amicably but unfortunately it was only short lived. On 26 January, 1952 Khawaja Nazimuddin as the Prime-Minister of Pakistan at a public meeting in Dhaka announced that Urdu alone shall be the State Language of Pakistan. This was the grossest betrayal committed by the very same person who had signed the historic language agreement. Naturally, there was grave resentment and anger at this pronouncement which came as a rude shock to the people in East Bengal and the students in particular. The State Language Committee of Action immediately went into action and denounced and condemned it in the strongest possible terms as a gross betrayal. Series of meetings, processions and strikes in educational institutions followed culminating in the historic upsurge on 21st February, 1952 when the students of the Dhaka University defied the order under 144 Cr. P. C. and faced the bullets and thousands courted arrest. This ultimately led to the recognition and adoption of Bengali as one of the State Language in the first constitution of Pakistan in 1956. Thus what the government had accepted and recognized on 15 March, 1948 was finally implemented in 1956 at the cost of several precious lives and sufferings to thousands of students and youth. Therefore, the historic Language Agreement of 1948 was the first successful step towards achieving and establishing the rightful claim of Bengali as the State Language of Pakistan.

On 19th of March, 1948 the Governor General of Pakistan Mr. Mohammad Ali Jinnah visited Dhaka and invited the student leaders for a meeting. The State Language Committee of Action also met him on invitation. As the then Vice-President of Salimullah Hall I had the honour of leading the student delegation. Both the delegations strongly prossed for recognition of Bengali as the State Language of Pakistan with its rich cultural herritage. It was evident in those meetings with Mr. Jinnah that he had been grossly misinformed and misled by Khawaja Nazimuddin about the language movement and the role of the students in the movement. And worst of all, was Mr. Jinnah's impression that Bengali was a Hindu language and nourshed by Hindus alone. We tried to disabuse his mind and impressions by placing historical facts in support of our demand and pointed out that if the language of the 60% of the population who are Muslims cannot be accepted then how can Urdu which was not the language of any of the provinces of Pakistan and spoken by only a small minority in Uttar-Pradesh and Delhi in India, can claim the status of a State Language in Pakistan.

Undoubtedly, one of the greatest constitutional lawyers of the Sub-Continent with sharp intellent, Mr. Jinnah did tell us with his usual stern attitude that we may continue our movement in a constitutional manner but he will not tolerate any unconstitutional

www.pathagar.com

methods. As we were coming out after our meeting with him, I wondered whether Mr. Jinnah had forgotten that after having rejectd his famous 14 point demands for safeguarding the rights of Indian Muslims, the Congress and Mr. Gandhi had to ultimately swallow the bitter pill of partition of India. Whether or not we succeded in disabusing his mind I do not know, but fact remains Mr. Jinnah never uttered a single word on the State Language after his Dhaka visit till his death.

I still vividly recall those momentous days of March, 1948 in which I was deeply and proud to be involved as an active worker and had the privilege of presiding over the historic public-cum-student meetings of 11th and 15th March, 1948. The memory of those glorious days still haunts me with a tinge of pain in my heart when I remember those valiant faces with inspiring and determined look in their eyes who are no more with us. I am purposely avoiding mentioning of names since the long lapse of 40 years may cause some inadvertant but unpardonable omisions of those respected names who deserve honourable mention. But the names of one organization and one individual stand head and shoulders above the rest and that is Tamuddun Majlish and its founder-President, Principal Abul Kasem who with untiring zeal worked as pioneers for the noble cause and inspired us during those eventful days. I salute them.

In November, 1948 Mr. Liaquat Ali Khan, the then Prime Minister of Pakistan came on a visit to East Bengal and expressed a desire to address the students of the Dhaka University. Accordingly at the request of the then Vice Chancellor an student meeting was arranged. At a preparatory meeting of the Vice President of the different Hall Unions with the Vice Chancellor in the Chair, it was decided to present a memorandum of demands in the form of an address of welcome to Mr. Liaquat Ali Khan and as the Vice-President of Salimullah Hall I was entrusted with the task of preparing and writing it. This was presented to the Prime Minister of Pakistan on 27th of November, 1948 on behalf of the students of Dhaka University in the Students meeting held in the University ground. The memorandum was in fact a charter of demands on behalf of the people of East Bengal which demanded inter-alia:

a) The recognition of Bengali as the State Language of Pakistan;

b) Establishment of Army, Naval and Air-Force Academies in East Bengal;

c) Representation of the people of East Bengal in the Armed forces and Civil services on the basis of population percentage, that is 60%;

d) Major share of the people of East Bengal in the New Industries to be set-up on the basis of population percentage;

e) Establishment of more Universities, Colleges and Schools in East Bengal;

f) Abolition of the Zamindari system without compensation and introduction of co- operative farming on scientific basis.

www.pathagar.com

We faced angry reprimand when Mr. Liaquat Ali called us the same evening and accused us of sowing the seeds of secession. I politely replied that we felt it our moral duty to place our legitimate demands before him because he was not only the Prime Minister but an elected member of the Constituent Assembly from East Bengal and that we were prepared to face a referendum of the people of East Bengal on those demands, if need be. Mr. Liaquat Ali's angry reaction was not unexpected. It may be recalled that six non-Bengalis including Mr. Liaquat Ali Khan was elected from East Bengal out of East Bengal's quota when the other Provinces of Pakistan refused to accommodate them out of their own quotas.

These demands not only voiced the hopes and aspirations of the people of East Bengal at the time but was certainly a tribute to the courage and foresight of the students of the Dhaka University who had to take upon themselves this historic responsibility in the absence of any political party in the country other than the ruling Muslim League. Thus, it can be said without the least hesitation that the Language Movement of 1948 leading to the historic Agreement of 15 March, 1948 was the force-runner of the subsequent successful struggle for independence. So also the memorandum of 27 November, 1948 was the first historic document containing the charter of national demands leading finally to our victory and independence in 1971.

What was unique and significant was that in 1948 the movement was initiated, launched and led by the students alone to a successful conclusion with the signing of the historic Language Agreement. It must be remembered that at that time there was no political party in the country other than the ruling Muslim League and as such the students had to fight and to carry on the movement single-handed. The unity, courage, sacrifice and the foresight displayed by the students of the Dhaka University during those memorable days should and ought to be an inspiring example for to-day's student community.

This is the historical genesis and the background of the great Language Movement. But unfortunately this has become the forgotten chapter of our national history and has been deliberately allowed to pass into oblivion. A nation which is ignorant or kept in the dark about its past history and indeological moorings can never identify the right sense of national direction for its future. Many of those who have written books on the Language Movement have done so with their own slant on men and matters, boosting some while ignoring the others. This will certainly harm the nation more because the present generation of our students and youth are being deliberately kept ignorant of this glorious chapter of our National Movement and history. I am neither a historian nor a writer. I wish I could be either. We have nothing more to aspire or ask for. There are just a few left-overs like us whose only desire is to see that the history of those memorable days are faithfully, honestly and correctly recorded. All these fond reminiscences and memories leave me with just one thought with a big question mark. Is this the Bangladesh we dreamt and fought for?

www.pathagar.com

Rule of law and erosion of confidence on Judiciary

AN independent judiciary is the very heart of a republic and Rule of law is the only safeguard for sustaining democracy. In these days when the pernicious influence of politicians has polluted almost all spheres of activity, the reputation of democratic institution has been tarnished and their credibility steadily eroded, one installation which has apparently remained unsullied is the judiciary. Yet, in a society in which overall standards and ethical values are sharphly declining and the probity of public servants as a class, is under increasing pressure, how can judges be expected to uphold high traditions of their august office?

Politicians have been polluted most and public servants at all levels have also fallen prey to all kinds of vices. The only institution which has so far resisted the vices and kept its soul relatively intact is judiciary. While the judges still, as a class, perform far better than the other public services and the political cadres, delinquency has been steadily invading the inner fibre of our robed brethren. The Bar has lost its finer values and the Bench is slowly surrendering. Unless society's morals rise, our robed brethren cannot remain immune for long.

www.pathagar.com

Even then, like Caesar's wife they must be above suspicion and strict standards of integrity, impartiality, freedom from influence and dubious behaviour, have to be expected and exacted from the judges. There is no doubt that there is universal respect for the Bench but unfortunately it cannot also be denied that there has been a steady erosion in the confidence and respect for the judiciary over the years. There has been systematic tampering and interference with Judicial independence by the executive by various dubious methods of influence, pressure, allurements, transfer, undermining their security of service and other conditions.

No Judge can be expected to act without fear or favour with a sword of Democles hanging over-head and more so, when he is dependent upon the executive for small favour. A bad Judge is much more preferable than a frightened Judge. In the third world countries the situation relating to judiciary has gradually gone from bad to worse. Lord Bracton, a great English jurist, has said "The Judges are not under man but under law and under God". The law of Habeas Corpus was evolved in the 17th century in England to free the citizen from arrest without a legal warrant, from imprisonment without trial and from punishment without a conviction. Habeas Corpus represents one of the greatest contribution of England to the cause of human freedom. Lord Atkin's memorable dissent in the famous Libersidge's case has now become the most respected guiding principle for judicial independence. The memorable words were: "It has been one of the pillars of freedom, one of the principles of liberty that the judges are no respectors of persons and stand between the subject and any attempted encroachments on his liberty by the executive". Even then can it be denied that the judges have also sometimes willingly or unwillingly played into the hands of unscrupulous rulers _ military or otherwise? Have judges not invented and applied the 'Doctrine of Necessity' and political reality to legalise and otherwise illegal coup

d'etat? By the judgment in Dosso's case in 1958, the Pakistan Supreme Court conferred legality on the armed usurper case in 1972, overruled Dosso's case and gave an entirely different judgment holding the proclamation of Martial Law by General Yahya Khan in 1969 as illegal. One would, therefore, prefer to call the judgment in Dosso's case as based on the 'Doctrine of Expediency' rather than anything else. The Dosso's case was subsequently quoted and followed with approval by the Supreme Courts in Uganda, Rhodesia and Nigeria in granting constitutional legitimacy to armed usurpers who also staged successful coup d'etat there. Dosso's case thus acquired the dubious distinction as a leading legal precedent for other armed usurpers to successfully invoke and acquire the necessary legitimacy and constitutional validity which prompted the Judicial Committee of the Privy Council to remark: "what happened in Pakistan in October, 1958, then an isolated incident in the Commonwealth, has become a pattern for the new Commonwealth". But at the same time, many are proud of a number of cases decided by the Pakistan Supreme Court namely, those of Malik Ghulam Jilani, Abdul Baki Baluch and Begum Shorish Kashmiri all of which upheld the fundamental rights and

www.pathagar.com

liberties of the people. The Supreme Court of Bangladesh also upheld the glorious tradition of judicial independence in protecting and safeguarding the liberty of the people and their fundamental rights during the shortlived existence of our Constitution which was just about six out of twenty years of our independence.

One is equally proud of some of the decisions of the Indian Supreme Court which have become landmarks in the constitutional history of the Subcontinent. It was held in Keshavanda Bharati's case popularly known as Fundamental Rights case that while Parliament has the power to amend any part of the Constitution (including the chapter on fundamental rights) the power cannot be so exercised as to destroy

or alter the basic structure or framework of the constitution. The rationale of the Indian Supreme Court's Judgment in Keshavanda Bharati's case was simple and cogent. If the Parliament had the power to destroy the basic structure of the Constitution, it would cease to be a creature of the Constitution and become its master. Again in Minerva Mills Ltd.'s case (AIR 1980 s c 1789), the Supreme Court of India struck down as invalid and ultravires the unlimited amending power of the Parliament and the ouster of the court's jurisdiction to consider the validity of any constitutional amendment.

Awsome power of greatest import . resides in 'their Lordships' whose performance _ personal and professional; leaves much to be desired. The nation wants our judges to be good men not 'boneless wonders' discharging their solemn duties in accordance with their oaths of office without fear or favour, free from all kinds of undue influence and allurements. Today our heads hang down in shame and pain when one hears Judges running after the Ministers and Party in power for material benefits or for jobs after retirement like Chairmanship/Membership of various commissions set up by the government from time to time. The present generation of judges should not preside over the liquidation of a great heritage and legacy. The nation still has great hopes and great confidence in our courts but however unplesant and unfortunate it may be, the truth of the matter is that countdown has begun,

One of the important correctives, is freer criticism of judges and judgment founded factually and worded responsibly. Criticism of errors of public organs is fundamental and as such judicial errors and excesses must also suffer public censure and criticism. In the United States when the famous book 'The Brethren' exposed in all nakedness the unedifying inside confrontations and compromises and glory of the 'nine old men' of the United States Supreme Court, the court did not issue any contempt notice against its authors Bob Woodward and Armstrong Even as England when one of the greatest jurists, Lord Denning, as criticised for his alleged racist observations, he did not use his power of contempt to silence and punish his critics but took the historic decision to gracefully retire from the Bench with dignity. Chief Justice Burger of the United States Supreme Court has said: "Criticism of the Court Administration even when expressed in ill-

www.pathagar.com

mannerd terms with unlawyer-like rudeness, cannot form the basis for action". (New York Times-June 25, 1985)".

One often hears of 'committed' judges who are considered suitable from the government point of view. A committed is a contradiction in terms. He is wholly unfit to be a judge and is false to his oath. The government in most Third World countries is the largest single litigant. If this litigant can select judges at whatever tier, suitable to itself then that would be the end of the judicial system which is the last resort of the people against unconstitutional laws and arbitrary executive action. Experience, however, shows that while it is desirable to inject justice into politics, it will be disastrous to inject politics into Justice. Once judiciary becomes subservient to the executive and to the ruling party's philosophy, no amount of enumeration of fundamental rights in the constitution can be of any avail to the citizens because the court of justice would then be turned into courts of government.

The day when the highest judiciary ceases to be independent, democracy and rule of law will collapse. Although the basic human rights are written in the constitution but where there is no independent court to enforce them, they shall remain a historical document to be preserved and seen in a glass-case only. In the memorable words of Sir Winston Churchill while speaking in the House of Commons as the Prime Minister of England: "The Principle of complete independence of the judiciary from the executive is the foundation of many things in our life. The judge has not only to do justice between man and man, he has to do justice between the citizens and the State. He has to ensure that administration conforms with the law and to adjudicate upon the legality of the exercise by the executive of its powers".

At the end of the first World War, President Wilson declared that the world must be made safe for democracy but upto now we could only make it comparatively safe for conferences and seminars. The Bar and the Bench are the two inseparable arms in the administration of justice. The judiciary maintains the necessary balance and social equilibrium in the society without which there would be utter chaos and anarchy in the country. So Supreme was the value of law that Napoleon said: "I will go down to posterity not by the battles I have fought and won but by the code I have given to France:.

The 7th UN Congress on Prevention of Crime and the Treatment of Offenders held in Milan, Italy in September, 1985 adopted some basic Principles on the Independence of Judiciary. The Principles were unanimously endorsed by the UN General Assembly on 29 November, 1985. The Principles were as follows: "1) The independence of the judiciary shall be guaranteed by the State and enshrined in the Constitution or the law of the country. It is the duty of all governmental and other institutions to respect and observe the independence of the judiciary. 2) The judiciary shall decide matters before them impartially on the basis of facts and in accordance with the law, without any restrictions, improper influences, inducements, pressures, threats of interferences, direct or indirect, from any quarter of for any

www.pathagar.com

reason. 3) The judiciary shall have jurisdiction over all issues of a judicial nature and shall have exclusive authority to decide whether an issue submitted for its decision is within its competence as defined by law. 4) There shall not be any inappropriate or unwarranted interference with the judicial process, nor shall judicial decisions by the courts be subject to revision. This principle is without prejudice to judicial review or to mitigation or commutation by competent authorities of sentences imposed by the judiciary, in accordance with the law. 5) Everyone shall have the right to be tried by ordinary courts or tribunals using established legal procedures. Tribunals that do not use the duly established procedures of the legal process shall not be created to displace the jurisdiction belonging to the ordinary courts or judicial tribunals. 6) The principle of the independence of the judiciary entitles and requires the judiciary to ensure that judicial proceedings are conducted fairly and that the rights of the parties are respected. 7) It is the duty of each Member State to provide adequate resources to enable the judiciary to properly perform its functions."

There are reasons and some justifiable reasons also to be pessimistic about what we see all around us today. But every cloud has a silver lining and it is said that out of the evil cometh good. So let us not loose heart, let us not despair. After all the country is ours and we belong to this nation. The whole country is passing through the most critical crisis in our national history. Let us, therefore, rededicate ourselves to the ideals, values and the spirit which earned us honoured place in the comity of nations as a free and sovereign nation. The spirit of liberty will always remain the eternal flame. Liberty like rights lives in the hearts of men and women and when it dies there, no Constitution, no law and no Court can save it.

(FRIDAY, 9-15 AUGUST, 1991)

www.pathagar.com

রায়

www.pathagar.com

বিচারপতির বিখ্যাত কয়েকটি রায়

বর্ণাঢ্য শিক্ষা জীবনের অধিকারী তুখোড় ছাত্রনেতা, ভাষা সৈনিক এবং নামজাদা আইনজীবী জনাব আবদুর রহমান চৌধুরী ১৯৭৩ সনে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। বিচারপতি হিসাবে তিনি বিভিন্ন জনগুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে যথা বাকস্বাধীনতা, সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা, আদালত অবমাননা, সাংবিধানিক ব্যাখ্যা, চাকরী আইন, ফৌজদারী আইন, সরকারী আমলার ভাড়া বাড়ী সম্বন্ধে বিভিন্ন রায়ের মাধ্যমে অচিরেই তাঁর মেধার স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হন। তাঁর রায়ে তাঁর মেধা, দক্ষতা, আইন ও সমাজ সচেতনতার যে পরিচয় পাওয়া যায় তা বিচার বিভাগের অমূল্য সম্পদ। এইগুলি নবীন ও প্রবীণ বিচারক ও আইনজীবীদের পাথেয় হিসাবে চিরদিন থাকবে। বিচারপতি চৌধুরীর রায়গুলি পড়লে বোঝা যায় যে, তিনি ক্ষুরধার মেধার অধিকারী ছিলেন। বিচারক হিসাবে জনাব চৌধুরীর প্রদত্ত বহু গুরুত্বপূর্ণ রায় ১৯৭৫ সাল থেকে ১৯৮৩ সালের ডি. এল. আরে নজীর হিসাবে লিপিবদ্ধ আছে। শুধুমাত্র ১৯৮২ ইং ডি. এল. আরে. জনাব চৌধুরীর ১৫টি রায় নজীর হিসাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে। বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের বর্তমান অন্যতম মাননীয় বিচারপতি জনাব এ. টি. এম. আফজাল সাহেব তখন মরহুম চৌধুরীর সাথে একই বেঞ্চে সহ-বিচারপতি ছিলেন। মরহুমের প্রথম ইন্তেকাল বার্ষিকী উপলক্ষে বন্দরনগরী থেকে প্রকাশিত এই স্মারকগ্রন্থে তাঁর প্রদত্ত শুধুমাত্র দুইটি যুগান্তকারী রায় পুনর্মুদ্রণ করা হল যাতে ভবিষ্যৎ বংশধরেরা মরহুমের প্রজ্ঞা, মনন, মেধা ও মানস সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ ওয়াকেফহাল হতে পারে। দুইটি রায়ের মধ্যে একটি ফৌজদারী আইনের ব্যাখ্যাবিষয়ক। উক্ত নজীরটি বিদেশী হাইকোর্টেও অনুসরণ করা হচ্ছে বলে শুনেছি। অন্য নজীরটি বাংলাদেশের অন্যতম কৃতীপুরুষ জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ নুরুল ইসলামের চাকুরী সম্বন্ধীয়। -সম্পাদক

www.pathagar.com

Abdur Rahman Chowdhury, J.
A. T. M. Afzal, J.
Judgment
May 30, 1978

Abu Nasir Bhuiya---Appellant.
VS.
The State... Respondent

Serajul Huq-For the Appellant.
A. F. Shahid-For the State.

Judgment

Abdur Rahman Chowdhury, J.-This appeal is directed against the order of conviction under sections 302 and 324 of the Penal Code sentencing the appellant to transportation for life and rigorous imprisonment for one year under the aforesaid sections respect tively.

❒ 2. Facts leading to this appeal, in brief, are that on 16-7-66 the informant was taking his bath in a tank situated adjacent to his homestead when he heard the cry from the house of his brother accused Nasir, rushed there and saw deceased Matun Bibi and P. W. Sultan Banu lying in the inner courtyard of the house of the accused. He found bleeding injury on the right shoulder of the deceased and another bleeding injury on the back of the neck of P. W. Sultan Banu and the accused was found standing there with a bloodstained dao in his hand. P. W. I. caught hold of the accused from behind and his elder brother P. W. Abul Khair who had also reached the spot in the meanwhile snatched away the dao from the hand of the accused. Other P. Ws. also came to the place of occurrence on hearing the alarm. Matun Bibi died immediately thereafter and P. W. Sultan Banu, though seriously injured, was conscious and narrated the occurrence to the witnesses who reached the place of occurrence immediately after. She told the witnesses that there was a quarrel between her and the accused, and the latter had dealt a dao blow on the back of her neck cutting through her bunched hair and as the accused was about to give her another dao blow, it struck the deceased who had come to her rescue, and she expired shortly thereafter. The accused was bound up with ropes, and the informant and his brother P. W. Abul Khair went to the thana along with the deceased and the injured Sultan Banu where the First Information Report was lodged on the same day at 5 P. M. The police took up the investigation of the case, examined witnesses and submitted charge- sheet against the accused. After preliminary inquiry the accused was committed to the Court of Sessions to stand his trial urder sections 302 and 324 of the Penal Code.

❒ 3. The occurrence is not denied by the defence. From the trend of cross-examination it appears that defence plea was that the accused was insane at the time of occurrence and therefore not responsible for the alleged crime.

Twelve prosecution witnesses were examined in this case while the Civil Surgeon was examined as a court witness but the defence did not examine any.

The Learned Additional Sessions Judge upon consideration of the evidence on record convicted and sentenced the accused as aforesaid. Hence the present appeal is at the instance of the sole accused.

❒ 4. P. W. 1, the informant, is the elder brother of the accused. He has narrated the prosecution case in details. He has stated that on hearing cry he rushed to the house of the accused and found the deceased and P. W. Sultan Banu lying injured on the inner courtyard of the house of the accused. The deceased was unconscious and there was bleeding injury on her right shoulder. Sultan Banu

www.pathagar.com

who also had bleeding injury on her neck was, however, conscious and she narrated the occurrence to the witnesses. The informant found the accused standing near the injured with blood-stained dao in his hand and caught hold of the accused from behind. His elder brother P. W. Abul Khair who also rushed to the spot snatched away the dao from the hand of the accused. The accused was bound up with rope. P. W. Sultan Banu told them that there was a quarrel between her and the accused as the latter had cut fruit- bearing trees and because of her protest the accused became furious and dealt dao blow on her neck and when she raised alarm deceased Matun Bibi came to her rescue and the second blow fell on the right shoulder of Matun Bibi who died of the injury shortly thereafter. The informant then went to the Police Station and lodged the First Information Report and P. W. Sultan Banu was removed to the Brahmanbaria hospital for treatment. In cross-examination P. W. I stated that the accussed was suffering from economic hardship and was of amiable nature. He used to say his prayers regularly in the mosque and was also a village matbar. The accused was on good terms with his wife and had peaceful life. He, however, stated that he found the accused behaving like an insane person 10/15 days prior to the occurrence and when there was a flood submerging the crops the accused was very much worried. On the day of the occurrence the accused had cut some fruit-bearing banana trees and also the tail of a cow belonging to his brother P. W. Abul Khair. About two years prior to the date of occurrence one son and one daughter of the accused died of smallpox after which the accused became melancholy. He was, however, given tabiz and doa as a result of which he became normal again. The accused, however, did not try to escape after the occurrence and was bound with rope because the witnesses apprehended that he might assault others.

❐ 5. P. W. 2 Sultan Banu is the wife of the accused. She has stated that the accused had cut some fruit-bearing trees and upon protest by her she was rebuked by the accused in filthy language and thereafter the accused struck her with a dao on her neck which cut through her khopa and caused bleeding injury on her neck. On hearing her cry, her daughter-in-law Matun Bibi rushed to her rescue and the accused dealt a second blow on her which, however, struck the deceased on her neck. The informant and other P, Ws. came and she narrated the occurrence to them and the informant caught hold of the accused and P. W. Abul Khair came and snatched away the dao from the hand of the accused. She was under treatment at the Brahmanbaria hospital for one month. In cross-examination this witness stated that she had a peaceful conjugal life, the accused never beat her and he was a peace-loving pious man. The accused was also affectionate to his daughter-in-law and never misbehaved with her. After the death of his son and daughter he started behaving abnormally and used to remain quiet and alone, and did not take food, but after being given doa and tabiz he recovered. About 10/15 days before the occurrence the accused again started behaving abnormally and did not talk to anybody.

P. W. 3 is the son of the accused. He has corroborated P. W. I in all material particulars. In cross-examination he stated that his father was an insane person prior to the date of occurrence.

❐ 6. P. W. 4 is the elder brother of the accused who lived in the same homestead. He has also corroborated the informant in all material particulars. In cross-examination he has stated that the accused was a pious man and well-behaved. His behaviour with his wife and the deceased was also good. In the

www.pathagar.com

morning of the day of occurrence he cut some fruit-bearing trees and the tail of a cow and behaved like a mad man. He also stated that about two years prior to the date of occurrence the accused became abnormal after the death of his son and daughter of smallpox but he recovered.

P. W. 5 is the cousin of the accusted. He has also corroborated the informant on the occurrence in all material particulars He, however, stated that the accused behaved normally.

❒ 7. P. W. 6 is the doctor who held the post-mortem examination of the deceased. He found one gaping, incised wound 6t t x 2 X2ttt t deep on the right side of neck cutting the right clavicle at the middle. Death, in his opinion, was due to shock and haemorrhage as a result of the injury which was antemortem and homicidal.

❒ 8. P. W. 7 is the Chowkidar of the local Union Council who stated that he was informed by P. W. Abdur Razzaq about the occurrence and on going to the P. O. he found Matun Bibi lying dead and Sultan Banu in injured condition who narrated the occurrence to him. He took the dead body of Matun Bibi and P. W. Sultan Banu and the accused to the Police Station.

P. W. 8 is another cousin of the accused who went to the place of occurrence on hearing alarm, heard about the occurrence and saw the deceased and the injured Sultan Banu. He, however, did not state the accused behaved abnormally either before or after the occurrence.

P. W. 9 who is a neighbour went to the place of occurrence on hearing alarm, heard about the occurrence and saw the dead body of Matun Babi and P. W. Sultan Banu lying injured. In cross-examination this witness stated that the accused was a good man and before the occurrence he did not behave like an insane man.

❒ 9. P. W. 10 and 11 are the uncles of the deceased Matun Bibi. On receipt of the information they went to the P. O. and from there went to the thana and heard about the occurrences from P. Ws. Faiz and Sultan Banu. In cross-examination they stated that the accused was quite normal and was not insane.

P. W. 12 is the S. I. of Police who held inquest on the dead body of Matun Bibi, took up investigation of the case, examined witnesses and submitted charge-sheet against the accused . In cross-examination he has categorically stated that the infromant told him nothing about the alleged insanity of the accused at the time of lodging the First Information Report nor did any other witness state to him anything regarding the alleged insanity of the accused.

❒ 10. The Civil Surgeon of Comilla was examined as a court witness. He has stated in his report dated 15-10-68 that he found the accused quite normal. But, while deposing before the court, he opined that the accused might not be capable of giving intelligent replies and might not be able to follow the proceedings of the Court.

❒ 11. These are, in a nutshell, the evidence adduced by the prosecution in support of its case. P. W. 2, one of the victims of the murderous assault by the accused, narrated the occurrence as the sole eye-witness. She reported the occurrence to P. Ws. 1, 3, 4, 5, 7, 9 and 10 who had corroborated her in all material particulars. The occurrence is not denied by the defence either. The only plea taken by the defence was the plea of insanity which appears to have been taken for the first time before the Sessions Court. At the time of lodging the F. I. R. no such statement was made by the informant although at the time of trial the informant tried to make out a case that he had stated so but the

www.pathagar.com

Investigating Officer categorically denied the suggestion. It is also interesting to note that the defence did not adduce any evidence in support of its plea of insanity which was introduced for the first time in the Sessions Court through cross-examination of the P. Ws. The accused prior to his trial was also produced before the commiting Court where he gave intelligent replies to the charge brought against him and the committing Court never found any abnormality in his behaviour or conduct nor there was any such report from the jail authority in whose custody he admittedly was from the date of his arrest. Before the Sessions Judge the accused for the first time started showing some kind of abnormality when he refused to reply to the questions put by the Sessions Judge. He was thereafter kept under observation by order of the Court and was twice examined by the Civil Surgeon who also opined that he was quite normal.

❒ 12. Be that as it may, we are concerned with the state of mind of the accused at the relevant time of the occurrence. Attempt has been made to show through cross-examination of the P. Ws. that the accused became melancholy and aloof about two years prior to the date of occurrence due to the deaths of his son and daughter of smallpox. He, however, recovered after he was given doa and tabiz. It was also brought in evidence by way of cross-examination that 10/15 days prior to the day of occurrence when crops were submerged due to flood the accused appeared to be worried. It has also been stated. by P. Ws. 1, 2, 3 and 4 that on the morning of the day of occurrence the accused started behaving abnormally by cutting fruit-bearing trees and the tail of a cow belonging to his brother. When P. W. 2, the wife of the accused protested, the accused became furious and dealt a dao blow injuring her and the second blow which he had aimed at her fell on the daughter-in-law who died almost instantaneously . All these facts have been brought on record not by adducing evidence on behalf of the defence but through cross-examination of P. Ws. 1-4 who are admittedly close relations of the accused living in the same homestead and are naturally concerned about the fate of the accused.

❒ 13. It is pertinent to remember in this connection that there is distinction between legal insanity and medical insanity. In order to bring a person within the exception of section 84 of the Penal Code the onus lies on the accused to show that at the time of the occurrence, due to unsoundness of mind, he was incapable of understanding the nature of the act or that what he was doing was unlawful or wrong.

Now, section 84 of the Penal Code reads as follows:

" Nothing is an offence which is done by a person who at the time of doing it by reason of unsoundness of mind, is incapable of knowing the nature of the act, or that he is doing what is either wrong or contrary to law"

The test for legal insanity is as distinct from the medical insanity that nature and extent of unsoundness of mind must appear to be of such a stage where the cognitive faculty of the mind would be so materially affected as would make the offender of knowing the nature of the act or that what he was doing was wrong or contrary to law.

❒ 14. When a plea of legal insanity is set up, it is for the court to consider wheher at the time of commission of the offence the accused, by reason of insanity, was incapable of knowing the nature of the act. The crucial point of time for ascertaining the state of mind of the accused is the time when the offence was

www.pathagar.com

committed. Whether the accused was in such a state of mind as to be entitled to the benefit of section 84 of the Penal Code can only be established from the circumstances which preceded, attended and followed the crime. Section 105 of the Evidence Act lays down as follws:-

"When a person is accused of any offence, the burden of providing the existence of circumstances bringing the case within any of the general exceptions in the Penal Code or within any special exception or proviso contained in any other part of the same Code or in any law defining the offence is upon him, and the court shall presume the absence of such circumstances."

❒ 15. It is well-settled that the burden lies on the prosecution to prove the guilt of the accused beyond reasonable doubt and the general burden on the prosecution never shifts. But, under section 105 of the Evidence Act the burden of providing the existence of circumstances bringing the case within the exception of section 84 of the Penal Code lies on the accused and the court shall presume absence of such circumstances unless after considering the matter it believes that the said circumstances existed or their existence was so probable that a prudent man ought, under the circumstances of the particular case, to act upon the supposition that they did exist. The accused will have to place materials before the court showing existence of such circumstances or the reasonable probability of their existence which may induce the court to act upon them and accept the plea of the accused. There is no dispute that onus on the defence is never as heavy as that on the prosecution and it may be possible for the defence to obtain a favourable view if the circumstances proved by it appear to be reasonably probable. Even if the accused was not able to establish conclusively that he was insane at the time when he committed the offence, the evidence placed before the court may raise a reasonable doubt in the mind of the court as regards the prosecution case and in that case, the accused is entitled to benefit of doubt. But, the state of mind of a person can only be inferred from the circumstances only. It is not for the prosecution to establish that a person who strikes another with a deadly weapon was incapable of knowing the nature of the act or of knowing that what he was doing was either wrong or contrary to law. Every one is presumed to know the natural consequences of his act. It is for this reason that section 105 of the Evidence Act places upon the accused person the burden of proving the exception upon which he relies.

❒ 16. Applying the test in the instant case, we find that the plea of insanity was first introduced at the time of Sessions trial. The occurrence took place on 16-7-66 and the accused was produced before the Sessions Judge on 10-5-67 when the learned Sessions Judge after observing certain abnormality in his behaviour directed medical examination by the Civil Surgeon. During this period of about a year there was nothing on record to show that the accused had shown any signs of abnormality. In the First Information Report also, the elder brother of the accused as informant did not state anything about abnormality of the accused either prior to or at the time of occurrence. Evidence has been led to show that two years prior to the occurrence the accused showed some sort of mental abnormality when two of his children died of smallpox and he remained aloof during that period and was melancholy. Melancholy as is ordinarily understood is a form of mental depression and cannot be called insanity by any stretch of imagination. The expression ' unsoundness of mind' used in section 84 of the Penal Code covers insanity, lunacy, madness, mental

www.pathagar.com

derangement and mental disorder, all of which connote a disordered state of an individual mind in which the individual loses the power of regulating his actions and conduct. Evidence has also been led to show that on the date of occurrence the accused cut fruit-bearing trees and the tail of a cow of one of his brothers. It is rather curious that none of these facts now sought to be introduced, were stated in the First Information Report which was lodged by his own brother.

❒ 17. The evidence of P. W. 9, a neighbour of the accused shows that before the occurrence the accused never behaved as an insane person. P. W. 8, a cousin of the accused, did not also state that the accused was behaving abnormally. The evidence of P. W. 5, another cousin of the accused, was also to the same effect. It was P. Ws. 1-4 who introduced the plea of insanity in their replies to cross-examination by the defence. P. Ws. I and 4 are the full brothers of the accused. P. Ws. 2 and 3 are the wife and son of the accused respectively. They are naturally concerned about the fate of the accused. It is rather significant that no other witness has stated any thing about the alleged abnormality of the accused either before or at the time of or after the occurrence. Having regard to these facts and circumstances and the evidence on record, we are unable to place any reliance on the defence plea that the accused was of unsound mind at the time when he committed the offence. The occurrence having not been denied, we find that the charge against the accused has been established beyond all reasonable doubt.

❒ 18. Next is the question whether the offence committed would come under section 302 of the Penal Code. It is true that the prosecution did not establish any motive in the instant case nor they have alleged any, nor do we find any pre-meditation on the part of the accused in committing the offence. Great stress has been laid by the learned Advocate for the appellant on the absence of motive in the instant case. It has been contended that no motive having been made out by the prosecution may be safely assumed that the accused did the act in an insane impulse. An irresistible impulse with loss of self-control, even if it be taken as having been proved in the case, affords no defence in a crime under the law and is, therefore, untenable except for a mitigation of the offence from murder to culpable homicide in certain circumstances. In view of the standard of proof required by law under section 84 of the Penal Code read with section 105 of the Evidence Act. a mere lack of proof by the prosecution of a motive for the offence cannot be a substitute for the positive proof required of the defence for its plea of insanity. Merely from the character of the crime, its suddenness, cruelty, atrocity and apparent absence of motive, it cannot be presumed that the offender must have been insane at the time of its commission. It would be extremely unsafe to admit such a plea and it would amount to condoning the crime because of its atrocity. It appears from the evidence on record that the accused became furious and violent when his wife, P. W. 2 protested against the cutting of fruit-bearing trees and tail of a cow. It is also in evidence that the second blow which actually killed Matun Bibi was aimed at his wife and that the accused did not try to escape after the commission of murder, nor did he resist the arrest and was standing with the weapon dao in his hand beside the injured. Absence of motive as premeditation will not, however, absolve the accused of the crime but will bring down the charge under section 302 of the Code to one under Part I of section 304 of the Penal Code.

www.pathagar.com

❐ 19. We accordingly alter the conviction from one under section 302 of the Penal Code to one under Part I of sec. 304 of the Code and reduce the sentence of life-imprisonment to rigorous imprisonment for 7 (seven) years. The order of conviction and sentence under section 324 of the Code is, howover, maintained.

In the result, the appeal is dismissed with modification of sentence, as directed above.

A. T. M. Afzal, J --------- I agree.

Abdur Rahman Chowdhury, J.,
A. T. M. Afzal, J.
Heard on 3rd, 6th, 7th,
8th, 10th, 14th, 15th
and 16th August of 1979.

Judgment Dec. 6.

Dr. Nurul Islam
...Petitioner.
Vs.
Bangladesh, represented by
the Secretary
to the Ministry
of Health and Population
Control of the Govt.
of Bangladesh
& ors....Respondents

Syed Ishtiaq Ahmed with Mahmudul Islam, Rokanuddin Mahmud-For the Petitioner.

K. A. Baker, Attorney General with M. M. Hoque, Assistant Attorney General-For the Government of Bangladesh.

Hamidul Huq Chowdhury with Shamsur Rahman-For the Respondent No, 2.

Judgment

Abdur Rahman Chowdhury, J.-Dr. Nurul Islam, Director and Professor of Medicine of the Institute of Post Graduate Medicine and Research, briefly called the IPGMR, obtained this Rule Nisi against repondents to show cause why the Notification dated 22nd Nov. 1978 issued by the Ministry of Health and Population Control, Govt. of Bangladesh purporting to relieve him of his duties and designation of Professor of Medicine of the said IPGMR, and to reiterate that the post of Director is a non-practising one should not be declared to have been made without any lawful authority and of no legal effect.

❐ 2. Dr. Nurul Islam, an eminent physician of the country with distinguished background stated, Inter-alia, in his petition that he joined the service of the then Govt. of East Bengal in 1952 as Assistant Surgeon and by successive promotions became the Professor of Medicine in 1962 on the recommendation of the Public Service Commission and on 10.5. 63 was confirmed as such with effect from 24. 4. 63. While he was serving as the Prof. of Medicine in the Chittagong Medical College, he was appointed to act as the Joint Director of the IPGMR by an order dated 17.11. 65 and on his representation the Govt. by another Notification dated the 31.3. 67 also appointed him temporarily to act as Prof. of Medicine of the same Institute in addition to his own duties and without any extra remuneration. In March, 1968, Sir James Cameron, who was the Dirictor and Prof. of Medicine of the IPGMR since its inception in 1965 having

www.pathagar.com

left for U. K., Dr. Islam was put in charge of the office of the Director of the IPGMR in addition to his own duties.

❒ 3. It has been further stated in the petition that although at the inception of the IPGMR it was decided that the post of the Director of the IPGMR should be filled up by a Professor which meant that the post would carry with it teachng assignment and that the Post would not be a non-practising administrative post, but the then Govt. decided some time in July 1969 to change the post of Director & Professor of the IPGMR into a non-practising administrative post of Director only. The Govt. by letter dated the 18th July 1969 (Annexure-D to the petition) enquired of the petitioner as to whether he would be willing to accept the position of Director of the IPGMR as a non-practising administrative post. Since the petitioner was unwilling to hold such a post he solicited certain clarifications from the Government and also pointed out that the decision of the Govt. was coutrary to the recommendations of WHO at its Alexandria meeting in 1966 and also those of Late Sir James Cameron (Annexure E to the petition). Nothing, however, was done in the matter until January 1971 when the Govt. again enquired of the petitioner if the non-practising administrative post of Director of the IPGMR would be acceptable to him, (Annexure F). The petitioner by his letter dated the 12th January, 1971 (Annexure G) replied in explicit terms that he would accept the post of Director of the IPGMR only if he was al lowed to continue as Prof. of Medicine (which entitled him to the right of private practice). The matter again remained pending and ultimately after the liberation of Bangladesh the Govt. of Bangladesh after consideration of entire issue gave the idea of converting the post of Director-cum-Professor of the IPGMR into a non-practising administrative post of Director only and by subsequent Notifications dated 5. ১. 72 and 24. 11. 72 (Annexures Hand H(1) appointed the petitioner as the Director and Professor of Medicine of the IPGMR with effect from 19. 1. 71

❒ 4. It has also been stated in the petition that ever since his joining the IPGMR, the petitioner has been continuing as the Prof. of Medicine with the consequential right of private practice. But all on a sudden the impugned notification was issued on 22. 11. 78 which purported to relieve the petitioner of his duties and designation of Prof. of Medicine of IPGMR as there was no such post and also declared by reference to the G. O. dated 24. 7. 69 that the post of Director is a non-practising post.

❒ 5. The petitioner has stated that he holds the designation and performs the duties of a Prof. of Medicine as the Director of the IPGMR in the way as Sir James Cameron did hold and perform the duty without filling up any particular post of Prof. of Medicine and the petitioner did not and does not receive any extra remuneration or any separate emolument for holding the designation and performing the duties of Prof. of Medicine. Though there was no particular post of Prof. of Medicine in the IPGMR from its inception upto the amalgamation of the School of Tropical Medicine with the IPGMR in March, 1972, it did not create any difficulty either for Sir James Cameron or for the petitioner in holding the post of Director and Prof. of Medicine and function of such.

❒ 6. The petitioner has alleged that the impugned notification, besides being violative of the various provisions of the Constitution, has been passed mala fide at the instance of respondent No. 2 who has at the relevant time the Deputy Prime Minister in charge of the Ministry of Health & Population Control. It has

www.pathagar.com

been alleged that respondent No. 2 who was envious of the success and fame of the petitioner as a physician of the highest calibre wanted to drive him out of the post of Professor-Director of the IPGMR and in furtherance of that design and mala fide intention caused the impugned notification to be issued only to stop the private practice of the other petitioner so that the petitioner might be compelled to give up the purely administrative post. The petitioner has further alleged that respondent No. 2 bore malice against him because the latter mistakenly developed a suspicion that the petitioner had manipulated his transfer from Dacca to Sylhet Medical College in 1970 when he was serving as Professor of Medicine in collusion with the then Chief Secretary to the Government of East Pakistan who hails from the same district as that of the petitioner. The petitioner has alleged various facts in paragraphs 13-16 of the petition to show the malice of the respondent No. 2 towards him and then submitted that the impugned notification is wholly mala fide and has been issued for collateral purposes.

❒ 7. It has been further alleged in the petition that like the IPGMR there are other Institutes, namely, Institute of Diseases of Chest & Hospital, Institute of Cardio Vascular Diseases and National Institute of Preventive and Social Medicine where there are study programmes, and medical graduates undertake special studies and patients are admitted and treated in the hospitals of these institutes. These institutes are also headed by the Directors selected, and Associate Professors and the Directors of those Institutes are also allowed to have their private practice. In this context it has been submitted that there is no reason why a discriminatory treatment should be meted out to the post of the Director of the IPGMR, and the impugned notification on the face of it was highly discriminatory and violative of the fundamental rights guaranteed by Articles 27 and 29 of the Constitution.

❒ 8. Besides the Government, the Rule has been contested by Dr. A. Q. M. Badruddoza Chowdhury, (respondent No. 2) by filing separate Affidavit-in-opposition to which the petitioner has submitted separate replies. The parties have also filed several supplementary affidavits in course of hearing of the matter which continued for quite a number of days.

❒ 9. Respondents I, 3 and 4, hereinafter briefly called the Government, in a lengthy affidavit-in-opposition have controverted all the legal contentions and denied the allegations of mala fide made by the petitioner. With regard to facts, it has been stated that the temporary post of Director, IPGMR is a non-practising post since its creation under Government Order No. Deve-I/F-20/69/284 dated 24-7-69 (Annexure I to the affidavit). In view of the fact that the post of Director IPGMR is executive in nature with higher responsibilities requiring whole-time attention without any distraction including that of private practice, it was decided in the interest of public service with the concurrence of Finance Ministry to create a temporary non-practising post of Director for the IPGMR on a higher scale of pay of Tk. 1800-100-2200/- plus special pay of Tk. 150 in lieu of the existing post of Director and Professor of Medicine and accordingly the new post was created as aforesaid.

❒ 10. It has been further stated in the affidavit filed on behalf of the Government that petitioner was appointed to the temporary non-practising post of Director, IPGMR under Govt. order dated 5.1. 72 and in addition he was allowed to continue as Professor of Medicine of that Institute. The Govt. however,

www.pathagar.com

admitted that an apparent discrepancy was made in allowing the petitioner to continue as Prof. of Medicine of that Institute when as a matter of fact no such post was actually in existence. Since the temporary non-practising post of Director, IPGMR with a higher scale was created in lieu of the post of Director and Professor of Medicine, necessary steps were taken to regularise the anomaly by relieving the petitioner of his additional duty and designation of Professor of Medicine of IPGMR by impugned notification dated 22-11-78.

❐ 11. It has further been stated that the IPGMR being an institute at the postgraduate level was required to run as many as 26 courses in different specialised subjects and being basically a teaching and research institute with a referable hospital attached to it, the duties and responsibilities of the Director of this institute are quite different requiring whole-time attention without any distraction including that of private practice. Considering the dual responsibilities of Director in the field of teaching and reasearch at the postgraduate level, the post was created at a higher scale of pay in 1969 as compared to the pay scale of the then Professor at Tk. 900-1600/- and that of the Director of the Institute of diseases of chest established in 1958. The new national pay scale introduced by the Govt. on 1st July, 1977 under its Memo No. MF (ID)-1-3/77/850 dated 20th December, 1977 also carries a payscale of a grade higher (Tk. 2850/- fixed) than the pay scale (2350-2750) of the Directors, Institute of Chest and Hospital, Institute of Cardio-Vascular Diseases, National Institute of Preventive and Social Medicine and that of the post of Professor. Since the non-practising post of the Director, IPGMR carrying a higher pay scale is not comparable to the post of Director of other aforementioned Institutes which are a grade lower in respect of both pay and status, the question of discriminatory treatment being meted out to the post of Director, IPGMR as alleged by the petitioner does not arise at all.

❐ 12. The affidavit filed on behalf of the Respondent No. 2 is more or less on the the same lines as that of the Government. With regard to the allegations of mala fide the Respondent No. 2 has stated in his affidavit that they are vague, imaginary, unsupported by any document whatsoever and hence untenable. The respondent No. 2 has further stated that the petitioner appears to have been suffering from phobia based on imagination and a sense of personal grievance against him rather than against the other respondents.

❐ 13. We have heard Mr. Syed Ishtiaq Ahmed, the learned Counsel appearing for the petitioner, the learned Attorney General for the Government and Mr. Hamidul Hoq Chowdhury, the learned Counsel for respondent No. 2, perused the petition, the affidavits and the supplementary affidavits filed by the parties in support of their respective contentions.

❐ 14. Mr. Ishtiaq Ahmed appearing on behalf of the petitioner has argued several grounds in support of his ultimate contention that the impugned notification was made without any lawful authority. He has contended, firstly, that the impugned notification relieving the petitioner of his duties and designation of Professor of Medicine is violative of Article 135 of the Constitution inasmuch as it amounts to removal of the petitioner from the post of Professor of Medicine without complying with requirements under the said Article. Secondly, he has contended that the appointment of the petitioner soon after the liberation of Bangladesh to the post of Director and Professor of Medicine and the appointment having been made upon due and proper consideration of

www.pathagar.com

the entire matter and upon a decision not to convert the post of Director into a non-practising post the petitioner having repeatedly asserted that he would accept the appointment to the post of Director only if he was allowed to continue as the Professor of Medicine with the right to practice and the Government having appointed him as Director and Professor of Medicine without any qualification or condition, the petitioner was entitled to the right of private practice. The learned Counsel has accordingly submitted that in the facts and circumstances of the case, the right to continue as Director and Professor of Medicine with the right to private practice is a term and condition of service which was available to the petitioner immediately before the commencement of the Constitution and as such the said term and condition of his service is protected by paragraph 10 of the 4th Schedule of the Constitution. Next it has been contended that either the Govt. order dated 24th July, 1969 or the impugned notification dated 2nd November, 1978 purporting to declare the post of Director of IPGMR as a nonpractising post is also liable to be declared void, being violative of the fundamental right of equality in respect of employment as ensured under Article 29 of the Constitution. It has also been agrued that the respondents had no power to review or revise their earlier order unilaterally as locus paenitentiae was no longer available to them, the order having taken effect long time ago and was being acted upon for a number of years creating a valuable right in the petitioner. Lastly, the learned Counsel has alleged mala fide against respondent No. 2 without dwelling at length on the facts leading to the inference of mala fide and contented himself by referring to the relevant paragraphs on that behalf in the petition.

❒ 15. We shall refer to and consider the arguments advanced by the learned Attorney General for the Government and Mr. Hamidul Huq Chowdhury for respondent No. 2 in course of our discussion.

❒ 16. We would like to dispose of the last argument made on behalf of the petitioner first and that is with regard to the alleged mala fide of Doctor Chowdhury , respondent No 2 . The sum and substance of the allegation in that regard was that Dr. Chowdhury was inimical to the petitioner , envious of his reputation as a physician and as such was looking for an opportunity to drive him out of IPGMR and with that end in view the impugned notificatoin was issued to pressurise the petitioner to leave the post. Upon a perusal of the relevant Goverment files it appears that the impugned notification was issued as a by-product to the question of allowing the petitioner to join King Abdul Aziz University Medical College in Riyadh, Saudi Arabia on deputation . It transpires that the Goverment of Saudi Arabia wanted the services of the petitioner for the said University and accordingly made a request to the Govt. of Bangladesh . The concerned Ministry of Health and Population Control wanted to know from the petitioner whether he was willing to accept the said assignment upon retiring from the service under the Goverment. The petitioner by his letter dated 20th November, 1978 signified his willingness to take up the assignment in Saudi Arabia on deputation. Although the medical personnel serving in or under the Ministry of Health are required under a Rule framed earlier , to retire or resign from service before accepting services abroad , the petitioner was allowed to accept the assignment on deputation as a special case which was duly communicated to him on 13th December, 1978. The petitioner , however, alleged that the impugned notification was issued with the mala fide intent to deprive him of his lien to the post of Professor of Medicine. Having perused the

www.pathagar.com

Government files which were produced before us by the learned Attorney General, it appears that while considering the petitioner`s request for going to Saudi Arabia on deputation it was found that there was no post of Director cum Professor of Medicine in the IPGMR and the post of Director was a non-practising post in pursuance of the Government order dated 24.7.69 (Annexure 1to the affidavit filed by the Government). The respondents' contention was that in order to remove the anomaly the impugned notification was issued, Whether the respondents were within their right and competence in issuing the notification in question is altogether a different matter but the fact remains that without the episode of the petitioner's going abroad to Saudi Arabia, possibly there would not have been any occasion for the impugned notification to be issued. Apparently and in the context of the matter it is difficult to accept the petitioner's allegation that Dr. Chowdhury was looking out for an opportunity to drive the petitioner out ot the IPGMR and accordingly caused the impugned notification to be made, Had Dr. Chowdhury intended to debar the petitioner from private practice or even to get rid of him as the Director of the IPGMR he could have seized upon a more propitious time and occasion than to wait for the Saudi Arablan assignment to crop up. Moreover, it appears to us that the facts alleged in paragraphs 12 to 15 of the petition in order to establish bias against the petitioner, have been the result of some credulous and enterprising imagination unsupported by any document whatsoever and are rather tenuous in nature. Dr. Chowdhury in his affidavit has stated that he had no occasion to be envious of the petitioner nor he ever nourished any grudge against the petitioner, as alleged. Moreover, from the fact and circumstance emanating from the records of the case, Dr. Chowdhury does not appear to have any reason to be envious of the petitioner's fame and reputation as a medical practitioner when admittedly at the relevant time he was no longer a practising doctor, Having considered the respective averments of petitioner and those of respondent No. 2. and more particularly the occasion which led to the issuance of the impugned notification, we have no manner of doubt that whatever may be the validity of the notification in law it cannot be condemned as a mala fide act on the part of Dr. Chowdhury, as alleged by the petitioner. Mr. Hamidul Huq Chowdhury appearing for Dr. Chowdhury has argued that the allegations of mala fide were made against his client purposefully in order to bolster up an otherwise sagging case of the petitioner. He has submitted that although there is meticulous and laboured dressing up of the allegations against Dr. Chowdhury in order to attract sympathy from the court but on close examination they do not bear the test of scrutiny. We have already found that the context and circumstances in which the impugned notification was issued almost totally excluded even the lurking possibility of any personal malice of Dr. Chowdhury in making the impugned notification. The petitioner may be suffering from a sense of personal grievance against Dr. Badruddoza Chowdhury but we have found no valid reason in the facts and circumstances of the case to hold that the impugned notification is tainted with malice or bias, alleged by the petitioner. Furthermore, we are of the view that the allegations made against Dr. Chowdhury have not added to the merit of the case nor has it in any way furthered the case of the petitioner.

We now propose to consider the validity or otherwise of the impugned notification.

www.pathagar.com

❒ 17 Mr. Ishtiaq Ahmed has argued that the impugned notification purporting to declare the post of Director of IPGMR as a non-practising post is liable to be declared void, being violative of the fundamental right of equality in respect of employment as ensured under Artide 29 of the constituion. On the face of it the argument appears to be quite formidable and catchy. It has been argued that the petitioner would have no right of private practice unlike other Directors of similar Institutes who enjoy such right. This argument, in our opinion, would have been perfectly valid if the post of Director of IPGMR was of the same rank and status as that of the Director of other similar Institutes. The learned Attorney General has pointed out that the post of Director of IPGMR Is in Grade II of the National pay scale having the rank, status and salary of an Additional Secretary whereas the Professors and Directors of other Institutes are in Garde III and enjoy the rank, status and salary of a Joint Secretary. The post of Director (IPGMR) is a distinct post and no other Institute in the country has a post of equivalent distinction. It was, therefore, evident that the post of Director of IPGMR is not comparable with the post of same nomenclature of other Institutes. It is elementary that classification of grouping of posts of employment opportunities, if based on reasonable and intelligible differentia, does not violate the equal opportunity clause of the Constitution. In para 21 of the Affidavit filed by the Government, it has been stated that IPGMR was intended to be developed as a centre of exellence for postgraduate studies and research in medical scienec and was required to run as many as 26 courses in different specialised subjects, with a referable hospital attached to it. Since duties and responsibilities of the Director of this Institute are quite different requiring whole-time attention without any distraction including that of private practice, the post was created at a higher scale with special pay as far back as in 1969 as compared to the pay scale of the then Professors and Directors of other Institutes; the post of Director of IPGMR carrying a higher pay scale was not comparable to the post of Directors of other Institutes in respect of pay and status which were a grade lower and as such the allegation of discriminatory treatment meted out to the petitioner as Director of IPGMR was without any basis whatsoever. These averments by the Government in their affidavit, have not been challenged.

❒ 18. Classification is primarily a business of the legislature or of the statutory authority charged with the duty of framing the terms and conditions of service. If the classification is found to rest on a reasonable basis it cannot be said to be discriminatory. In order to establish that the protecton of equal opportunity clause has been denied, it is incumbent to show that classification is unreasonable and bears no rational nexus with the purported object. Judicial scrutiny, therefore, must necessarily extend only to the consideration whether the classification rests on a reasonable basis, whether it bears nexus to the purported object. It is now more or less well-settled that the differentia should have a rational relationship with the object sought to be achieved. In the case of 'The State of Jammu & Kashmir Vs. Triloka Nath Khosa and others' reported in AIR 1974 (SC)-I it has been held by the Supreme Court of India that as follows.

"It cannot extend to embarking upon a nice or mathematical evaluation of the basis of classification, for were such an inquiry permissible it would be open to the court or substitute their own judgment for that of the legislature of the rule-making authority on the need to clarify or the desirability of achieving a partcular object."

www.pathagar.com

We are, therefore, satisfied from the background of the creation of the post of Director of IPGMR that the post was a class apart from that of other Directors, and the difference between them is clearly discernible and based on rational grounds. In these facts and circumstances, we do not think that the petitioner's grievance as to discriminatory treatment has really any substance.

❒ 19. The next and the most important question that calls for our consideration is whether the petitioner was removed from the post of Professor of Medicine in violation of Article 135 of the Constitution, as alleged, the petitioner's case is that as far back as on 13th March, 1967, temporarily though, he was appointed Professor of Medicine of IPGMR. (Annexure C (1) and by the subsequent Govt. orders dated 5. 1. 72 and 24-11-72 (Annexures H and H (1), he was allowed to continue as such while being appointed as the Director of the said Institute The appointment as Professor of Medicine not only involved duties of teaching and patient care but also devolved a very important right upon the petitioner, namely, the right of private practice as is available to all other Professors. The impugned notification relieving the petitioner of his duties and designation of Professor of Medicine, it has been contended, amounts to his removal from the said post entailing penal consequences.

❒ 20. Admittedly, the petitioner was not given any opportunity to show cause as required under Article 135 (2) of the constitution before taking the impugned action. Thus apparently, the impugned notification appears to have been made in violation of the aforesaid Article.

❒ 21. The learned Attorney General has contended in reply that there was no post of Professor of Medicine in the IPGMR until the School of Tropical Medicine was amalgamated with the IPGMR in March '72 which fact has been admitted by the petitioner himself in his petition. The petitioner was appointed to the administrative nonpractising post of the Director as sanctioned by the Govt. on 24. 7. 69 (Annexure1 to the affidavit by the Govt) and he was merely asked to preform the duties of Professor of Medicine as additional responsibility without any extra remuneration. It has accordingly been argued by the learned Attorney General that since there was neither any post nor appointment as Professor of Medicine, the question of petitioner's removal therefrom did not arise at all. It will, however, be seen that the respondents have not denied the appointment of the petitioner as Professor of Medicine of the IPGMR on 31st March, 1967. There is also no denial that notwithstanding the Government order dated 24.7.69 he was allowed to continue as such when he was appointed as Director of the Institute in January, 1972 , There is nothing on record to show that the appointment of the petitioner as Professor of Medicine was terminated at any prior stage. In such circumstances we are inclined to hold that although there was no sanctioned post of Professor of Medicine of the IPGMR, the Government by appointing the petitioner as Professor of Medicine in March, 1967 created that post and consequently the relationship of master and servant between the Government and the petitioner was established by such appointment and the petitioner continue to hold that post. Since admittedly, the petitioner never received any extra remuneration for the post there does not appear any necessity of financial sanction; besides: for creating a civil post, payment of remuneration is not an essential precondition, In the case of 'The state of Assam and other Vs. Kanak Chandra Dutta' reported in A I R 1967 (Sc) 884 it has been held.

www.pathagar.com

"There is relationship of master and servant between state and person said to be holding post under it. The existence of this relaonship is indicated by the state's right to select and appoint the holder of the post , its right to suspend and dismiss him, its right to control the manner and method of his doing the work and the payment by it of his wages or remuneration. A relationship of master and servant may be established by the presence of all or some of these indicia, in conjunction with other circumstances and it is a question of fact in each case whether there is such a relation between the State and the alleged holder of a post

....

A post may be created before the appoinment or simultaneously with it. A post is an employent, but every employment is not a post. A casual labourer is not the holder of a post. A post under the State means a post under the administrative control of the State. The State may create or abolish the post and may regulate the conditions of service of persons appointed to the post."

The learned Attorney General has referred to Fundamental Rule 12 (b) and contended that in view of the provisions thereof no person can, except as a temporary measure, hold two substantive posts at the same time and as such the petitioner is not entitled in law to hold two posts at the same time. It is evident that the rule referred to doesnot put an absolute embargo upon a person holding two posts at the same time. It merely provides that a Government servant cannot be appointed substantively except as a temporary measure to two or more permanent posts at the same time. Therefore, in order to attract the provisions of Rule 12 of the Fundamental Rules two conditions must be fulfilled. Firstly, that the incumbent must be appointed substantively and secondly, both the posts must be permanent posts. According to the Government there was no post of Professor of Medicine in IPGMR and the petitioner was not appointed substantively but was appointed temporarily as Professor of Medicine. If this is the stand of the Government as argued before us by the learned Attorney General. we do not see how Rule 12(b) of the Fundamental Rules can be invoked as a bar in the petitioner's case. Thus we do not find any insurmountable legal obstacle in the petitioner's holding the Post of Director and Professor of Medicine at the same time, both of which admittedly were temporary posts and sanctioned on year to year basis. It is rather strange that the Government, after having appointed the petitioner as Profossor of Medicine and allowed him to work as such for more than 10 years should have discovered the Fundamental Rules in question now and taken resort to it in order to justify its action. It may be recalled that the petitioner was purported to be relieved of his duties as Professor of Medicine because the Notification itself says there is no such post at the IPGMR. It is, therefore, not understood what the petitioner was being relieved of, if there was no post of Professor of Medicine and furthermore how he was allowed to continue for long 10 years in a non-existent post and still be recognised as such by the Government. We have already held that the post of Professor of Medicine came to being as soon as the Government appointed the petitioner as such in March, 1967. In so far as the Government order dated 24-7-69 is concerned, it must be conceded that the Government consciously gave it a go-by in allowing the petitioner to continue as Professor of Medicine while appointing him as the Director of Institute in 1972. In other words, the Government acknowledged the right of the petitioner to carry on private

www.pathagar.com

practice, a privilege which the petitioner was always insisting as a condition of his being appointed as the Difector. In these facts and circumstances, we are of the opinion that there is substance in the petitioner's contention that the Government is estopped from taking up this position after long 12 years and revising its previous order unilaterally inasmuch as no locus penitentiae was available to it.

❒ 22. Assuming for the sake of argument that there was no post of Professor of Medicine in which the petitioner was appointed, let us examine whether it was a term and condition of petitioner's service as Director of IPGMR to continue also as Professor of Medicine with the right to private practice and as such protected under paragraph No. 10 of the 4th Schedule of the Constitution. From the facts of the case as noticed hereinbefore it becomes clear that the petitioner was not willing to accept the non-practising post of Director and laid down conditions for accepting the post namely, Professorship and the right of private practice. Annexures D to G to the petition are the relevant correspondence between the Government and the petitioner which amply bear testimony to the aforesaid facts. It is also clear from Annexures H and H (!) that the Government ultimately appointed the petitioner as Director of the Institute on his terms. The Government, therefore, must be presumed to be aware of its own decision of sanctioning the non-practising post of Director in 1969 but even then it consciously allowed the petitioner to continue as the Professor of Medicine which only means that apart from the duties involed in such office petitioner would have the right of private practice.

❒ 23. With regard to the petitioner's contention that the terms and conditions of his service are protected under Paragraph 10 (1) of the 4th Schedule to the Constitution, let us now examine the constitutional provision which is as follows:-

"10 (1) Subject to this Constitution and to any other law-

(a) any person who immediately before the commencement of this Constitution was in the service of the Republic shall continue in that service on the same terms and conditions as were applicable to him immediately before such commencement."

Sub-para 2 of paragraph 10 reads as follows:-

(2) Noting in sub-paragraph (1) of this paragraph shall

(a) ——

(b) prevent the making of any law varying or revoking the conditions of service (including remuneration, leave, pension rights and rights relating to disciplinary matters) of persons employed at any time before the commencement of this Constitution or of persons continuing in the service of the Republic under the provisions of this paragraph."

It is clear from the above that the terms of the petitioner's service as were available to him before the commencement of the Constitution have been guaranteed under the first part of paragraph 10. Sub-para (2) provides that notwithstanding the guarantee laws can be passed varying or revoking the terms and conditions of service of a person. In the instant case the Government sought to vary the terms and conditions of service of the petitioner in a manner which clearly isnot envisaged in the Constitution. The learned Attorney General has contended that it was not a condition of service as Director of IPGMR that

www.pathagar.com

the petitioner must, as of right, hold the post of Professor of Medicine. We do not think that even the petitioner has made out any such case. What has been contended by the petitioner was that in view of the correspondences with the Government which are on record, it was clear that while appointing him as Director of IPGMR the Government conceded the right of private practice to him by allowing him to continue as the Professor of Medicine. The learned Attorney General has, however, drawn our attention to the Service (Reorganisation and Condition) Act, 1975 and submitted that in exercise of the power conferred by section 5 of the said Act the Government issued a notification dated 20-12-77 containing National Pay Scale of the employees of the Government and that it is clear from the said notification that the post of Director of IPGMR is a distinct post with a distinct scale of pay than that of Professors and that the petitioner having continued as the Director of IPGMR even after that date is estopped from claiming the right to continue as Professor ofMedicine. We find very little merit in this submission of the learned Attorney General. The Act referred to does not lay down anything except the pay scale and status of different categories of employees without, in any way, affecting their terms and conditions of service including those enjoyed by the petitioner. Therefore, in any view of the matter we are irresistibly led to the conclusion that the impugned notification is ultra vires the constitution.

❐ 24. In the consideration of the matter before us one thing has emerged very clearly that the respondents also admitted the qualities of the petitioner as clinician. In their affidavit the respondents stated that as a matter of fact the IPGMR being basically an Institute for teaching and research at the post-graduate level, the Director of the Institute was at liberty to examine patients both indoor as well as outdoor under his personal care. It was further stated in their affidavit that respondent No. 2 clearly mentioned in his order that the petitioner should continue to be in charge of the wards as clinician which evidently recognised his clinical acumen and the need to support his research activities and providing service to the patients. Further more, the learned Attorney General informed us on instruction from Government that the petitioner's duties and responsibilities both as a teacher and a clinician would continue as before inspite of the impugned notification. We have not come across any suggestion far less any allegation against the petitioner either in the affidavits or in the submissions made on behalf of the respondents that the petitioner's duties as the Director in any way came in conflict or suffered due to his being the Professor of Medicine or for that matter for his practice. We are, therefore, really at a loss to understand as to why it should have occurred to the Government to relieve him of his duties and designation as Professor of Medicine after such a long time on the ground that there is no such post As has already been pointed out by us that the creation of a post being the prerogative of the Government, it may be created simultaneously with the appointment of a person to a post. Even if there was no sanctioned post of a Professor of Medicine in the IPGMR as argued by the learned Attorney General we do not find any difficulty on the part of the Government to accord administrative and financial sanction to the post already held by the petitioner when there was no financial involvement in according the sanction. We do not find any valid reason for the Government not to have done so when they themselves appointed the petitioner to that post, obtained his services for more than 10 years and also wanted him to continue with all his responsibilities as before. The plea taken by

www.pathagar.com

the Government that the post of Director was created purely as an administrative post in 1969 is really of no avail, at least in so far as the petitioner is concerned, for the reasons we have already indicated and discussed above. It is pertinent to recall in this connection that notwithstanding the aforesaid Government decision it was clearly incorporated in the appointment letter of the petitioner in 1972 that he would be allowed to continue as the Professor of Medicine besides being the Director of IPGMR. We, therefore, cannot help avoid the conclusion that whatever might have been the recommendations of Sir James Cameron and other experts with regard to the duties and responsibilities of the Director of the IPGMR, the Government has consciously deviated from its professed policy as declared in 1969. We have been informed by Mr. Ishtiaq Ahmed that there has been a shift in the policy with regard to the post of Director since 1969 and as late as in 1977 the Executive Committee of the National Economic Council approved the development scheme of the IPGMR to which the Government also accorded its administrative approval for its implemenation which nicluded the sanctioned post of a Rector (Director) and Professor of the Institute. The learned Attorney General has, however. not been able to controvert the assertion of the petitioner as to the approval by the Government of anforesaid post The reason given in the impugned notification. to our mind, is too naive or at any rate it shows lack of consistency on the part of the Government.

25. It has been stated in the supplementary affidavit filed by the Government that as Director the petitioner was not obliged to perform clinical or teaching functions and the impugned order was passed relieving him from the duties and responsibilities of teaching of students and also from his duties and responsibilities of seeing patients in the hospital. Curiously enough, in the next breath it has been stated in the same supplementary affidavit, 'But in the exercise of his whole-time administrative and supervisory functions as Director he is not debarred from clinical or teaching function within the Institute as he is the head of the Institute" This has struck us something rather unusual. Either the petitioner has his duties of teaching or patent care or he has none. There is no question of giving any voluntary work being the head of the institute. From the averments by the respondents in the affidavit it appears that the Director has the responsibility in-directing in the field of teaching and research at postgraduate level". Thus whatever have been stated by the respondents at one time or other, there seems to be no getting away from the fact that the post of the Director of IPGMR was meant to be filled up by an academician in that field. Dr. Chowdhury, the Deputy Prime Minister in his order clearly stated that the petitioner was clinician notwtihstading the impugned order. It is thus evident that the Government even now wanted the petitioner to perform all the functions in the Institute which he had been performing hitherto, and if it is so, it is not understood nor do we see any reason why the Government should be chary to deny him the designation of Professor of Medicine which he has been holding so long.

26. Before we conclude, we would like to make it clear that conclusions and observations as to the duties and responsibilities attached to the post of Director of IPGMR should be understood in the context of the facts of this particular case as disclosed in the respective affidavits and the laws applicable to them. We should not be understood to have expressed any opinion generally one way or the other as to the decission of Government made in July, 1969

www.pathagar.com

creating the non-practising post of Director in lieu of Director and Professor of Medicine as it existed then nor as to the duties and responsibilities attached or to be attached to that office. The Government in making apointment to that office in future may lawfully make it in any manner it considers beneficial and desirable in the interest of the Institute. Whether the Director should be a whole-time executive or combine in him the duties of teaching and patient-care as are attached to a Professor, are all matters within the exclusive domain of the Government.

In view of our discussions and the reasons given above, we declare that the Notification dated 22nd November, 1973 so far as it relates to and purported to relieve the petitioner of the duties and designation of Professor of Medicine of IPGMR (as per Annexure "A" to the petition) has been made without any lawful authority and is of no legal effect.

The respondents No. 1. 3 and 4 are directed to pay costs of this petition to the petitioner which we assess at 20 (twenty) gold mohurs.

The Rule is accordingly made absolute with costs.

A. T. M. Afzal J. I agree.

www.pathagar.com

দলিল

www.pathagar.com

AN ADDRESS OF WELCOME

To The Hon'ble Janab Liaquat Ali Khan,

Prime Minister of Pakistan.

Sir,

It is with a heart, throbbing with joy and emotion that, we, the students of the University of Dacca, welcome you in our midst as the first Prime Minister of our new, free and sovereign State of Pakistan. Even in the midst of these joyful surroundings our thoughts naturally go back to the day when only a few months back we had the honour and privilege of welcoming the beloved Quaid-e-Azam in our midst. Though he is no more with us his message and his work are our most precious heritage which shall continue to guide and inspire us in future. The most fitting homage that we can pay to his memory is to build up our state in accordance with the Islamic ideals of equality, brotherhood and justice.

www.pathagar.com

Sir, with the dawn of independence a great responsibility has devolved on us. We can assure you that, we, who have contributed our mite to the national cause, are quite alive to the fact that the future well-being and stability of the state rest on us. Hence the task of building up those, who will build up the state should be given the utmost importance. We must revolutionise our outlook and reconstruct our thought to shape ourselves in the new order of life. The present system of education which was introduced by the Britishers to suit their requirements should be thoroughly reorganised in the light of the altered circumstances. The lamentable failure of our Provincial Government to give any lead in the matter till now and the present pitiable plight of primary, secondary and University education in our province have compelled us to draw your kind attention to the matter. The exodus of non-Muslim teachers who formed the bulk of the teaching staff in pre-partition period in the secondary and the University stages, coupled with the dirth of efficient substitutes, has been a serious below. The technical branches of education viz. the Engineering, the Medical and the Agricultural which should be given the utmost care are also badly suffering for want of efficient teachers and technical equipment. Steps should be taken to secure efficient teachers and technical equipment, if necessary, from abroad, and more students from East Pakistan should be sent overseas for higher education and training. Female education is another subject which is also not receiving its due attention. More facilities and encouragement should be given to our sisters who are now coming forward in creasing number to avail themselves of every opportunity of education and serving the country. We also urge on you sir. to introduce compulsory free military training in all the colleges and the Universities with facilities for our sisters too. The problem of accommodation is getting more and more acute since the partition. Both students and teachers are greatly suffering on this account and the authorities are also experiencing great difficulties in accommodating the growing number of students in different educational institutions, we therefore appeal to your good offices to remedy the present deplorable state of affairs affecting the growth and future well-being of the nation.

Sir, the magnificent efforts that you are making to strengthen the defence of Pakistan has evoked the admiration of all, we however beg to impress upon you with all the emphasis at our command that to encourage our youth to join the armed forces. We need army, Naval and Air Academies in this province. The only cause for this ather slow response from our youth is not lack of enthusiasm or determination on their part but the absence to these facilities in this province. We pledge our whole- hearted support and can assure you that given proper facilities you shall have from amongst us the best in every branch of the armed forces.

Sir, the food problem is causing us a great concern. The price of essential commodities and cloth have gone beyond the purchasing power of the average citizen and perhaps the cost of living here in East

www.pathagar.com

Pakistan is the highest in the world except in China, Steps should be taken to increase our food production to make ourselves self-sufficient. This can only be made possible by abolishing the permanent settlement without compensation and thoroughly re- organizing our land tenure system and by the introduction of co-operative farming on a scientific basis.

Let us tell you, Sir, that we greatly appreciate your determination to ruthlessly deal with corruption and blackmarketting. Here in East Pakistan the anti-corruption department was doing splendid work. But unfortunately the department has been amalgamated with another department and the work has alarmingly slowed down though the corruption hear is still as rampant as ever. We hope you will kindly see that the work and efficiency of the department is not allowed to be hampered by interested. individual however big they may be.

Sir, there can not be any economic progress in the country unless it is industrialised. We hope, Sir, that in any industrial planning of the country East Pakistan would legitimately get a major share.

Sir, though the two parts of our state happen to be separated by nearly two thousand miles we are one with our brethren of West Pakistan in their joys and sorrows, happiness and tribulations. Provincialism is a word unknown to us and quite foreign to our sentiment. We take this opportunity of conveying through you our best wishes and most sincere greetings to our brethren in West Pakistan and the youth in particular.

Sir, the policy of the Britishers to impart education through the medium of a foreign language accounts for the poor percentage of literacy amongst our people. The best way to impart education is through the medium of the mother tongue, and we are glad that our Provincial Government has already accepted this principle. The introduction of Bengali as the medium of instruction and as the official language has opened before us a great opportunity of educating our people and developing ourselves according to our own genius. We are happy to note that our Central Government, under your wise guidance, has given Bengali an honoured place. This is a step in the right direction which shall go a long way to further strengthen our cultural ties, with our brethren in West Pakistan. Interchange of thoughts and ideas and mutual understanding are essential if we have to develop a homogeneous and healthy national outlook.n We have accepted Urdu as our Lingua Franca but we also feel very strongly that Bengali, by virtue of its being the official language of the premier province and also the language of the 62% of the population of the state, should be given its rightful place as one of the state languages together with Urdu. Otherwise we in East Pakistan shall always be under a permanent handicap and disadvantage. Thus alone we shall have full scope of development and forge closer affinity with our brethren of the other part and march forward hand in hand.

Sir, you are aware of the pitiable plight of the people of East Bengal, and Muslims in particular, who were victims of the worst kind of

www.pathagar.com

political oppression and economic exploitation. We are confident, Sir, that our legitimate claim in our Armed Forces and the Central Services on the basis of population-percentage shall be given effect to immediately,

Sir, we appreciate the tremendous odds that you had to surmount and we are also alive to the difficulties that face us today. We would however take this oportunity of requesting you most earnestly to see that the framing of our constitution is not delayed any further. The last general elections were in fact a plebiscite on the issue of Pakistan and now that we need more able men and fresh blood to come in and shoulder responsibility, we beg to impress upon you the necessity of having and early general election on a wider basis.

Sir, we have been watching with increasing grief and concern the repressions to which our student friends, most of whom are tried Muslim League workers with admirable record of service and sacrifice, are being subjected. Many of us are being harassed and even put under detention without trial in our attempt to fight out corruption and injustice and bring them tothe notice of the Government. The bogey of communism is raised to justify these injustices but we assure you most sincerely that all other "isms" excepting Islamic message of peace, equality and social justice are quite foreign to our outlook.

We hope, Sir, and we are confident that the points we have raised shall receive your earnest attention and sympathetic consideration.

Sir, we are afraid that we have taxed you long enough but we could not help expressing our feelings. So we have been frank to you even at the risk of being misunderstood only out of our sincere and intense love for the future wellbeing of the State. We are happy that the reins of administration of our State are in the able hands of one who enjoys the full confidence and love of all the Pakistanis. We have watched with admiration and regard your services and sacrifice to the cause of the nation. We pray to the Almighty for your sound health and long life to enable you to lead us through the critical times ahead. We thank you most cordially for the honour you have done to us in consenting to come and address us. PAKISTAN ZINDABAD.

DACCA — *We beg to subscribe ourselves,*

The 27th November, 1948. — The students of the University of Dacca.

www.pathagar.com

পাকিস্তানের সম্মানিত প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানকে প্রদত্ত স্মারকলিপি

আমাদের হৃদয় আজ আনন্দ আর আবেগে উদ্বেলিত। আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজ, এই নবীন, স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আপনাকে আমাদের মধ্যে পেয়ে জানাচ্ছি সশ্রদ্ধ অভিনন্দন। এমনকি এই আনন্দঘন পরিবেশের মধ্যে থেকেও সেদিনের কথা আমাদের স্মরণে আসছে, মাত্র কয়েক মাস আগে যে দিনটিতেও আমরা প্রিয় কায়েদ-ই-আযমকে বরণ করে নেয়ার গৌরব ও সুযোগ অর্জন করেছিলাম। যদিও আজ তিনি আমাদের মধ্যে নেই কিন্তু তাঁর বাণী এবং কর্ম আমাদের ভবিষ্যত চলার পথে এক মূল্যবান ঐতিহ্য এবং দিশারী হিসেবে আমাদের অনুপ্রাণিত করবে। তাঁর স্মৃতির প্রতি আমরা সর্বোচ্চ সম্মান প্রদর্শন করতে পারবো যদি আমরা এই দেশকে ইসলামের সাম্য, ভ্রাতৃত্ব এবং ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে গড়ে তুলতে পারি।

জনাব

স্বাধীনতার এই উষালগ্নে এক মহান দায়িত্ব আমাদের কাঁধে অর্পিত হয়েছে। আমরা জাতির জন্য যে অমূল্য সম্পদ পেয়েছি সে পূর্ণ সচেতনতার সংগে আপনাকে এ আশ্বাস দিতে পারি যে, এই রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব এবং ভবিষ্যত কল্যাণ আমাদের উপরই নির্ভরশীল। এখন দেশ গড়ার দায়িত্ব তাদের, যারা সর্বাধিক গুরুত্ব সহকারে এ দায়িত্ব পালন করবে। আমাদের চিন্তা-চেতনায় অবশ্যই বিপ্লব ঘটাতে হবে। নতুন জীবন ধারা অনুযায়ী আমাদের চেতনাকে পুনর্গঠিত করতে হবে। বর্তমানে আমাদের দেশে যে শিক্ষা ব্যবস্থা রয়েছে তা বৃটিশরা তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী প্রবর্তন করেছে। এই শিক্ষা ব্যবস্থাকে পরিবর্তিত অবস্থার প্রেক্ষিতে সামগ্রিকভাবে ঢেলে সাজাতে হবে। আমাদের প্রাদেশিক সরকারের ব্যর্থতা এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সরকার প্রদেশের প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষা ব্যবস্থাকে পুনর্গঠিত করতে ব্যর্থ হয়েছে। এ জন্যে আমরা বাধ্য হচ্ছি এ ব্যাপারে আপনার সুদৃষ্টি আকর্ষণ করতে। বিভাগ পূর্বকালে মাধ্যমিক স্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত যে অমুসলিম শিক্ষকের সংখ্যাধিক্য ছিল, তাদের অনেকে চলে যাওয়ার পর যে শুন্যতার সৃষ্টি হয়েছে, এখনো তা পূরণ হয়নি। এটা যে শিক্ষার ওপর প্রচণ্ড আঘাত তা স্বীকৃত সত্য। শিক্ষার বিভিন্ন কারিগরি শাখা যেমন প্রকৌশল, চিকিৎসা ও কৃষি বিভাগে দক্ষ শিক্ষক এবং কারিগরি সরঞ্জামাদির তীব্র সংকট চলছে, এ দিকে সর্বাধিক নজর দেয়া উচিত। এ ক্ষেত্রে কারিগরি যন্ত্রপাতি এবং দক্ষ শিক্ষকের যে অভাব রয়েছে তা অবশ্যই পূরণ করতে হবে, প্রয়োজনবোধে বিদেশ থেকে এনেও এ অভাব পূরণ করা অবশ্য কর্তব্য। এ প্রেক্ষিতে পূর্ব পাকিস্তান থেকে অধিক সংখ্যক ছাত্রকে বিদেশে প্রেরণ করে এসব বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষা লাভ ও প্রশিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করতে হবে। অপর একটি বিষয় হচ্ছে নারী শিক্ষা, যার প্রতি যথাযথ দৃষ্টি দেয়া হচ্ছে না। দেশ সেবার ক্ষেত্রে এবং শিক্ষাঙ্গনে আমাদের যে সব বোন ক্রমবর্ধমান হারে এগিয়ে আসছেন তাদের উৎসাহিত করা এবং অধিকতর সুযোগ প্রদানের ব্যাপারে আরো সক্রিয় হতে হবে। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা প্রবর্তন অপরিহার্য। এই সুযোগ যাতে ছাত্রীদের জন্যও সম্প্রসারিত হয়, আপনার কাছে আমাদের এই নিবেদন। দেশ বিভাগের পর ছাত্রদের আবাসিক সমস্যা প্রকট

www.pathagar.com

হয়েছে। ছাত্র এবং শিক্ষক উভয়ই আবাসিক সংকটের সম্মুখীন। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ এ সংকট নিরসনে হিমশিম খাচ্ছেন। জাতির ভবিষ্যত কল্যাণের জন্য এবং বর্তমান সংকট নিরসনকল্পে আপনার সক্রিয় হস্তক্ষেপ কামনা করছি।

জনাব

পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করার ব্যাপারে আপনি যে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন তা সবার সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করে আমাদের দেশের এই অংশের যুবকদের সশস্ত্র বাহিনীতে অধিক হারে যোগদানের জন্য আপনি যেন উৎসাহ প্রদান করেন সে নিবেদন রাখছি। এই প্রদেশে সেনাবাহিনী, নৌ এবং বিমান একাডেমী আমাদের জন্য একান্ত প্রয়োজন। আমাদের যুবকদের মধ্যে উদ্যম এবং সংকল্পের যে অভাব দেখা যায় এটাই একমাত্র কারণ নয় যে, তারা দেশরক্ষার ডাকে সাড়া দেয় না। বরং মূল কারণ হচ্ছে এই প্রদেশের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা প্রদানেরই অভাব রয়েছে। সেনাবাহিনীর প্রত্যেক বিভাগে তাদেরকে উপযুক্ত সুযোগ দেয়া হলে যুবকরা যে চমৎকার ভূমিকা পালন করবে সে প্রতিশ্রুতি ও আশ্বাস আমরা দিতে পারি।

জনাব

আমাদের খাদ্য সংকট তীব্র। কাপড়সহ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে গেছে। একমাত্র চীন ছাড়া পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের জীবন নির্বাহ ব্যয় বিশ্বের মধ্যে সর্বাধিক। খাদ্যে আমাদের স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার জন্য এবং খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য বিনা ক্ষতিপূরণে বিলুপ্ত করতে হবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সমবায় কৃষি খামার গড়ে তুলে ভূমি সংস্কার করতে হবে।

কালোবাজারী এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে আপনার আপোষহীন সংগ্রামকে আমরা গভীরভাবে প্রশংসা করছি। পূর্ব পাকিস্তানের দুর্নীতি দমন বিভাগ চমৎকারভাবে কাজ করছিল। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই বিভাগকে অন্য একটি বিভাগের সাথে সংযুক্ত করায় দুর্নীতি এখানে আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। আমরা আশা করবো আপনি অনুগ্রহ করে এদিকে লক্ষ্য রাখবেন যাতে এ বিভাগ কোন ব্যক্তিস্বার্থের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এর দক্ষতা ও সুনাম হারিয়ে না বসে, সে সব ব্যক্তি যত বড়ই হোক না কেন।

জনাব

দেশ শিল্পায়িত না হলে অর্থনৈতিক উন্নতি সম্ভব নয়। আমরা অশা করি দেশের শিল্প পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় পূর্ব পাকিস্তান যেন ন্যায়সংগতভাবে সর্বাধিক প্রাধান্য পায়।

জনাব

যদিও আমাদের দেশের এই দুস্বঅংশের মধ্যে দুস্বহাজার মাইলের ব্যবধান, কিন্তু তথাপি আমরা আমাদের পশ্চিম পাকিস্তানের ভাইদের সুখ-দুঃখের ক্ষেত্রে এক এবং অভিন্ন। 'প্রাদেশিকতাস্ব এমন একটি শব্দ যা আমাদের কাছে অপরিচিত এবং তা আমাদের চেতনার পরিপন্থী। আপনার মাধ্যমে পশ্চিম পাকিস্তানের ভাইদের কাছে বিশেষ করে যুবকদের কাছে আমাদের শুভেচ্ছা এবং ভালবাসা জানাচ্ছি।

জনাব

বৃটিশ প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থা একটি বিদেশী ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে চালু করেছে। এ কারণেই আমাদের জনগণের মধ্যে শিক্ষিতের হার নগন্য। সর্বোত্তম ব্যবস্থা হচ্ছে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান। আমরা আনন্দিত যে আমাদের প্রাদেশিক সরকার এ নীতি মেনে নিয়েছেন। বাংলাকে শিক্ষার মাধ্যম এবং সরকারী ভাষা হিসেবে প্রবর্তন করায় আমাদের জনগণকে শিক্ষিত করে তোলার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। আমরা আরো আনন্দিত যে, আপনার নেতৃত্বে আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার বাংলা ভাষাকে একটি মর্যাদার স্থান দিয়েছেন। এ পদক্ষেপ পশ্চিম পাকিস্তানী ভাইদের সাথে আমাদের সাংস্কৃতিক দৃঢ় বন্ধন সৃষ্টির ক্ষেত্রে অনেক দূর এগিয়ে নেবে।

www.pathagar.com

বাংলাকেও অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে যথার্থ স্থান দেয়া উচিত। অন্যথায় আমরা অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তানীরা সর্বদাই স্থায়ীভাবে অনগ্রসর এবং প্রতিবন্ধকতার শিকার হয়ে থাকবো। একমাত্র এভাবেই আমরা দেশের অন্য অংশের ভাইদের হাতে হাত মিলিয়ে দেশ উন্নয়নের সুযোগ পাব এবং পরস্পর আরো ঘনিষ্ঠ হতে পারবো।

জনাব

অর্থনৈতিক শোষণ এবং রাজনৈতিক নির্যাতনে পূর্ব বাংলার জনসাধারণ, বিশেষ করে মুসলমানদের দুঃখজনক অবস্থা সম্পর্কে আপনি অবগত আছেন।

সশস্ত্র বাহিনী এবং কেন্দ্রীয় চাকুরীর ক্ষেত্রে আমাদের বৈধ দাবী জনসংখ্যা হারে অতি সত্বর কার্যকর হবে বলে আমরা আস্থাশীল।

জনাব

যে দুরূহ বাধা বিপত্তি আপনি অতিক্রম করেছেন সে সম্পর্কে আমরা সম্পূর্ণ অবহিত। দেশের বর্তমান সংকট সম্পর্কেও আমরা ওয়াকেফহাল। দেশের শাসনতন্ত্র প্রণয়নের ব্যাপারটি বিলম্বিত না করার জন্য আপনার নিকট সবিনয় অনুরোধ জানাচ্ছি।

বিগত সাধারণ নির্বাচনগুলো ছিল পাকিস্তান ইস্যুর ওপর গণভোট মাত্র। এখন আমরা প্রয়োজন অনুভব করছি যে, এই নবীন রাষ্ট্রের দায়িত্ব কাঁধে নেয়ার জন্য দক্ষ ব্যক্তি ও নতুন নেতৃত্বের এগিয়ে আসা দরকার। সুতরাং এই প্রেক্ষিতে দেশব্যাপী অতি সত্বর একটি সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান একান্ত প্রয়োজন।

আমরা দুঃখ এবং উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছি যে, অনেক ছাত্র বন্ধু যাদের অধিকাংশই মুসলিম লীগের কর্মী হিসেবে ত্যাগ-তিতিক্ষার প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেছে আজ তারা আসামীর কাঠগড়ায় দণ্ডায়মান। এদের অনেকেই হয়রানির শিকার। অনেকে দুর্নীতি, অবিচার-অনাচার, জনসমক্ষে তুলে ধরার প্রচেষ্টার জন্য বিনা বিচারে বন্দী জীবন যাপন করছে। তাদের ওপর অবিচার করা হচ্ছে কম্যুনিজমের অভিযোগ তুলে। কিন্তু আমরা সততার সাথে এ আশ্বাস দিতে পারি যে ইসলামের শান্তি, সাম্য ও সামাজিক ন্যায়বিচারের আদর্শ ছাড়া আমাদের কাছে সকল প্রকার ইজম অগ্রহণযোগ্য।

জনাব

আমরা এ ব্যাপারে আস্থাশীল যে, আমাদের উত্থাপিত বিষয়গুলো আপনার আন্তরিক দৃষ্টি আকর্ষণ এবং সহানুভূতিশীল বিবেচনা লাভে সক্ষম হবে।

জনাব

আপনাকে এতক্ষণ ধরে বিরক্ত করার ব্যাপারে আমরা দুঃখিত কিন্তু তবুও আমাদের অনুভূতিগুলো প্রকাশ করা ছাড়া কোন গত্যন্তর ছিল না। সে জন্যে তাতে আমাদেরকে ভুল বুঝার ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও আমরা কেবল দেশের ভবিষ্যত উন্নতির স্বার্থেই আপনার কাছে খোলাখুলি সব বলছি। আমরা এ জন্যে আনন্দিত যে, দেশে প্রশাসনের লাগাম নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব এমন এক ব্যক্তির হাতে ন্যস্ত যার প্রতি পাকিস্তানবাসীর পূর্ণ আস্থা এবং ভালবাসা রয়েছে। আমরা প্রশংসা এবং শ্রদ্ধার সাথে জাতির জন্য আপনার ত্যাগ ও অবদান লক্ষ্য করছি। আমরা সর্বশক্তিমান আল্লাহর নিকট আপনার সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘজীবন কামনা করছি যাতে আপনি আগামী দিনে জাতির ক্রান্তিলগ্নে আমাদের নেতৃত্ব দিতে পারেন। আমাদের মাঝে এসে এবং আমাদের সামনে ভাষণ দিতে সম্মত হয়ে আপনি যে আমাদেরকে সম্মানিত করেছেন সে জন্যে আমরা আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। পাকিস্তান-জিন্দাবাদ।

ঢাকা

২৭ শে নভেম্বর, ১৯৪৮

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের

ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ

www.pathagar.com

ছবি

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

কমিটি

উপদেষ্টা পরিষদ

- প্রিন্সিপ্যাল এ এ রেজাউল করিম চৌধুরী
- কে এ রউফ (অবঃ জেলা ও দায়রা জজ)
- আজিজুর রহমান (সাবেক এম. পি. এ.)
- শাহজাদা বেলায়েতুল্লাহ খান
- আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী এম. পি.
- সৈয়দ ওয়াহিদুল আলম এম. পি.
- আলহাজ্ব শাহজাহান চৌধুরী এম. পি.
- আলহাজ্ব এডভোকেট বদিউল আলম
- সাইফুদ্দিন কাদের চৌধুরী
- অধ্যাপক ডঃ মঈনুদ্দীন আহমদ খান
- অধ্যাপক ডঃ আবু সালেহ
- অধ্যাপক এ. জে. এম. নূরুদ্দীন চৌধুরী
- সাংবাদিক মঈনুল আলম
- আলহাজ্ব তাহের সোবহান
- জাফরুল ইসলাম চৌধুরী
- ডাঃ মোহাম্মদ নূরুন্নবী
- আল্লামা সুলতান যওক
- আলহাজ্ব মওলানা মুহাম্মদ শামসুদ্দীন
- অধ্যক্ষ শাফায়াত আহমদ সিদ্দিকী

স্মরণসভা কমিটি

সভাপতি- সালাহ উদ্দিন কাশেম খান

সহ সভাপতি- এডভোকেট শামসুদ্দীন আহমদ মির্জা

একে এম রফিক উল্লাহ চৌধুরী

সাধারণ সম্পাদক- হেলাল হুমায়ুন

সদস্যবৃন্দ- অধ্যাপক ডঃ মোহাম্মদ মাহবুব উল্লাহ

অধ্যাপক ডঃ শাব্বির আহমদ

এডভোকেট মোহাম্মদ ফয়েজ

আহমদ সাঈদ

ব্যারিস্টার সাইফুদ্দিন মাহমুদ

সাংবাদিক ইসকান্দার আলী চৌধুরী

সাংবাদিক ওসমান গণি মনসুর

সাংবাদিক সৈয়দ মুর্তজা আলী

মঈনুদ্দিন কাদেরী শওকত

জিয়াউদ্দিন এম. এনায়েতুল্লাহ

সাংবাদিক মোহাম্মদ শাহনেওয়াজ

মোজাফফর আহমদ মিয়া

এম. এ. সালাম

নজমুল হক চৌধুরী

ফয়সল জলিল চৌধুরী

হাসান মাহমুদ চৌধুরী

মোহাম্মদ ইউসুফ

www.pathagar.com

ডাঃ এস. এম. নওয়াব হোসেন
ডাঃ মঈনুল ইসলাম মাহমুদ
ডাঃ ফজলুল হক
ডাঃ আনোয়ারুল আজীম
ডাঃ কাজী মোহাম্মদ ইউছুফ
ডাঃ নজিবুর রহমান
ডাঃ খুরশীদ জামাল চৌধুরী
মওলানা আবু বকর মোহাম্মদ ছিদ্দিকুল্লাহ
মওলানা হাকীম সালাউদ্দিন আল ইমামী
অধ্যক্ষ মওলানা মুহাম্মদ আবু তাহের
আলহাজ্ব জাহাঙ্গীর উদ্দিন চৌধুরী
অধ্যাপক কাজী আযীয উদ্দিন আহমদ
জহুর উশ শহীদ
এম. এ. মান্নান
বদিউল আলম চৌধরী
ডাঃ ক্যাপ্টেন এম. এন. ছাফা
এ. এফ. এম. হাসান
আলহাজ্ব আফসার উদ্দিন চৌধুরী
এ. কে. এম. আবু বকর চৌধুরী
মোহাম্মদ নুরুল্লাহ
মুহাম্মদ শামসুল ইসলাম
এডভোকেট জিয়া হাবীব আহসান
এডভোকেট আনোয়ার হোসেন
এডভোকেট মোঃ ইব্রাহীম
এডভোকেট মোঃ শরীফ উদ্দীন
এডভোকেট এম. এ. মালেক
এডভোকেট কাজী সাইফুদ্দিন চৌধুরী
এডভোকেট মোহাম্মদ আবদুল মালিক
অধ্যক্ষ মোহাম্মদ রেজাউল কবির
প্রিন্সিপ্যাল মোহাম্মদ ইদরিস
অধ্যক্ষ মোহাম্মদ তাহের
অধ্যক্ষ মোহাম্মদ আমিরুজ্জামান
অধ্যক্ষ মোহাম্মদ হারুনর রশিদ
জবান বায়োজীদ মুজতবা সিদ্দিকী
সৈয়দ জাকির হোসাইন
জনাব বদিউল আলম ইউসুফ
জনাব মোঃ কামাল উদ্দিন চৌধুরী
চৌধুরী গোলাম রব্বানী
জনাব হুমায়ুন ছাদেক চৌধুরী
অধ্যক্ষ মাওলানা খায়রুল বশর
জনাব শফিউল আলম
জনাব মনজুর মোরশেদ

জনাব হোসাইন দিদার
জনাব মুহাম্মদ আমীরুল ইসলাম
জনাব মোস্তাক খন্দকার
জনাব এজাহারুল হক
অধ্যাপক আবুল খায়ের
এডভোকেট আহমদ হোসেন
অধ্যাপক ইউছুফ শরীফ আহমদ খান
এডভোকেট কামাল উদ্দিন আহমদ খান
ইঞ্জিনিয়ার মনোয়ার আহমদ
ইঞ্জিনিয়ার সুলতান মাহমুদ
ইঞ্জিনিয়ার মুমিনুল হক
ইঞ্জিনিয়ার মানজারে খুরশীদ আলম
জনাব রফিক আহমদ
জনাব জসিম উদ্দিন খান
জনাব এ. এফ. মোহাম্মদুর রহমান
এস. এম. এনামুল কাদের
সৈয়দ মোস্তফা জামাল
জনাব আবুল বাশার
জনাব মামুনুর রশীদ
জনাব এস. এম শোয়েব খান
জনাব কাজী রশিদ উদ্দীন
জনাব আবুল কালাম শামসুদ্দীন
জনাব জি. আবুল কাশেম
ডাঃ একরামুল হক
আলহাজ্ব মোঃ বদিউল আলম
জনাব মোহাম্মদ আকরম
এডভোকেট আহমদ ছগীর
জনাব গোলাম নবী
আলহাজ্ব বেলায়েত হোসেন
জনাব মুহাম্মদ শামসুজ্জামান
জনাব মুহাম্মদ শামসুল ইসলাম
অধ্যক্ষ হাকীম জামাল উদ্দিন হেজাজী
জনাব বদরুল আলম
আলহাজ্ব ফারুক আহমদ
আলহাজ্ব আবুল কালাম
জনাব মোরশেদ মুরাদ ইব্রাহিম
জনাব রাশেদ মুরাদ ইব্রাহিম
জনাব জি. এম. মাহমুদ
আলহাজ্ব আজিম শরীফ
জনাব আবুল হোসাইন চৌধুরী
অধ্যাপক ফরিদ উদ্দিন খান
জনাব জাফর সাদেক

www.pathagar.com

অধ্যাপক মফিজুর রহমান
জনাব নূর মোহাম্মদ রফিক
জনাব শামসুল হক হায়দরী
অধ্যাপক সেলিম জাহাঙ্গীর
জনাব এম. এ. তাহের
জনাব আবু তাহের খান
জনাব এম. এ. গণি
জনাব মোহাম্মদ ইউসুফ
এডভোকেট দস্তগীর রেজা ছিদ্দিকী
মওলানা আবদুর রহীম ইসলামাবাদী
এডভোকেট মুহাম্মদ শামসুদ্দোহা
এডভোকেট আবু জাফর চৌধুরী
ডঃ মুহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম
ডঃ মুহাম্মদ লোকমান
এডভোকেট ফেরদৌস আহমদ
জনাব মহিউদ্দিন ইসলাম
জনাব ইকবাল করিম রিপন
জনাব মুরশিদুল আলম চৌধুরী
জনাব জালাল উদ্দিন আহমদ চৌধুরী
জনাব নুর মোহাম্মদ চৌধুরী
জনাব দিদারুল আলম
জনাব মোহাম্মদ নোমান
মওলানা এ. কে. এম. ফারুখ ছিদ্দিকী
অধ্যাপক লিয়াকত আখতার ছিদ্দিকী
জনাব মুহাম্মদ সেলিম

সত্য কথা মানুষকে পুন্য ও সৎকর্মের দিকে নিয়ে যায়, এই পুন্য ও সৎকর্ম জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়।

----*আল হাদীস*

কৃতজ্ঞতা স্বীকার
জনাব সালাহ উদ্দিন কাসেম খান
ডাঃ মঈনুল ইসলাম মাহমুদ
এডভোকেট শামসুদ্দীন আহমদ মির্জা
ব্যারিষ্টার সাইফুদ্দিন মাহমুদ
জনাব হাসান মাহমুদ চৌধুরী

www.pathagar.com

বিচারপতি আবদুর রহমান চৌধুরী স্মরণসভা কমিটি
চট্টগ্রাম

KAMCO Ctg. Phone: 22 44 26